www.facebook.com/alipur.barta.5

ইন্টারনেট সংস্করণ: http://www.alipurbarta.org

চলছে রাজনৈতিক ধারাবাহিক

বিপন্ন গণতন্ত্র

চারের পাতায়

আলিপুর বার্তা

১৯৬৬–২০১৫

ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

ল্যাংচার ইতিকথা

ছয়ের পাতায়

কলকাতা ঃ ৪৯ বর্ষ, ৩১ সংখ্যা, ১৫ জ্যৈষ্ঠ – ২১ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২২ ঃ ৩০ মে – ৫ জুন, ২০১৫

Kolkata : 49 year : Vol No.: 49, Issue No. 31, 30 May - 5 June, 2015 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

নয়া প্রশ্ন কাঠামোতেই পাশের হারে বাজিমাৎ উচ্চমাধ্যমিকে

বরুণ মণ্ডল

পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ পরিচালিত রাজ্যের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের কাঠামোর ব্যাপক পরিবর্তন যে সঠিক ও দেশীয় স্তরের সঙ্গে সঙ্গতি সম্পন্ন এবং বিজ্ঞানসম্মত তা ২০১৫–এর উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফলে পরিলক্ষিত হল। গত ২৯ মে সল্টলেকের বিদ্যাসাগর ভবন থেকে সংসদ সভাপতি অধ্যাপিকা মহুয়া দাস ২০১৫–এর উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করলেন। এবারের পরীক্ষার বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল এবারই প্রথম বার সম্পূর্ণরকম নতুন পাঠ্যক্রম ও নয়া পাঠ্যসূচি এবং প্রশ্ন কাঠামোয় ১০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা। আগে যে সমস্ত বিষয়ে ১০০ নম্বরেই লিখিত পরীক্ষা হত সেখানে এখন ৮০ নম্বরে লিখিত পরীক্ষা আর বাকি ২০ নম্বরের প্রোজেক্টের পরীক্ষা। এরই সঙ্গে আরও একটি বিষয় হলো এই ৮০ নম্বরে লিখিত পরীক্ষায় ৪০ নম্বর থাকে 'মাল্টি চয়েজ কোশ্চেন' ও 'অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন' আর বাকি ৪০ নম্বর থাকে 'ডেসক্রিপটিভ অ্যান্সার'। আরও বৈশিষ্ট্য হল, প্রশ্ন পত্রের নয়া কাঠামো সবল ও দুর্বল উভয় ছাত্রছাত্রীর কাছে যে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছে তার প্রমাণ যে এবারের উচ্চমাধ্যমিকে পাশের হারে ৩.৯৫ শতাংশ বৃদ্ধি নয়ই, ছাত্রছাত্রীদের পাশের হার বেড়েছে যথাক্রমে ৩.২২ শতাংশ ও ৪.৭৯ শতাংশ। 'ও', 'এ+', 'এ', 'বি+', 'বি' ও 'সি' গ্রেডে পাশের হার এতটাই বেড়েছে যে 'পি' গ্রেডের পাশের হার উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গিয়েছে।

এবারের মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফলে রাজ্যের ২০টি জেলার মধ্যে পূর্ব মেদিনীপুর জেলা যেমন পাশের হারে সর্বোচ্চ স্থান অর্জন করেছে এবারের উচ্চমাধ্যমিকেও ঠিক তেমনই পাশের হারে পূর্ব মেদিনীপুর জেলা (৯১.৬৫ শতাংশ) সর্বোচ্চ স্থান ধরে রাখল। এবারের মাধ্যমিকে একমাত্র কলকাতা জেলায় ছাত্রদের থেকে ছাত্রীদের পাশের হার বেশি ছিল। সেখানে উচ্চমাধ্যমিকে মত বড়ো ক্ষেত্রে পাশের হারে ছাত্রীরা আটটি জেলায় ছাত্রদের থেকে এগিয়ে গেল। কলকাতায় ছাত্রদের তুলনায় ছাত্রীদের পাশের হার ৬.৮২ শতাংশ বেশি, বর্ধমানে ৪.৭৭ শতাংশ বেশি, পশ্চিম মেদিনীপুরে ২.৪৮ শতাংশ বেশি, দার্জিলিংয়ে ২.৩৭ শতাংশ বেশি, হুগলিতে ২.০৫ শতাংশ বেশি, হাওড়ায় ১.৭২ শতাংশ বেশি, বাঁকুড়ায় ১.১৭ শতাংশ বেশি এবং পূর্ব মেদিনীপুরে ০.৪৭ শতাংশ বেশি। আবার 'মাইনরিটি'তে এবার ছাত্রীদের পাশের হার বেড়েছে ৩.৮২ শতাংশ।

এবারের সম্ভাব্য প্রথম ১০টি স্থানে মোট ৩৫ জন ছাত্রছাত্রী স্থান করে নিতে পেরেছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলার সোনারপুরের নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয় (আবাসিক) বাদে বাকি ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে হুগলি জেলার চারজন, বর্ধমান জেলার ৩ জন, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার দু'জন আর কলকাতা, বাঁকুড়া, বীরভূম, মালদহ, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, দার্জিলিং জেলার একজন করে ছাত্রছাত্রী এই টপ টেন লিস্টে স্থান করে নিতে পেরেছে। ছাত্রীদের মধ্যে প্রথম হয়েছে হুগলি জেলার আরামবাগ গার্লস হাই স্কুলের রিখিয়া ভুক্তা (৪৮৩)। মেধা তালিকায় সে অষ্টম স্থানে।

এরপর পাঁচের পাতায়

দুর্বিষহ গরম, ধেয়ে আসছে অভিশাপ

অধ্যাপক কাশীনাথ মুখোপাধ্যায়

গরমের দাপটে সর্বত্র এখন পরিত্রাহি রব। গ্রীষ্মকালে গরম পড়াটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এবারের গরম অভিনব। হাওয়া অফিস গরমের যে পরিমাণ উল্লেখ করে, বাস্তবের গরম তার চাইতে বেশি। ব্যক্তিগত ব্যবহারকারীদের থার্মোমিটারে, স্কুল কলেজের পরীক্ষাগারে যে তাপমাত্রা পাওয়া যায় আলিপুর হাওয়া অফিসের বর্ণিত তাপমাত্রায় চেয়ে তা অনেক বেশি। এতে সন্দেহ জাগে আলিপুর বৃক্ষাচ্ছাদিত অঞ্চল বলে হয় সেখানে কম তাপমাত্রা পরিলক্ষিত হয়, নতুবা হাওয়া অফিস বৃষ্টি আসার মিথ্যে আশ্বাসের মতো সত্যকে গোপন করে।

সাধারণত এ সমস্ত সারাদিনের একটানা গরমের পর বিকেলের দিকে উত্তর পশ্চিম দিক থেকে ঠাণ্ডা হিমেল বায়ু ছুটে আসে। দক্ষিণ পশ্চিম থেকে আগত জল ভরা মেঘ ঠাণ্ডা বাতাসের সংস্পর্শে জমাট বাঁধে এবং কালবৈশাখীর বৃষ্টি হয়। সারা সময় কাতারে কাতারে জল ভরা মেঘ দলবেধে ছুটে যায় হিমালয়ের পাদদেশে। সেখানে ৫ই জুন নাগাদ মৌসুমীর বৃষ্টি শুরু হওয়ার কথা।

কবির ভাষায় ''মেঘেরা দল বেঁধে যায় কোন দেশে'' এ চিত্র এখন বর্ষার শুরুতে আর দেখা যাচ্ছে না। একটানা রোদ্দুর সকাল থেকে বিকেল আগুনের হলকা দিয়ে যায়। মেঘের চলন না থাকার একটানা রোদের আর বিরতি নেই। বাতাসের আর্দ্রতার পরিমাণ বেড়ে যায় বলে গায়ের ঘাম বাষ্পীভবন হতে না পারায় লোমকূপ দিয়ে জল নিসৃত ঘাম বেয়ে পড়ে। ঘাম বেশি পড়ছে আর্দ্রতার পরিমাণ বেড়ে গেছে মনে করে লোক বুঝত বৃষ্টি আসছে। আজকাল সে অনুমান খাটছে না। কারণ আকাশে বর্ষা মেঘ থাকে না।

সারাদিনের উত্তাপে স্থলভাগ উত্তপ্ত হলেও রাতে দ্রুত তাপ বিকীরিত করে ঠান্ডা হয়ে যায়। মেঘ কম্বলের মত ঢাকা দিয়ে গ্রীষ্মকালে রাতেও গরমের আধিক্য থাকে। কিন্তু এখন আকাশ মেঘমুক্ত, তারাখচিত আকাশপথে সারাদিনের দুর্ধর্ষ তাপ প্রায় সব বিকীরিত হয়ে চলে তাই রাতের দিকে ঠাণ্ডার আমেজ থাকে। মরুভূমি সম্পূর্ণ মেঘমুক্ত থাকায় সেখানে তাপ দ্রুত বিকীরিত হওয়ায় দিনে প্রচণ্ড গরমের পর রাতে ঠান্ডায় লেপ ব্যবহার করতে হয়। বর্তমানে মধ্যপ্রদেশ অঞ্চলে এই আবহাওয়া দেখা দিয়েছে। বাংলার আকাশে অন্তত পাতলা মেঘের আস্তরণ থাকায় আমাদের লেপ মুড়ি দিতে হয় না। তবে ঠান্ডার আমেজে অনেক সময় বসন্তকালীন ভোর বেলার মত ঘাসের মাথায় শিশির বিন্দুর দেখা মেলে। বসন্ত রোদের প্রাদুর্ভাব এই আবহাওয়ার ছোঁয়ায় সুন্দরবনে ব্যাপক আকারে অসময়ে দেখা দিয়েছে।

এ ভ্যাপসা গরমের মধ্যেও মাঝে মাঝে ধোঁকা দেওয়া কালবৈশাখীর পাতলা মেঘ উত্তর–পশ্চিম থেকে ঠান্ডা ও বৃষ্টির আশ্বাস নিয়ে দেখা দিচ্ছে বটে কিন্তু শেষ পর্যন্ত ধারা ভিত্তিক ছিঁটেফোঁটা বৃষ্টি ও মাঝারি গোছের দমকা হাওয়া দিয়েই কাজ শেষ করছে। মানুষের গায়ের জ্বালা এতে কিছুই মিটছে না। আবার মাঝে মাঝে পেঁজা তুলোর মতো কিউমুলাস

ছবি: অরুণ লোধ

(স্তূপ) মেঘের ঝাঁক, বর্ষা শুরু অলীক আশ্বাস নিয়ে আসছে। কিন্তু পরের দিনই আবার মেঘমুক্ত আকাশ অল্প বর্ষণে মানুষকে একেবারে নাজেহাল করে দিচ্ছে। বর্ষা শুরুতে এ খেলা অবশ্য স্বাভাবিক কিন্তু উপক্রম বিকার এই কালটিও জ্যৈষ্ঠ পার করে আমাদের খানিকটা নিয়ে নিচ্ছে বলে সাধারণ মানুষ ও গ্রামের চাষির দুশ্চিন্তার অন্ত থাকছে না। সবারই মনে প্রশ্ন—''কেন এই নিয়মিত অনিয়ম।''

এ প্রশ্নের উত্তর মৌসুমী জলবায়ুর উৎপত্তির কারণের মধ্যে লুকিয়ে আছে। দক্ষিণ–পশ্চিম মৌসুমী বায়ু গ্রহগত নিয়মের ফল নয়, বরং ওই নিয়মের জাজ্বল্যমান একটি ব্যতিক্রম। আমাদের ভারত উপমহাদেশ ৫ ডিগ্রি উত্তর ও ৩০ ডিগ্রি উত্তর অক্ষরেখার মধ্যে ক্রান্তিয় অঞ্চলে রয়েছে। বিষুব অঞ্চলে সূর্যের নিয়ত কিরণ প্রভাবে গরম ভিজে বাতাস ওপরে উঠে বহুদূর প্রবাহিত হয়ে এবং শীতল ও ভারী হয়ে ৩০ ডিগ্রি অক্ষ রেখার কাছে নেমে আসে। আর পৃথিবীর পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে ঘূর্ণনের ফলে উত্তর–পূর্ব বায়ু হয়ে মাটির ওপর নিয়মিত প্রবাহে আবার বিষুব অঞ্চলের দিকে ছুটে যায়। গ্রহগত নিয়মের মধ্যে সৃষ্ট ক্রান্তীয় অঞ্চলের নির্ভরযোগ্য এই বায়ুকেই মানুষ 'বাণিজ্যবায়ু' বলে এসেছে। আফ্রিকার এই বায়ু স্থলভাগ থেকে জলের দিকে যায় বলে ক্রান্তীয় অঞ্চলে সৃষ্টি হয়েছে বিশাল সাহারা মরুভূমি, আর বিষুব ও মরু অঞ্চলের মধ্যে আছে স্বল্প বৃষ্টির বিস্তীর্ণ 'সাভানা' তৃণভূমি। ভারত উপমহাদেশের নিয়ম মাফিক এই বাণিজ্যবায়ুই থাকার কথা এবং মরু অঞ্চল ছাড়া বাকি অংশে সামান্য বৃষ্টির জন্য কেবলমাত্র তৃণভূমিই হওয়ার কথা। কিন্তু তার বদলে আমরা প্রকৃতির কৃপা বর্ষণ পেলাম মৌসুমীর ধারা বর্ষণের মাধ্যমে। কেন এ অনিয়মের আর্শীবাদ?

ভারত উপমহাদেশের উত্তর ভাগে ৩ দিক ঘিরে আছে সু–উচ্চ পর্বতের পাঁচিল—পশ্চিমে আছে সুলেমান কির্থর, উত্তরে মূল হিমালয় ও পূর্বে আছে পাটকই–লুসাই ত্রিপুরা–চট্টগ্রামের পাহাড় শ্রেণি। গ্রীষ্ম মধ্যভাগে (জুন মাসে) সূর্য যখন উত্তরাঞ্চলের মাথার ওপর এসে হাজির হয়, তখন একই অক্ষরেখায় অবস্থিত হয়েও জলে ভেজা গাছে–ফসলে ঢাকা বাংলার ব–দ্বীপের মাটি ও তার ওপরের হাওয়া তত গরম হয় না, বরং কিছুটা ঠান্ডাই থাকে। অথচ সেই সময় সিন্ধু–রাজস্থানের শুকনো বালুকাময় থর মরুভূমি জল ও গাছের ছায়া না পাওয়ায় সাধারণত তীব্রভাবে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। ফলে সেখানকার ভূমিসংলগ্ন বাতাস প্রচণ্ড গরম হয়ে ওপরে উঠে গিয়ে মরুভূমির ওপর একটা প্রায়–বায়ুশূন্য গভীর নিম্নচাপ অঞ্চলের সৃষ্টি করে।

এরপর পাঁচের পাতায়

জেলার কাজে অখুশি মমতা, বারুইপুরে ধমক খেলেন সভাধিপতি

অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার

২৮ তারিখ বেলা ১টা বেজে ৪ মিনিট। বারুইপুর টংতলায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কনভয় ঢুকলো প্রশাসনিক বৈঠক করতে। প্রশাসনিক ভবনে সিঁড়ি দিয়ে উঠতেই সাংবাদিকরা প্রশ্ন করলেন দিদি কি নাম রেখেছেন? হেসে মমতা বলেন কর্মশ্রী। ফিতে কেটে ভিতরে ঢুকলেন। এরপর প্রদীপ জ্বালালেন। কর্মশ্রী মঞ্চে প্রশাসনিক কর্তাদের নিয়ে বৈঠক শুরু হওয়ার আগে চিত্র সাংবাদিকরা প্রেক্ষাগৃহের ভিতরে ঢুকে ক্যামেরার ফ্ল্যাশের ঝলকানি শুরু করে দেয়। এরপর শুরু হয় বৈঠক। প্রথমেই ধমকালেন জেলা সভাধিপতি সামিমা শেখকে। কাজের খতিয়ান অনুযায়ী কাজের কাজ কিছু এগোচ্ছে না। সামিমা বলেন বেশি টাকা পেলে আরও বেশি কাজ করা যেতো।

আরও ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন মমতা। পুলিশ প্রশাসনের সামনে বলেন যতটুকু টাকা পেয়েছো কি কি কাজ করেছো তা তুমি দেখাতে পারবে কি? যা টাকা পেয়েছো তাই দিয়ে কাজ শেষ করতে হবে। মুখ্যমন্ত্রীর কথা শুনে সামিমার মুখ চুপসে যায়।

উদ্বোধন	নতুন আশা
● ২০টি রাস্তা	● সমস্ত গ্রামে জল পৌঁছে দিতে পিএইচইকে নির্দেশ
● ৭টি হাসপাতালে ডিজিটাল এক্স–রে	● এপিএল, বিপিএল তালিকাভুক্তদের এই বছরের মধ্যে বিদ্যুৎ পৌঁছে দিতে নির্দেশ
● ৯ কোটি টাকা খরচ করে তৈরি প্রশাসনিক ভবন কর্মশ্রীর বাতানুকুল প্রেক্ষাগৃহ যাকে ঘিরে গড়ে উঠবে আগামী দিনের ফিল্ম সিটি	● বরাদ্দ করা হয়েছে হাতানিয়া–দোয়ানিয়া নদীর উপর ব্রিজ তৈরির টাকা

জেলার কাজের গতি নিয়ে নজরুল মঞ্চে প্রশাসনিক বৈঠকে সামিমাকে ধমক দিয়েছিলেন, এবারও একইভাবে ধমক ফেলেন সামিমা। গত বছর ঝড়খালিতে এক গুচ্ছ প্রকল্প ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। পরিবেশবান্ধব ও পর্যটন প্রকল্পের শিলান্যাস করেন। কিন্তু বাস্তবে তা কিছুই এগোয়নি। এরপর আরো একবার ধমক শুনতে হল পর্যটন সচিব অজিত বর্ধনকে। মমতা অজিত বর্ধনের দিকে রুষ্ট দৃষ্টিতে বলেন শুনুন আপনাদের পর্যটন ও বন বিভাগের মধ্যে ইগোর লড়াই চলছে তা আমার জানার দরকার নেই, আগামী দুমাসের মধ্যে কাজ শুরু করতে হবে। আমি কোনও কথা শুনতে চাই না। এরপর জেলা শাসক শান্তনু বসুকে জিজ্ঞাসা করেন ১০০ দিনের কাজ ও কিষাণ ক্রেডিট কার্ড কতদূর এগিয়েছে? সেরকম কোনও আশানুরূপ কাজ দেখাতে পারেননি বলে কথা শুনতে হয়েছে জেলা শাসককেও। সুন্দরবনসহ গ্রামীণ এলাকার বিশাল অংশ লো ভোল্টেজ ও পানীয় জলের সমস্যা নিয়ে খুবই ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী। বারুইপুরের টংতলায় তৈরি হচ্ছে উত্তম ফিল্ম সিটি। মাটি উপরে চলছে রোলার। প্রায় ৫০০ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছিল দক্ষিণ ২৪ পরগনা সদর করার জন্য।

সেখানেই পূর্ত দফতর ফাঁকা মাঠের মধ্যে ৩ একর জায়গা নিয়ে ৯ কোটি টাকায় অডিটোরিয়াম সহ প্রশাসনিক ভবন তৈরি করেছে। আগে প্রশাসনিক বৈঠক হওয়ার জন্য যেতে হত ডায়মন্ড হারবারে সাগরিকা হোটেলে। এখন থেকে বারুইপুর টংতলাতে হবে। এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মুখ্য সচিব, স্বরাষ্ট্র সচিব, পরিবহন সচিব আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্য সচিবরাও। এছাড়া হাজির ছিলেন মন্ত্রী মন্টুরাম পাখিরা, ও গিয়াসুদ্দিন মোল্লা, জেলা পুলিশের শীর্ষ কর্তারা, জেলার তিন সংসদ সদস্য অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রতিমা মণ্ডল, সি এম জাটুয়া, কর্মাধ্যক্ষ আবু তাহের, ডাঃ তরুণ রায় সহ–সভাধিপতি শৈবাল লাহিড়ী, মহকুমা শাসক পার্থ আচার্য, সোনারপুর–রাজপুর চেয়ারম্যান ডাঃ পল্লব দাস, বারুইপুর পুরসভার চেয়ারম্যান শক্তি রায়চৌধুরী প্রমুখ। এই প্রশাসনিক ভবনটির সাজসজ্জা খুব সুন্দর হয়েছে যা একেবারে কলকাতার ছোট নন্দন প্রেক্ষাগৃহ বলা যেতে পারে। বাতানুকুল কর্মশ্রী ভবনের আসন সংখ্যা সাতশো।

মুখ্য সচিব স্বরাষ্ট্র সচিব, পরিবহন সচিব, সভাধিপতি, মন্ত্রী, বিধায়কদের নিয়ে আসা মুখ্যমন্ত্রী এবারও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলাকে দিলেন অনেক কিছু। কিন্তু একে রক্ষা করা ও গড়ে তোলার দায়িত্ব জেলার মন্ত্রী। বিধায়ক ও নেতাদের, তারা কতটা সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে পারেন তার দিকেই তাকিয়ে আছে জেলার মানুষ।

চলছে 'সুবিধা পক্ষ'

তবু কলকাতা মেট্রো বদলায় না

প্রিয়ম গুহ : 'যাত্রী সুবিধা পক্ষ' ২৬ মে থেকে আগামী ৬ জুন পর্যন্ত পালন করছে কলকাতা মেট্রো রেলওয়ে। যাত্রীদের কিভাবে আরো বেশি নিরাপত্তা, সুবিধা, স্বাচ্ছন্দ্য দেওয়া যায় তা নিয়েই এই পক্ষ পালন। প্রথম

বিএনআর–এর সাংবাদিক সম্মেলনে মেট্রো কর্তৃপক্ষ। ছবি: উৎপল রায়

দিন দমদম মেট্রো স্টেশনে আয়োজিত হল বিশেষ নিরাপত্তা সচেতনতা শিবির। যাত্রীদের দেওয়া হল সুরক্ষা সংক্রান্ত লিফলেট। এছাড়াও নোয়াপাড়া কারশেডে মেট্রোর কর্মীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত হল।

এক সাংবাদিক সম্মেলনে মেট্রো কর্তৃপক্ষ নানা সুবিধার ফিরিস্তি প্রকাশ করে সেই দিন কোথায় নতুন চলমান সিঁড়ি বসছে, কোন স্টেশন সেন্ট্রাল এসি হচ্ছে, কোথায় নতুন স্ক্যানার বসছে জানানো হয় সাংবাদিকদের।

কিন্তু এত কিছু সত্ত্বেও প্রকৃত ছবিটা কি? এখনও গেট সমস্যা রয়েই গিয়েছে। মেট্রোয় আত্মহত্যা ঠেকানো যায়নি। এখনও অনেক ট্রেনের সময় ঠিক থাকে না। সবচেয়ে যেটা চোখে পড়ে তা হল বেশ কিছু স্টেশনে অকেজো স্ক্যানার মেশিন, গায়ে সাঁটা 'আউট অফ অর্ডার'। এছাড়া মেট্রোয় যারা নিরাপত্তার দায়িত্বে সেইসব কর্মীদের গা এলিয়ে বসে থাকা নিত্যযাত্রীদের নিত্যদিনের সঙ্গী। শুধু কি তাই? নিত্যযাত্রীদের আরও এক যন্ত্রণা অচল টিকিট কাউন্টার। দীর্ঘ লাইনে যখন যাত্রীরা নাজেহাল তখন চোখের সামনে একের পর এক কাউন্টার বন্ধ। কেন এমন হয়? এসব প্রশ্নের উত্তর অবশ্য দিতে পারেন না মেট্রোর ধোপদুরস্ত অফিসারেরা।

আতঙ্কিত নব দম্পতি মিরাজুদ্দিন–তানজিলা

মেহেবুব গাজি

রিজ কাণ্ডের ছায়া এবার আরামবাগে। দুই প্রাপ্ত বয়স্কের বিয়েতে নাক গলিয়ে পাত্রের পরিবারকে হেনস্থা করার অভিযোগ উঠল আরামবাগ থানার পুলিশের বিরুদ্ধে। চলতি মাসের ৭ তারিখে রেজিস্ট্রি ও সামাজিক মতে বিয়ের পর থেকে পুলিশের ভয়ে, আতঙ্কে পালিয়ে বেড়াচ্ছে নব বিবাহিত দম্পতি। পাত্রীর জামাইবাবু খোন্দকর আমির আহমেদের করা অভিযোগের ভিত্তিতে আরামবাগ থানার পুলিশ পাত্রের বিরুদ্ধে অপহরণ, পাচারের মামলা রুজু করেছে। গত ১২ তারিখ পুলিশ গ্রেফতার করেছে পাত্রের দাদা শেখ মইনুদ্দিনকে। দু'বার পুলিশ হেফাজতে নেওয়ার পর বর্তমানে জেল বন্দি মইনুদ্দিন। আতঙ্কিত দম্পতি রাজ্যপালের দ্বারস্থও হয়েছে। আরামবাগের আরান্ডি–১ পঞ্চায়েতের শীতলপুরের বাসিন্দা বছর সাতাশের শেখ মিরাজুদ্দিন। মাধ্যমিক পর আর্থিক অনটনের জন্য পড়া হয়নি তাঁর। অভাবী পরিবারের মিরাজুদ্দিন চার ভাইয়ের মধ্যে ছোট। পড়াশুনোর পাঠ চুকিয়ে অ্যালুমিনিয়াম ফার্নিচারের শ্রমিকের কাজ শুরু করেন মিরাজুদ্দিন। স্কুলে পড়ার সময় থেকে প্রতিবেশি তানজিলা খাতুনের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে তাঁর। বর্তমানে বছর তেইশের তানজিলা জাঙ্গিপাড়া কলেজে বিএ প্রথম বর্ষের আরবী অনার্সের ছাত্রী। তানজিলার বাবা শেখ আফসার আলি অ্যালুমিনিয়ামের বড় ব্যবসায়ী। চার বোনের মধ্যে তানজিলা ছোট। অভাবী পরিবারের মিরাজুদ্দিনের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক মেনে নিতে পারেননি বিত্তশালী তানজিলার পরিবারের সদস্যরা। তানজিলাকে নানাভাবে এই সম্পর্ক ভেঙে দেওয়ার জন্য চাপ দিতে থাকেন পরিবারের সদস্যরা। কিন্তু মিরাজুদ্দিন ও তানজিলা নিজেদের প্রেম টিকিয়ে রাখতে অনড় ছিলেন। গত ৭ তারিখে এক আত্মীয়ের বাড়ি যাওয়ার নাম করে পালিয়ে আসেন তানজিলা। ওইদিন তারকেশ্বরে মুসলিম ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের কাছে গিয়ে তাঁরা বিয়ে করেন। পরে শরিয়ত মেনে সামাজিক বিয়েও করেন তাঁরা। বিয়ের পর থেকেই তানজিলার পরিবারের সদস্যরা

রিজ কাণ্ডের ছায়া

মিরাজুদ্দিনসহ পরিবারকে সবক শেখাতে উঠে পড়ে লাগেন। দুদিন পর আরামবাগ থানায় অপহরণ, পাচারসহ একাধিক জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা রুজু করে পুলিশ। আত্মগোপন করে থাকা আতঙ্কিত মিরাজুদ্দিন বলেন, 'বিয়ের পর থেকে হুমকি ফোন আসতে থাকে। পুলিশ আমার খোঁজে বাড়িতে যায়। বাড়ির লোককেও শাসিয়ে আসে। পাঁচ দিন পর আমাকে না পেয়ে আমার ভ্যানচালক দাদা মইনুদ্দিনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। দু'বার পুলিশ হেফাজতে নেয়। আমাদের ফোনের টাওয়ার ধরে পুলিশ বরানগর এলাকায় ধাওয়া করে। ওখান থেকে আমরা পালিয়ে যাই। এখন স্থায়ীভাবে কোনও জায়গায় থাকতে পারছি না। পাশাপাশি খুনের হুমকি ফোনও আসছে।' তানজিলা কান্নায় ভেঙে পড়ে বলেন, 'বাবা এবং পুলিশকে ফোন করে বলেছি আমি নিজের ইচ্ছায় মিরাজকে ভালবেসে বিয়ে করেছি। তারপরেও পুলিশ ধাওয়া করে চলেছে। বিয়ের পর দু'চোখের পাতা এক করতে পারিনি আমরা। আত্মীয়রা খুঁজছে খুন করে দেবে বলে। আমি আজাদি চাইছি।' এর মধ্যে নবদম্পতি রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠির দ্বারস্থ হয়েছিল।

এরপর পাঁচের পাতায়

জাগছে সাগর বন্দরের আশা

বিশেষ সংবাদদাতা : সাগর দ্বীপ গভীর সমুদ্র বন্দরের সঙ্গে রেল ও সড়ক যোগাযোগ স্থাপনের জন্য ৮৬.৩৯৮ হেক্টর জমি অধিগ্রহণ কাজটি ইতিমধ্যেই চূড়ান্ত হয়েছে। জাতীয় সড়ক পরিকাঠামো উন্নয়ন সংস্থা বা এনএইচআইডিসিএল মুড়িগঙ্গা নদী পার করে সাগরের নতুন বন্দরের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য সবচেয়ে ভালো প্রযুক্তি চিহ্নিত করে বিস্তারিতভাবে প্রকল্পের রিপোর্ট তৈরির দায়িত্ব কলকাতা পোর্ট ট্রাস্টকে দিয়েছে।

সাগর বন্দর প্রকল্পে বন্দর এলাকা ও কাশীনগর স্টেশনের মধ্যে রেলপথ নির্মাণের কথা বলা হয়েছে। কাশীনগর ও ডানকুনির মধ্যে ইস্টার্ন ডেডিকেটেড ফ্রেট করিডরের সংযোগকারী পথ হিসেবে রেল যোগাযোগ স্থাপনের দায়িত্ব নিয়েছে পূর্ব রেল। রাজ্যসভায় এক প্রশ্নের লিখিত জবাবে এই তথ্য জানান কেন্দ্রীয় জাহাজ প্রতিমন্ত্রী পোন রাধাকৃষ্ণণ।

কলকাতা বন্দরের নাব্যতা কমে যাওয়ার পর থেকে বিকল্প বন্দরের খোঁজ চলছে। সাগরে বন্দর করার জন্য দীর্ঘদিন আগে পরিকল্পনা রচিত হলেও জমির জটিলতায় বারবার ধাক্কা খেয়েছে প্রচেষ্টা। অবশেষে মন্ত্রীর তথ্যে সব জল্পনার অবসান হতে চলেছে। দেখা দিয়েছে রেল যোগাযোগের সম্ভাবনাও। আশা জেগেছে সাগরবাসীর মনেও।

Alipur Barta : 49 year : Vol No.: 49, Issue No. 31, 30 May - 5 June, 2015

গোলকধাঁধা থেকে বেরনোর চিচিংফাঁক

শেয়ার বাজারের হালচাল বড় নটখট

শুদ্ধাশিস গুহ

আরও এক নাম যদি শেয়ার হয় তা হলে অবাক হবেন না যেন। জানি আপনারা মানে যারা অন্তত এই অর্থ বাজারের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত তাদের কাছে শেয়ার বাজার এক কুহেলিকাই বটে। মানে হল গিয়ে এই বাজারে আপনি একদিন হয়তো অনেক অর্থ উপার্জন করলেন। পরের দিনই দেখলেন আপনার লাভের গুড় পিঁপড়ে এসে খেয়ে গিয়েছে। বেশ বুঝতে পারছেন এই লেখার লক্ষ্য কোনও দীর্ঘমেয়াদি ভিত্তিতে নয়। বরং যারা সল্প সময়ের মধ্যে অধিক টাকা রোজগার করতে চান শেয়ার বাজারের মাধ্যমে তাদের উদ্দেশ্যে নিহীত এই কথা বা বাক্যটি আসলে এক সতর্কতাবাণী। যারা দীর্ঘমেয়াদে লগ্নি করবেন তাদের টাকা সুরক্ষিতই থাকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে। তাহলে সমস্যায় পড়েন কারা। এটা কি বলে দিতে হবে নাকি আপনাদের। ফাটকা খেলতে গিয়েই তো বারংবার বিপদে পড়ি আমরা, মানে যারা এই রোজকার ট্রেডিংয়ের সঙ্গে যুক্ত। তাও ওই যে শিরোনামেই উল্লেখিত রয়েছে না, এই গোলকধাঁধায় ঢুকলে শুধু হবে না, এর থেকে বেরনোর সঠিক রাস্তাও জানতে হবে। ওই চিচিংফাঁক মন্ত্রটা আর কি। এই মন্ত্র জপ না করতে পারলে চক্রব্যূহের অভিমন্যুর দশা হবেই হবে। এটাই শেয়ার বাজারের কেরামতি। ফাটকা লাগলে তুক, নাহলেই তাক, মানে কুপোকাৎ। শেয়ার বাজারের এই মাকড়শার জাল ভেদ করে লাভবান হয়ে বেরিয়ে এসেছেন অনেকেই। আবার বহু মানুষ বা লগ্নিকারী রয়েছেন যারা এই বিষম জালে ফেঁসে গিয়েছেন সাংঘাতিকভাবে। এমন অনেকেই রয়েছেন তারা যে দামে কোনও শেয়ার কিনেছেন তা যে কবে ফেরৎ পাবেন তা হয়তো স্বয়ং ভগবানও জানেন না? তাও ওই অনেকটা আশায় মরে চাষার মতোই উক্ত শেয়ার হাতে ধরে রেখেছেন দিনের পর দিন, বা বছরের পর বছর, যদি কোনওদিন ভালসময় আসে তা ভেবে।

সুতরাং এই শেয়ার বাজারে কাজের ক্ষেত্রে অনেক নিয়মকানুন মাথায় রেখে এগনো উচিত। নচেৎ বিপদে পড়ে, ওই ভুলভুলাইয়ায় ফেঁসে যেতে হয়। শেয়ার বাজারের ধর্ম মেনে যদি পদার্পণ করা যায় তবে অবশ্য

অর্থনীতি

ঠিকসময় নিষ্কৃতি পাওয়াও যেতে পারে। এখন দেখে নেওয়া যাক কিভাবে এই সতর্কতা জারি করতে হয়।নিয়মানুযায়ী যারা রেগুলার ট্রেডিংয়ে যেতে চান তাদের উচিত দিনে দিনে ২ শতাংশ লাভ পেলে তা বুক করে নেওয়া। কারণ শেয়ার বাজারের বড় ধর্ম হল চূড়ান্ত অস্থিরতা। এখানে পদে পদে বিরাজ করছে বিপদ। তার মধ্যে থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে চলাটাই বিশাল ব্যাপার। এহেন অবস্থায় লাভ যে সবসময় আপনার জন্য প্রতীক্ষা করে থাকবে তা নয়। এক ধরনের মাহেন্দ্রক্ষণ হিসেবে উপস্থিত হয় যখন শেয়ারের দাম তরতরিয়ে বাড়তে থাকে। এমন অনেক সময় হয় যে আপনি বা আপনারা শেয়ার বিক্রি করার পর তার দাম হুহু করে বাড়তে শুরু করল। আবার একভাবে শেয়ার কেনার পর তার দাম পড়ে যাওয়ার উদাহরণ তো ভুরিভুরি। এগুলিকে সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করা হয় মোমেন্টাম হিসেবে। এই মোমেন্টামে গা ভাসাতে গেলে ঘোর সর্বনাশে নিমজ্জিত হতে হয়। তাই বিশেষজ্ঞরা সবসময় এই মোমেন্টাম থেকে সাবধান থাকার পরামর্শ দেন। কারণ অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গিয়েছে এই মোমেন্টামের চক্করে প্রচুর মানুষ ফেঁসে যান কোন না কোনও স্টক নিয়ে।

ট্রেডারা এক্ষেত্রে দোষারোপ করেন তাদের ভাগ্যকে। কিন্তু সবার আগে ভাবা দরকার ভাগ্যলক্ষ্মীর থেকেও বড় চালিকাশক্তি হল স্ট্র্যাটেজি বা রণকৌশল নির্ধারণ। যার জন্য নিজেদের পড়াশুনা, টেকনিক্যালস জানা, কোম্পানি ফান্ডামেন্টাল বোঝা ইত্যাদি অনেকগুলি উপাদানের একত্রীকরণ বিশেষ প্রয়োজন। তবেই গিয়ে দুয়ে দুই হবে। নচেৎ মিলবে লবডঙ্কা। এবার দেখা গেল কোনও শেয়ার আপনি যখন কিনলেন তার পরে পরেই খুব অল্প সময়ের মধ্যে সেটি পাঁচ শতাংশের মতো বেড়ে গেল। এই ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই নিজেদের মধ্যে লোভের পরিমাণ বেড়ে যায়। তাও পরামর্শ একটা ভালো অর্থ তখন পকেটে ঢুকছে তখন তা নিয়ে নেওয়া উচিত। হয়তো বিক্রির পর সংশ্লিষ্ট শেয়ারটি বিশাল একটা উচ্চতায় চলে যেতে পারে, ২০ শতাংশ বেড়ে বাইং ফ্রিজ হলেও হতে পারে। তাও আপশোষ করা একদম উচিত নয়। কারণ শেয়ার বাজার আর অনুতাপ বা আপশোষ কথা একদম ভিন্ন মেরুর। এখানে প্রতিনিয়ত, দৈনিকভাবেই সুযোগ আসে। যাকে বলে একেবারে মোক্ষম সুযোগ বা সুর্বণ মওকা। এর সদ্ব্যবহার করতে হয় যথার্থভাবে। না হলে হাত কামড়ানো ছাড়া কোনও উপায় নেই। অনেক বিশেষজ্ঞ আবার শেয়ার বাজারের সংজ্ঞা তুলে ধরতে দার্শনিকতার সাহায্য নিয়ে থাকেন। তাঁদের কথানুযায়ী শেয়ার বাজার হল অনেকটা সমুদ্রের মতো। এ যদি আপনার কিছু (এক্ষেত্রে টাকা) নিয়ে থাকে তবে তার দ্বিগুণ ফেরৎও দেয়। এটাই বাজারের সবথেকে বড় বৈশিষ্ট্য। অবশ্য এই কথাগুলি প্রযোজ্য যারা নিয়মিত ট্রেড করেন তাদের ব্যাপারেই। কারণ এদের মধ্যে হতাশ হওয়ার প্রবণতা বেশি পরিলক্ষিত হয়। সাফল্যে উল্লাসিত হওয়ার পরেই দেখা যায় হাতের মাল বেচে দেওয়ার পর তার দাম বেড়ে যাওয়ায় বিষাদের ছায়া।

যে কোনও শেয়ার বাজারেই আবার দেখা যায় যারা দীর্ঘমেয়াদে বিশ্বাসী তারাই অধিক সফল। এই তো সেদিন ট্রেডিং পিরিয়ডের পরে কথা হচ্ছিল এক পরিচিত ব্রোকারের সঙ্গে। তিনি জানালেন তাঁর কিছু অভিজ্ঞতার কথা, যা তিনি অর্জন করেছেন দীর্ঘদিনের লগ্নি বাজারে কাটানো সময়ের মধ্যে দিয়ে। ওনার এক বন্ধু খুব কম বয়স থেকেই হাতের পয়সা বাঁচিয়ে একটু একটু করে শেয়ার কিনতেন। সেই নব্বইয়ের দশক থেকে তার এই প্রবণতা দেখা দেয়। সেই ভদ্রলোক তখন কলেজ জীবনে। কিনবেন তো কিনুন প্রথম থেকেই তিনি কিনতে থাকেন ইনফোসিসের শেয়ার। যার বাজার মূল পরবর্তী ২০-২৫ বছরের মধ্যে গিয়ে দাঁড়ায় আনুমানিক ৬৫ লক্ষ টাকায়। ব্রোকার ভদ্রলোকের বক্তব্যানুযায়ী এই ইনফোসিস জীবনের মান পালটে দেয় সেই কলেজ পড়ুয়া বন্ধুর। এবার দেখে নেওয়া যাক কিভাবে শেয়ারের দাম এতটা ওপরে গিয়ে পৌঁছাতে পারে। আসল কথা হল ইনফোসিসের মতো শেয়ার এমন হাতে গরমে জিনিস যা এমন পর্যায়ে পৌঁছে যেতেই পারে। শেয়ারের দাম বাড়া শুধু নয়। এর সঙ্গে নিয়ম করে পেতে থাকা বোনাস শেয়ার, ইত্যাদি মিলে কলেবরে এত বড় আর্থিক পরিমাণে দাঁড়ায় সামান্য কটি ইনফোসিস। যারা লং টার্মে বিশ্বাস করেন তাদের উচিত এই উদাহরণ মাথায় নিয়ে ভালো কোম্পানিতে দীর্ঘদিন যাবৎ নিবেশিত থাকা। এই লেখনিতে ইনফোসিসের কথা খোলাখুলি বলাই হয়েছে। তবে এটাও মাথায় রাখতে হবে এইরকম ইনফোসিসের মতো আরও বহুবিধ শেয়ার আছে যারা আমাদের জীবনকে পালটে দিতে পারে অচিরেই। তবে ওই একটা কথাই তার বারবার তুলে ধরতে হয়। তা হল এই শেয়ার বাজারে চরম ধৈর্য্য পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে অতিবাহন করতে হয়। তাহলেই মধু প্রাপ্তি সম্ভব। অনেকটা মাছ ধরার মতো ঘন্টার পর ঘন্টা ফাতনার দিকে নজর রাখার মতো কাজ করতে হয়। হতে পারে তার জন্য অনেকদিন স্টকটা নিচে পড়ে থাকল। কিন্তু যখন সে ঘুরবে তখন পরিপূর্ণ লাভ নেওয়া সম্ভব। নইলে বাড়তে থাকা স্টকের পিছনে ছোটার অর্থ হল স্বর্ণ মৃগের পিছনে ধাওয়া করার মতো।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

৩০ মে – ৫ জুন, ২০১৫

মেষ : ব্যবসাবাণিজ্য সম্পর্কিত বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। অর্থনৈতিক বিষয়ে ভাল ফল পাবেন। লেখাপড়ায় সাফল্যের যোগ রয়েছে, গৃহভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে, কর্মক্ষেত্রে সুনাম যশ বজায় থাকবে, ভ্রমণযোগ রয়েছে।

বৃষ : ক্রোধকে সংযম করার চেষ্টা করুন, বুদ্ধির ভুলে নিজের ক্ষতি নিজেই করে ফেলবেন। দায়িত্বমূলক কাজগুলি করতে সক্ষম হবেন। শিক্ষায় মনের মত ফল পাবেন না। পতিপত্রীর মধ্যে সুসম্পর্কের হানি ঘটবে। আধ্যাত্মিক বিষয়ে সাফল্যের যোগ রয়েছে। সদ্গুরু লাভ হবে। দৈব–দুর্ঘটনার যোগ রয়েছে।

মিথুন : শরীর নিয়ে আপনি ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়বেন। স্নেহ–প্রীতির বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। অর্থনৈতিক বিষয়ে সাফল্যের পথে অগ্রসর হতে পারবেন। লেখাপড়ায় মনের মত ফল পাবেন। কর্মক্ষেত্রে গোলযোগ লক্ষিত হয়। ব্যবসা বাণিজ্যে লাভ হলেও সঞ্চয়ে বাধা।

কর্কট : উপযাজক হয়ে অন্যের দায়িত্ব নিতে যাবেন না। ঠান্ডাজনিত পীক্ষায় ও পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন, শিল্পী ও সাহিত্যিকদের পক্ষে সময়টি শুভ। শিক্ষাক্ষেত্রে বাধার সম্মুখীন হতে হবে।তথাপি আপনি সাফল্য পাবেন। কর্মক্ষেত্রে চোখ কান খোলা রেখে চলতে হবে।

সিংহ : কথায় ও কাজে সামঞ্জস্য রেখে চলার চেষ্টা করুন। নতুবা অসম্মানিত হতে হবে। দায়িত্বমূলক ও যোগাযোগমূলক কাজে বাধা এলেও সাফল্যের যোগ রয়েছে। অর্থনৈতিকবিষয়ে শুভফলেরযোগ রয়েছে। পড়াশুনায় মনের মত ফল পাবেন না।

কন্যা : বিবিধ সমস্যার মধ্য দিয়ে সপ্তাহটি অতিক্রান্ত করতে হবে। লেখ্য পরীক্ষাদি বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। অর্থনৈতিক বিষয়ে উন্নতি করতে সমর্থ হবেন। গৃহভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির যোগ রয়েছে।

তুলা : প্রেম প্রীতির বিষয়ে সমটি অতীব শুভদায়ক। গৃহভূমি ও যানবাহন সম্পর্কে শুভফলের যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় চঞ্চলতার জন্য মনের মত ফল পাবেন না। নতুন কোনও ব্যবসায়ে হাত দেবেন না। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় থাকবে না।

বৃশ্চিক : মনে শান্তি পেতে হলে ইষ্টনাম জপ করুন। পূর্ব পরিকল্পিত দায়িত্বপূর্ণ কাজগুলি সুসম্পন্ন করতে সক্ষম হবেন। লেখাপড়ায় অগ্রগতির যোগ রয়েছে। আধ্যাত্মিক উন্নতির ক্ষেত্রটি প্রশস্ত হবে। ভ্রমণযোগ রয়েছে। ঠান্ডা জনিত পীক্ষায় কষ্ট পাবেন। কর্মস্থলে গোলযোগ থাকবে।

ধনু : অশুভের মধ্যেও শুভ ফল পাবেন। লেখাপড়ায় বাধার সৃষ্ট হতে পারে। সন্তানের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত থাকবেন। আর্থিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। খাওয়া দাওয়ায় সংযম হতে হবে। কর্মস্থলে শান্তিতে কাজ করতে পারবেন না। দায়িত্বপূর্ণ কাজগুলিতে আপনি মনোনিবেশ করতে পারবেন না।

মকর : শরীর স্বাস্থ্যের ব্যাপারে তেমনি শুভফল পাবেন না। আর্থিক বিষয়ে তেমন ভালো ফল আশা করা যায় না। সম্ভাব্য ক্ষেত্রে বিবাহের যোগ রয়েছে। ব্যবসা বাণিজ্যে মনের মত ফল পাবেন না। লেখাপড়ায় ফল ভালো হবে না। কর্মস্থলে সুনাম যশ বজায় থাকবে। চক্ষুপীড়ার যোগ রয়েছে।

কুম্ভ : আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রেখে চলা সম্ভব হবে না। দায়িত্বমূলক কাজগুলিতে বিপদের আশঙ্কা রয়েছে। বন্ধু বান্ধবদেরকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করুন। মামলা–মোকদ্দমায় জড়িয়ে পড়তে পারেন। লেখাপড়ার ফল ভালো হবে। গৃহভৃত্যের দ্বারা আপনি উপকৃত হবেন। আর্থিক বিষয়ে শুভ।

মীন : গৃহ ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে, শিক্ষণক্ষেত্রে উচ্চমার্গের ফল পাবেন। সন্তান–সন্ততি বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। গলার রোগে কষ্ট পেতে পারেন। আয় ভালই হবে। তবে একটু বিলম্ব হবে, কর্মস্থলে পদোন্নতির যোগ রয়েছে। সপ্তাহের প্রথম দিকে জল থেকে সাবধান থাকবেন।

রাজ্য সরকারের নানা পদে ১০৬

আর্কিটেকচারাল অ্যাসিস্ট্যান্ট, মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট, ফার্মাসিস্ট, ইনস্ট্রাক্টর (ফিটার, ইলেক্ট্রিশিয়ান), স্টোরকিপার, ওয়ার্ড মাস্টার ও ল্যাবরেটরি টেকনিশিয়ান পদে মোট ১০৬ জন কর্মী নেবে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। প্রার্থী বাছাই করবে পশ্চিমবঙ্গ স্টাফ সিলেকশন কমিশন কম্বাইন্ড টেকনিক্যাল লেভেল রিক্রুটমেন্ট, ২০১৫ পরীক্ষার মাধ্যমে। এক্সাম কোড : সিটিএল১৫।

পোস্ট কোড ০৩৭ : আর্কিটেকচারাল অ্যাসিস্ট্যান্ট (গ্রুপ বি টেকনিক্যাল): শূন্যপদ ২৯টি (সাধারণ ১৩, তফসিলি জাতি ৭, তফসিলি উপজাতি ২, বিসি(এ) ৩, বিসি(বি) ৩, দৃষ্টিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী (১)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : আর্কিটেকচারে ডিপ্লোমা বা সমতুল। বেতনক্রম : ৭,১০০–৩৭,৬০০ টাকা। গ্রেড পে ৪,১০০ টাকা। নিয়োগ হবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্টে।

পোস্ট কোড ৪১৩ : মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট (ল্যাবরেটরি) গ্রেড–থ্রি (গ্রুপ–বি টেকনিক্যাল): শূন্যপদ ১২টি (সাধারণ ৫, তফসিলি জাতি ৩, তফসিলি উপজাতি ১, বিসি (এ) ১, বিসি(বি) ১, দৃষ্টিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ১)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, বায়োলজি–সহ উচ্চমাধ্যমিক পাশ বা সমতুল। সঙ্গে ল্যাবরেটরি টেকনোলজিতে ২ বছরের ডিপ্লোমা কোর্স পাশ। অথবা বিএসসি। সঙ্গে ১ বছরের ল্যাবরেটরি টেকনোলজির ডিপ্লোমা। যে–কোনও সরকারি হাসপাতালে বা ক্লিনিকে ১ বছরের ট্রেনিং নেওয়া থাকলে অথবা ল্যাবরেটরি টেকনোলজিতে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা থাকলে অগ্রাধিকার। বেতনক্রম : ৭,১০০–৩৭,৬০০ টাকা। গ্রেড পে ৩,৬০০ টাকা। নিয়োগ হবে রাজ্য সরকারের শ্রম দফতরে।

পোস্ট কোড ৪৯০। ফার্মাসিস্ট গ্রেড–থ্রি (গ্রুপ–বি টেকনিক্যাল) : শূন্যপদ ৩৫টি (সাধারণ ১৮, তফসিলি জাতি ৮, তফসিলি উপজাতি ২, বিসি (এ) ৩, বিসি(বি) ৩, দৃষ্টিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী (১)। শিক্ষাগত যোগ্যতা ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, ম্যাথমেটিক্স বা ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি বায়োলজি সহ উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল। সঙ্গে ফার্মাসিতে ২ বছরের ডিপ্লোমা কোর্স করে থাকতে হবে। বেতনক্রম : ৭,১০০–৩৭,৬০০ টাকা। গ্রেড পে ৩,৬০০ টাকা। নিয়োগ হবে রাজ্য সরকারের শ্রম দফতরে।

পোস্ট কোড ২৭২ : ইনস্ট্রাক্টর (ফিটার) (গ্রুপ বি টেকনিক্যাল) : শূন্যপদ ৮টি (তফসিলি জাতি ৫, তফসিলি উপজাতি ৩)।

পোস্ট কোড ২৬৯ : ইনস্ট্রাক্টর (ইলেক্ট্রিশিয়ান) (গ্রুপ বি টেকনিক্যাল) : শূন্যপদ ৭টি (তফসিলি জাতি ৫, তফসিলি উপজাতি ২)।

উপরোক্ত দুটি পদের ক্ষেত্রেই শিক্ষাগত যোগ্যতা : মাধ্যমিক বা সমতুল। সঙ্গে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ইলেক্ট্রিশিয়ানের ক্ষেত্রে ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিপ্লোমা অথবা সমতুল। সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ৩ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। অথবা সংশ্লিষ্ট ট্রেডে ন্যাশনাল ট্রেড সার্টিফিকেট। সঙ্গে ৫ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা। অথবা ন্যাশনাল অ্যাপ্রেন্টিসশিপ সার্টিফিকেট। সঙ্গে ৪ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা। অথবা ফিটারের ক্ষেত্রে ফ্যাব্রিকেশন–ফিটিং অ্যান্ড ওয়েল্ডিং সেক্টরে এবং ইলেক্ট্রিশিয়ানের ক্ষেত্রে ইলেক্ট্রিক্যাল সেক্টরে ব্রড বেসড বেসিক ট্রেনিং

কাজের খবর

অ্যান্ড অ্যাডভান্সড মডিউল–সহ ন্যাশনাল ট্রেড সার্টিফিকেট। সঙ্গে ৫ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা। বাংলায় ট্রেনিং দিতে জানতে হবে। ইনস্ট্রাক্টর (ইলেক্ট্রিশিয়ান) পদের ক্ষেত্রে ওয়ার্ক পারমিট থাকতে হবে। উভয় পদের ক্ষেত্রেই বতেনক্রম : ৭,১০০–৩৭,৬০০ টাকা। গ্রেড পে ৩,৯০০ টাকা। নিয়োগ হবে রাজ্য সরকারের ডিরেক্টরেট অব টেকনিক্যাল এডুকেশন অ্যান্ড ট্রেনিং বিভাগে।

পোস্ট কোড ৫৭৬ : (স্টোরকিপার (টেকনিক্যাল) গ্রুপ–বি টেকনিক্যাল) : শূন্যপদ ২টি (তফসিলি জাতি ১, তফসিলি উপজাতি ১)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : মাধ্যমিক বা সমতুল। সঙ্গে ইলেক্ট্রিক্যাল বা মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিপ্লোমা। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কাজের অন্তত ৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। বেতনক্রম : ৭,১০০–৩৭,০০০ টাকা। গ্রেড পে ৪,১০০ টাকা। নিয়োগ হবে রাজ্য সরকারের ডিরেক্টরেট অব টেকনিক্যাল এডুকেশন অ্যান্ড ট্রেনিং বিভাগে।

পোস্ট কোড ৬৯৯ : ওয়ার্ড মাস্টার (গ্রেড–থ্রি) (গ্রুপ–সি টেকনিক্যাল) : শূন্যপদ ১০টি (সাধারণ ৬, তফসিলি জাতি ২, তফসিলি উপজাতি ১, বি সি(বি) ১)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : স্নাতক বা সমতুল। বেতনক্রম : ৫,৪০০–২৫,২০০ টাকা। গ্রেড পে ২,৬০০ টাকা। নিয়োগ হবে রাজ্য সরকারের ডিরেক্টরেট অব অ্যানিমাল রিসোর্সেস অ্যান্ড অ্যানিম্যাল হেলথ বিভাগে।

বয়স : আর্কিটেকচারাল অ্যাসিস্ট্যান্ট, ফার্মাসিস্ট গ্রেড–থ্রি, মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট (ল্যাবরেটরি) গ্রেড–থ্রি, পদের ক্ষেত্রে ০১–০১–২০১৫ তারিখে ৩২ বছরের মধ্যে এবং ওয়ার্ড মাস্টার গ্রেড–থ্রি, ল্যাবরেটরি টেকনিশিয়ান, ইনস্ট্রাক্টর (ফিটার ও ইলেক্ট্রিশিয়ান) এবং স্টোরকিপার (টেকনিক্যাল) পদের ক্ষেত্রে ০১–০১–২০১৫ তারিখে ৩৭ বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলি জাতি, উপজাতি, বিসি, দৈহিক প্রতিবন্ধী, অন্তত ২ বছর সরকারি চাকরিরত ও প্রাক্তন সমরকর্মীরা সরকারি নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন।

প্রার্থী বাছাই করা হবে লিখিত পরীক্ষা, পার্সোন্যালিটি টেস্ট ও ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.wbssc.gov.in প্রার্থীর চালু ই–মেল আইডি থাকতে হবে। অনলাইনে দরখাস্ত সাবমিটের পর সিস্টেম জেনারেটেড রেজিস্ট্রেশন নম্বরসহ পূরণ করা আবেদন–পত্রের এক কপি প্রিন্ট আউট নিয়ে রাখবেন। ভবিষ্যতে প্রয়োজন হতে পারে।

ফি বাবদ ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ড বা নেট ব্যাঙ্কিয়ের মাধ্যমে জমা দিতে হবে ২২০ টাকা। (এক্সজামিনেশন ফি ২০০ টাকা ও প্রসেসিং ফি ২০ টাকা)। সার্ভিস চার্জ বাবদ অতিরিক্ত৫ টাকা দিতে হবে। পশ্চিমবঙ্গের তফসিলি জাতি ও উপজাতি এবং দৈহিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের কোনও এক্সামিনেশন ফি লাগবে না, তাঁরা শুধুমাত্র প্রসেসিং ফি বাবদ ২০ টাক অনলাইনে জমা করবেন। অনলাইনে আবেদনের শেষ তারিখ ৮ জুন, বিকেল ৪টে পর্যন্ত।

খুঁটি নাটি তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

বঙ্গীয় গ্রামীণ বিকাশ ব্যাঙ্কে ৩৫৩

৩৫৩ জন অফিসার ও অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট নেবে পশ্চিমবঙ্গের বঙ্গীয় গ্রামীণ বিকাশ ব্যাঙ্ক। অফিসার নিয়োগ করা হবে জুনিয়র ম্যানেজমেন্ট গ্রেড স্কেল ওয়ান ও টুয়ে। অফিসার স্কেল টু নিয়োগ হবে ইনফর্মেশন টেকনোলজিতে। প্রবেশনের মেয়াদ অফিসার পদের ক্ষেত্রে ২ বছর এবং অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট পদের ক্ষেত্রে ১ বছর। ইনস্টিটিউট অব ব্যাঙ্কিং পার্সোনেল সিলেকশন (আইবিপিএস) আয়োজিত গত বছরের সেপ্টেম্বর–অক্টোবরে রিজিওনাল রুরাল ব্যাঙ্কে (আরআরবি)–এর লিখিত পরীক্ষায় পাশ করে থাকলে তবেই আবেদন করবেন।

অফিসার স্কেল–ওয়ান : শূন্যপদ ১৪৭টি (সাধারণ৭৪, তফসিলি জাতি ২২, তফসিলি উপজাতি ১১, ওবিসি ৪০)। এর মধ্যে ১টিকরে শূন্যপদ দৃষ্টি শ্রবণসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীর জন্য এবং ২টি শূন্যপদ অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত। **শিক্ষাগত যোগ্যতা :** স্নাতক বা সমতুল। বাংলা ভাষা জানতে হবে। কম্পিউটার জ্ঞান অতিরিক্ত যোগ্যতা হিসেবে বিবেচিত হবে। এগ্রিকালচার হর্টিকালচার ফরেস্ট্রি অ্যানিম্যাল হাজবেন্ড্রি, ভেটেরিনারি সায়েন্স, এগ্রিকালচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং, পিসিকালচার, এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং অ্যান্ড কো–অপারেশন, ইনফর্মেশন টেকনোলজি, ম্যানেজমেন্ট, ল, ইকনমিক্স অ্যান্ড অ্যাকাউন্ট্যান্সি—যে কোনও একটিতে ডিগ্রি থাকলে অগ্রাধিকার।

অফিসার স্কেল–টু (ইনফর্মেশন টেকনোলজি): শূন্যপদ ১৮টি (সাধারণ ৯, তফসিলিজাতি ৩, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি ৫)। এর মধ্যে ১টি শূন্যপদ অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীর জন্য সংরক্ষিত। **শিক্ষাগত যোগ্যতা :** ইলেক্ট্রনিক্স, কমিউনিকেশন, কম্পিউটার সায়েন্স, ইনফর্মেশন টেকনোলজি বা সমতুল বিষয় যে–কোনও একটিতে মোট অন্তত ৫০ শতাংশ নম্বর সহ স্নাতক। এএসপি, পিএইচপি, সিপ্লাসপ্লাস, জাভা, ভিবি, ভিসি ও সিপি প্রভৃতি বিষয়ে জানা থাকলে অগ্রাধিকার। সঙ্গে এক বছরের অভিজ্ঞতা থাকা বাধ্যতামূলক।

অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট (মাল্টিপারপাস) : শূন্যপদ ১৮৮টি (সাধারণ ৯৪, তফসিলি জাতি ৪৩, তফসিলি উপজাতি ১০, ওবিসি ৪১)। এর মধ্যে ২টি করে শূন্যপদ শ্রবণ, দৃষ্টি ও অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য এবং ১৯টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য সংরক্ষিত। **শিক্ষাগত যোগ্যতা :** স্নাতক বা সমতুল। বাংলা ভাষা জানতে হবে। কম্পিউটার জ্ঞান অতিরিক্ত যোগ্যতা হিসেবে বিবেচিত হবে।

এছাড়া অফিসার স্কেল–ওয়ান পদের ক্ষেত্রে আইবিপিএস পরীক্ষায় সাধারণ, সাধারণ দৈহিক প্রতিবন্ধী, ওবিসি এবং ওবিসি দৈহিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের ক্ষেত্রেরিজনিংয়েঅন্তত১৭, কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপ্টিটিউডে ১১, জেনারেল অ্যাওয়ারনেসে ৯, ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজে ১১, হিন্দি ল্যাঙ্গুয়েজে ১৭, কম্পিউটার নলেজে ১৩ স্কোর (তফশিলি ও তফসিলি দৈহিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে উপরোক্ত প্রতিটি পরে যথাক্রমে ১৩,৭,৬,৭,১৪,১০ স্কোর) করে থাকতে হবে। পাশাপাশি মোট অন্তত ৮০ (তফসিলি ও তফসিলি দৈহিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে মোট অন্তত ৭০) স্কোর করে থাকতে হবে।

অফিসার স্কেল–টু পদের ক্ষেত্রে আইবিপিএস পরীক্ষায় সাধারণ এবং ওবিসিপ্রার্থীদের ক্ষেত্রে রিজনিংয়ে অন্তত ১২, কোয়ান্টিটিভ অ্যাপ্টিটিউড অ্যান্ড ডেটা ইন্টারপ্রিটেশন ৭, ফিনানশিয়াল অ্যাওয়ারনেসে ৬, ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজে ১২, হিন্দি ল্যাঙ্গুয়েজে ১৭, কম্পিউটার নলেজে ১৫, প্রফেশনাল নলেজ–আই টিতে ১৩ স্কোর (তফশিলি প্রার্থীদের ক্ষেত্রে উপরোক্ত প্রতিটি পত্রে যথাক্রমে ৮,৪,৪,৮,১৩,১২,১০ স্কোর) করে থাকতে হবে। পাশাপাশি মোট অন্তত ৮০ (তফশিলিদের ক্ষেত্রে মোট অন্তত ৭০) স্কোর করে থাকতে হবে।

অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট পদের ক্ষেত্রে আই বি পি এস লিখিত পরীক্ষায় সাধারণ, সাধারণ–দৈহিক প্রতিবন্ধী, সাধারণ–প্রাক্তন সমরকর্মী, ওবিসি, ওবিসি দৈহিক প্রতিবন্ধী, ওবিসি প্রাক্তন সমরকর্মীদের ক্ষেত্রে রিজনিংয়ে অন্তত ১৮, নিউমেরিক্যাল এবিলিটিতে ২২, জেনারেল অ্যাওয়ারনেসে ১৩, ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজে ১৭, হিন্দি ল্যাঙ্গুয়েজে ২৩, কম্পিউটার নলেজে ২০ স্কোর (তফসিলি, তফসিলি দৈহিক প্রতিবন্ধী, তফসিলি প্রাক্তন সমরকর্মীদের ক্ষেত্রে উপরোক্ত প্রতিটি পত্রে যথাক্রমে ১৩,১৭,১০,১৩,১৯,১৬ (স্কোর) এবং মোট অন্তত ৮০ (তফসিলি, তফসিলি দৈহিক প্রতিবন্ধী, তফসিলি–প্রাক্তন সমরকর্মীদের ক্ষেত্রে মোট অন্তত ৭০) স্কোর করে থাকতে হবে।

বয়স: ১–৬–২০০১ তারিখে অফিসার স্কেল–ওয়ান ও অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট পদের ক্ষেত্রে ১৮ থেকে ২৮ বছরে মধ্যে হতে হবে। অফিসার স্কেল–টু পদের ক্ষেত্রে ২১ থেকে ৩২ বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলিরা ৫, ওবিসিরা ৩, দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ১০ বছরের এবং প্রাক্তন সমরকর্মীরা নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন।

বেতনক্রম : অফিসার স্কেল–ওয়ান পদের ক্ষেত্রে ১৪,৫০০–২৫,৭০০ টাকা, অফিসার স্কেল–টু পদের ক্ষেত্রে ১৯,৪০০–২৮,১০০ টাকা এবং অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট পদের ক্ষেত্রে ৭,২০০–১৯,৩০০ টাকা। সঙ্গে অন্যান্য সুযোগ সুবিধা।

প্রার্থী বাছাই হবে আইবিপিএস লিখিত পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর ও ৩০ নম্বরের ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। ইন্টারভিউ কেন্দ্র–বহরমপুর (মুর্শিদাবাদ)।

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.bgvb.co.in প্রার্থীর চালু ই–মেল আইডি থাকতে হবে। অনলাইন দরখাস্ত করা যাবে ৩ জুন পর্যন্ত। যথাযথভাবে ফর্ম পূরণ করে sub-mit করুন। সাবমিটের পর পূরণ করা দরখাস্তের এক কপি সিস্টেম জেনারেটেড প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন, এর নির্দিষ্ট জায়গায় ফটো সেঁটে সই করবেন। এটি কোথাও পাঠাতে হবে না। নিজের কাছে রাখবেন। ইন্টারভিউয়ের সময় প্রয়োজন হবে।

ইন্টারভিউয়ের সময় জমা দিতে হবে

- ◆ পূরণ করা দরখাস্তের প্রিন্ট আউট।
- ◆ আইবিপিএস স্কোর কার্ডের প্রিন্ট আউট।
- ◆ জন্মতারিখের প্রমানপত্রের প্রত্যায়িত নকল।
- ◆ শিক্ষাগত যোগ্যতার যাবতীয় প্রয়োজনীয় নথিপত্রের প্রত্যায়িত নকল।
- ◆ কাস্ট বা ওবিসি সার্টিফিকেটের নকল (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।
- ◆ দৈহিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে দৈহিক প্রতিবন্ধকতার সার্টিফিকেটের নকল।
- ◆ সচিত্র পরিচয়পত্র।
- ◆ কর্মরতদের ক্ষেত্রে 'নো অবজেকশন সার্টিফিকেট'।

খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

দমদম অস্ত্র কারখানায় ২০১

২০১ জন ট্রেডসম্যান ও লেবারার নেবে দমদম অস্ত্র কারখানা। এটি প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের অধীনস্থ একটি সংস্থা। নিয়োগ হবে এই সমস্ত ট্রেডে (বন্ধনীতে শূন্যপদের বিন্যাস)। কার্পেন্টার ১টি (সাধারণ)। ইলেক্ট্রিশিয়ান : ৬টি (সাধারণ ২, তপসিলি জাতি ২, ওবিসি ২)। ইলেক্ট্রোপ্লেটার : ৬টি (সাধারণ ৩, তপসিলি জাতি ২, ওবিসি১)। এক্সামিনার (ইঞ্জিনিয়ারিং) : ৪টি (সাধারণ ২, তফশিলি জাতি ১, ওবিসি ১)।)ফিটার জেনারেল/মেকানিক) : ৩১টি (সাধারণ ১৫, তফসিলি জাতি ৮, তপসিলি উপজাতি ২, ওবিসি ৬)। ফিটার (পাইপ) : ১টি (সাধারণ)। গ্রাইন্ডার : ৯টি (সাধারণ৫, তফসিলি জাতি ২, ওবিসি২)। মেশিনিস্ট : ২৭টি (সাধারণ ১৭, তফসিও জাতি ৩, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি ৬)। ম্যাসন : ২টি (সাধারণ ১, তফসিলি জাতি ১)। মিলার : ৭টি (সাধারণ ৫, তফসিলি জাতি ১, ওবিসি ১)। মিলরাইট : ১৯টি (সাধারণ ১০, তফসিলি জাতি ৪, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি ৪)। পেইন্টার : ২টি (সাধারণ)। শিট মেটাল ওয়ার্কার : ১০টি (সাধারণ ৫,তফসিলি জাতি ২, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি ২)। টার্নার : ১০টি (সাধারণ ৫, তফসিলি জাতি ২, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি ২)। ওয়েল্ডার : ১৬টি (সাধারণ ৮, তফসিলি জাতি ৪, ওবিসি ৪)। লেবারার : ৫০টি (সাধারণ ২৬, তফসিলি জাতি ১১, তফসিলি উপজাতি ২ ওবিসি ১১)। নিয়মানুসারে দৈহিক প্রতিবন্ধী ও প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য শূন্যপদ সংরক্ষিত থাকবে। ২৩ মে–র পর বিশদে জানা যাবে এই ওয়েবসাইটে : www.ordaancedumdum.gov.in অনলাইন দরখাস্ত করা যাবে ১২ জুন পর্যন্ত।

প্রতিশ্রুতি আছে, নেই পরিকাঠামো সাঁকরাইলের জনস্বাস্থ্য ঘোর অন্ধকারে

সাঁকরাইল ব্লক। হাওড়া সদর মহকুমার গঙ্গার তীর বরাবর এই ব্লক আয়তনে নেহাত ছোট নয়। ৬৩.৪ বর্গকিলোমিটার। জনসংখ্যা প্রায় ৩ লক্ষ। ১৬টি গ্রাম পঞ্চায়েত ও ১৯৩টি গ্রাম সংসদ নিয়ে গঠিত এই ব্লক। ১৬টি পঞ্চায়েতের ৪৪টি উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র কি নির্দেশিত কর্মসূচি অনুযায়ী কাজ করে চলেছে। জনস্বাস্থ্য বিষয়ে এমন একটা ব্লকের আন্দুল, বাণীপুর–১, বাণীপুর–২, ঝোড়হাট পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ৮টি উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র পরিদর্শন করে তারই এক প্রতিবেদন তুলে ধরেছেন আমাদের প্রতিনিধি **ইপ্সিতা সরকার**।

গ্রাম পঞ্চায়েত	উপ স্বাস্থ্যকেন্দ্র	শয্যা সংখ্যা	ওষুধের জোগান	টীকাকরণ	এএনএম নার্স	স্বাস্থ্য শিবির	প্রধান সমস্যা
আন্দুল	২	২ টি	নিয়মিত	নিয়মিত	২ জন	শূন্য	ওষুধের জোগান
বাণীপুর ১	২	শূন্য	অনিয়মিত	নিয়মিত	১ জন	শূন্য	শয্যা নেই
বাণীপুর ২	২	শূন্য	অনিয়মিত	নিয়মিত	২ জন	২৮ টি	দ্বিতীয় এএনএম নেই
ঝোড়হাট	২	কাজ চলছে	নিয়মিত	নিয়মিত	১ জন	৭ টি	প্রতিবন্ধী ভাতা

পরিষেবার ক্ষেত্রে শিশু, গর্ভবতী মহিলা ও প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষ সুবিধার পরিকল্পনা নেওয়া হলেও বাস্তব রূপায়ণে থেকে যাচ্ছে ঘাটতি।

শিশুঃ– জন্মের সময় বিসিজি, হেপ–বি, ওপিভি, দেড় মাস থেকে সাড়ে তিন মাস পর্যন্ত পেন্টাভ্যালেন্ট (ডিপথেরিয়া, হেপ–বি, টিটেনাস, হুপিং কাশি, ম্যানিনজাইটিস প্রতিরোধক, ০–৫ বছর পর্যন্ত পোলিও, ৫–৬ বছর পর্যন্ত ডিপিটি বুস্টার টীকাকরণ প্রতিটি কেন্দ্রেই নিয়মিত হয়।

সমস্যাঃ– দারিদ্র্যসীমার নীচে থাকা কিছু পরিবারের শিশুরা আজও অপুষ্টির শিকার। সচেতনতার অভাব ও অভিভাবকের উদাসীনতায় ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে শিশুরা। বাণীপুর কেন্দ্রের এএনএম বিজলী মাইতি জানান কেন্দ্রগুলির আশাকর্মীরা এই সমস্যা দূরীকরণে তৎপর হয়েছেন। এছাড়াও বাণীপুর–১ পঞ্চায়েত শিশুদের (৬মাস–৫বছর) প্রতি সোমবার ও শুক্রবার আয়রন ট্যাবলেট/সিরাপ দিয়ে থাকে। সুফল হিসাবে বলা যায় শিশুমৃত্যুর হার কমেছে।

মহিলাঃ– স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে গর্ভবতী মহিলাদের জন্য জননী সুরক্ষা যোজনা' (সরকারি হাসপাতালে প্রসবের পর ১০০০ টাকা), নিয়মিত ইঞ্জেকশন, বিনামূল্যে ঔষধ (ম্যালেরিয়া, কুষ্ঠ, যক্ষ্মা রোগাক্রান্তদের) দান, অপুষ্টির শিকার গর্ভবতী মহিলাদের প্রোটিনজাতীয় খাদ্য (হরলিকস্, সোয়াবড়ি) সরবরাহের সুব্যবস্থা থাকলেও বহু সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন মহিলারা।

সমস্যাঃ– ব্লকের বেশিরভাগ উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রেই প্রসবের ব্যবস্থা নেই, আইসিডিএস (সুসংগত শিশুবিকাশ প্রকল্প)–এর সরবরাহকৃত খাদ্য পরিবারের সদস্যদের মধ্যে ভাগ করে নেওয়ার ফলে অনেকক্ষেত্রেই গর্ভবতী মহিলারা অপুষ্টির শিকার থেকেই যায়। ঝোড়হাট পঞ্চায়েতের আশ্বাস অনুযায়ী আগামী ছয় মাসের মধ্যে প্রসূতি বিভাগের কাজ সম্পন্ন হলে শিশু প্রসবের সর্ববিধ সুব্যবস্থা মিলবে।

প্রতিবন্ধীঃ– শিশু ও মহিলা সুরক্ষার বিষয়ে তপর হলেও প্রতিবন্ধী সুরক্ষার বিষয়ে পিছিয়ে রয়েছে পঞ্চায়েতগুলি। ব্লকের ১৩৯ জন প্রতিবন্ধী ৭৫০টাকা (প্রতিমাসে) 'অক্ষম ভাতা' ও ১৪জন প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী বাৎসরিক ১২০০ টাকা বৃত্তি পেলেও 'ইন্দিরা গান্ধি ন্যাশনাল ডিস এবিলিটি স্কিম' দ্বারা নির্ধারিত ভাতা পায় না ঝোড়হাটের তালিকাভুক্তরা। বছরে ব্লকের ১২ জনকে ক্রাচ, হস্তচালিত তিনচাকা সাইকেল, হুইল চেয়ার, শ্রবণ যন্ত্র প্রদানের প্রতিশ্রুতি থাকলেও বাস্তবে তা হয় না।

ব্লক উন্নয়ন আধিকারিকের প্রকাশিত তথ্যানুসারে সামগ্রিক কিছু সমস্যা প্রায় প্রতিটি কেন্দ্রেই রয়েছে

- উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে আপৎকালীন পরিষেবার পরিকাঠামো নেই
- প্রসূতি বিভাগ না থাকায় সমস্যায় পড়েন দুঃস্থ মহিলারা
- কেন্দ্রগুলি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত খোলা থাকে না। আন্দুল, ঝোড়হাট–এর কেন্দ্রগুলি দুপুর ১টার পর বন্ধ হয়ে যায়।
- বাণীপুর–২ এ দ্বিতীয় এএনএম না থাকায় একজন এএনএম পরিদর্শন ও কেন্দ্রের কাজ যথাযথভাবে করতে অপারগ।
- বহু কেন্দ্রেই ওষুধের জোগান নিয়মিত নয়।
- পরিবার পরিকল্পনার উপযোগী পরিষেবার সুব্যবস্থা থাকলেও অনেক পরিবার এই পরিষেবা নিতে আগ্রহী নয়।

উল্লিখিত সমস্যার সমাধান না হলে ব্লকের সামগ্রিক উন্নয়ন অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। তবে আশাকর্মী ও স্বচ্ছতা দূত কর্মীদের কর্মতৎপরতায় উপকৃত হচ্ছে জনগণ। রক্তদান শিবিরগুলি বিচিত্রানুষ্ঠানের উপলক্ষ্য হয়ে উঠছে, তুলনামূলকভাবে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির আয়োজিত হচ্ছে না। স্বাস্থ্যকেন্দ্র, উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির পরিষেবাগত ত্রুটির বিষয়ে সরকার তথা চিকিৎসকদের ঘুম না ভাঙলে বিত্তশালী রোগীর পাশে ব্যয়বহুল বেসরকারি নার্সিংহোম তো আছেই, কিন্তু নিম্নবিত্ত, দুঃস্থ রোগীর পাশে তবে কে থাকবে?

অনুমোদনের অপেক্ষায় বহু বিদ্যালয়, পরিদর্শকরা ঘুমোচ্ছেন : অভিযোগ

বৈশালী সাহা, হাওড়া : হাওড়া জেলার বেসরকারি তথা আন এডেড বিদ্যালয় সমূহের পক্ষ থেকে দীর্ঘদিন যাবৎ লক্ষ্য করা হয়েছে জেলা আই এস সার্কেল ইনসপেক্টররা আজও বেশির ভাগ স্কুল আইনানুযায়ী পরিদর্শন করেননি। হাওড়া জেলার দুই শতাধিক স্কুল ২০১২–র ৩১শে মার্চ সরকারি গেজেট অনুযায়ী এনওসি–এর জন্য প্রয়োজনীয় আবেদন করে নিয়মানুযায়ী দশ, সাত, পাঁচ ও তিন হাজার টাকা জমা দেয়। দীর্ঘদিন অতিক্রান্ত বেশির ভাগ স্কুল না পায় অনুমোদন, না হয় এসআই–এর পরিদর্শন।

ন্যাশনাল কাউন্সিলার ফর আন এডেড স্কুল অর্গানাইজেশন হাওড়া জেলা কমিটির সভাপতি উজ্জ্বল কুমার চক্রবর্তী এবং সম্পাদক কাঞ্চন কুমার নন্দী তীব্র ধিক্কারের সঙ্গে বলেছেন বেসরকারি বিদ্যালয়গুলির পক্ষ থেকে এ ধরণের দীর্ঘসূত্রিতা ও অসহযোগিতার কারণে জেলায় বেশিরভাগ স্কুল আজও এনওসি পায়নি। হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীরা এ বৈষম্যের শিকার কেন?

গত ১৪ মে বৃহস্পতিবার ১২টায় বেসরকারি বিদ্যালয় সমূহের কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষক শিক্ষিকাবৃন্দ হাওড়া জেলা আদালতের সামনে ফ্লাইওভারের নিচে ধর্না দেয়।

তাদের দাবি (১) অবিলম্বে সমস্ত বিদ্যালয়গুলির পরিদর্শন সম্পূর্ণ করতে হবে এবং অনুমোদন দিতে হবে।

(২) আইনানুযায়ী সমস্ত বেসরকারি বিদ্যালয়গুলিকে কেবলমাত্র এক বছরের নয়, স্থায়ী অনুমোদন দিতে হবে।

(৩) আইন অনুযায়ী সমস্ত বেসরকারি বিদ্যালয়গুলিতে সমস্ত সরকারি সুযোগ সুবিধা প্রদান করতে হবে।

উপরোক্ত তিন দফা দাবির সঙ্গে আরো চার দফা মোট সাতটি দাবি নিয়ে তারা হাওড়া জেলা শিক্ষা পরিদর্শক (ডি আই প্রাথমিক) জেলা শাসক সর্বশিক্ষা মিশন, হাওড়া জেলার প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি, সভাধিপতি করবী ধূল ও রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে দরবার চালাবেন বলে জানালেন সমিতির কর্তারা।

পেনশনার্স এ্যাসোসিয়েশনের স্মারকলিপি প্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাসন্তী ব্লক পেনশনার্স অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে গত ২২ মে বাসন্তী পাওয়ার স্টেশনে, স্টেশনে ম্যানেজারকে একটি ১২ দফার স্মারকলিপি দেওয়া হয়। ঘন ঘন বিদ্যুৎ চলে যাওয়া, মাঝে মধ্যে হাই ভোল্টেজ বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি পুড়ে যাওয়া, দরখাস্ত পড়ে আছে অন্তত ৭/৮ হাজার মিটার না দিতে পারা। সন্ধ্যায় লো ভোল্টেজ সমস্যা, সামান্য বাতাসে বিদ্যুৎ বন্ধ করে দেওয়ায়, বিশেষ করে ছাত্র ছাত্রীদের ভীষণ ক্ষতি হচ্ছে। বিশেষ দাবি ছিল হোভাল ব্রিজের উপর লাইটের ব্যবস্থা করা। স্টেশন ম্যানেজার বললেন, জুন মাসের মধ্যে এই ছবিগুলির অধিকাংশ সমাধান করা হবে। তিনি বলেন ব্রিজের উপর লাইটে বিদ্যুৎ সংযোগ দিতে পারেন, কিন্তু লাইটের ব্যবস্থা করা বিদ্যুৎ দফতরের কাজ নয়, অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা সুন্দরবন উন্নয়ন দফতরের ব্রিজের উপর লাইটের ব্যবস্থায় অনুরোধ জানাবেন স্থির হয়। উপস্থিত ছিলেন সম্পাদক দিলীপ গায়েন, সুকুমার কয়াল, রঘুপতি কপাট, প্রভুদান হালদার প্রমুখ।

বর্তমান সরকারের চতুর্থ বর্ষ পূর্তি

কুনাল মালিক: বর্তমান তৃণমূল সরকার গত ২০ মে রাজ্য চতুর্থ বর্ষপূর্তি উদযাপন করল। প্রতিটি ব্লকেই আলোচনা ও লোক প্রসার প্রকল্পের শিল্পীরা সরকারের নানা জনহিতকর কর্মসূচি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তুলে ধরেন। ওদিন আলিপুরে জেলাশাসকের দফতরের সামনে থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য–সংস্কৃতি দফতরের উদ্যোগে দুটি ট্যাবলো বের হয়। সেই ট্যাবলোতে লোকপ্রসার প্রকল্পের শিল্পীদের গানের মাধ্যমে কন্যাশ্রী, যুবশ্রী, শিক্ষাশ্রী প্রকল্পগুলি তুলে ধরা হয়। জেলাশাসক শান্তনু বসু, জেলা সভাধিপতি সামিমা শেখ, সাংসদ চৌধুরী মোহন জাটুয়া ফ্ল্যাগ নাড়িয়ে ট্যাবলোর উদ্বোধন করেন। বজবজ–২ নং ব্লকের পক্ষ থেকেও নোদাখালীর যতীন্দ্র ক্লাবের মাঠে একটি অনুষ্ঠান করা হয়। ব্লকসভাধিপতি স্বপন রায়, বিডিও অমর বিশ্বাস, জেলার জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ সরকারের নানা কাজের খতিয়ান তুলে ধরেন। সঙ্গীতে অংশগ্রহণ করেন কল্যাণ দাস ও তরজা শিল্পী উদয় মণ্ডল ও অজয় মণ্ডল।

৮ কোটি টাকা ব্যয়ে চড়িয়াল সংস্কার হবে

দীপক ঘোষ : ২৩ মে রাজ্য সরকারের সেচ ও জলপথ দফতরের উদ্যোগে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার পূজালি পুরসভার অন্তর্গত চড়িয়াল ভাইভারসন খালের পাড় সংরক্ষণ ও পূজালি স্লুইস গেট মেরামতি কাজের শিলান্যাস করেন সেচমন্ত্রী রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ডায়মন্ড হারবার সংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, বজবজ বিধায়ক অশোক দেব, পূজালি পুর প্রদান ফজলুল হক, বজবজ পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান গৌতম দাশগুপ্ত আরও অনেকে।

পূজালি পুরসভা প্রাঙ্গণে মাননীয় মন্ত্রী রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন উক্ত কাজের জন্য ৮ কোটি টাকা খরচ ধরা হয়েছে। এই খালের বিভিন্ন জায়গায় খালের পাড় ভেঙে গিয়েছে, বেশ কিছু বাড়ি ঘর বিপজ্জনক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ফলে নিকাশি ব্যবস্থা সহ কৃষিকার্যে জল সরবরাহ ব্যবস্থা উন্নতি হবে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সব সময় আমাদের সেচ দফতরের কাজের অগ্রগতির খোঁজ খবর নেন বা রাখেন। নদীর ধারে 'টং আজিউর' সমাধি যখন নদীগর্ভে চলে না যায় সেদিকে নজর রাখা হচ্ছে কারণ ইতিহাস যাতে ধ্বংস না হয় সেদিকে নজর রাখছে সেচ দফতর। সংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন মা মাটি মানুষের ভোটে আমরা নির্বাচিত তাই নির্বাচিত প্রতিনিধিদের বলছি মানুষের কাছে করতে হবে। উন্নয়ন এর স্বার্থে মানুষের পাশে থেকে কাজ করতে কথা বলেন।

বজবজ পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাশেষ করেন।

স্তব্ধ নিকাশি ব্যবস্থা

নিজস্ব প্রতিনিধি: পূর্ত দফতরের নির্মাণ কাজ শেষ হবার আগেই ভেঙে পড়ল জল নিকাশি ড্রেন। উত্তর দিনাজপুর জেলার কালিয়াগঞ্জ শহর লাগোয়া ৭ নম্বর ভান্ডার গ্রাম পঞ্চায়েতের বাঘন আশা মোড়ের এই ড্রেন ভেঙে পড়ার ঘটনা প্রকাশ্যে আসে মঙ্গলবার সকালে। জল যাবার জন্য যে ড্রেন তৈরি হচ্ছে সেই ড্রেন সোমবার রাতের সামান্য বৃষ্টিতে ভেঙে পড়ায় শোরগোল ছড়িয়েছে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে। রায়গঞ্জের শিলিগুড়ি মোড় থেকে হেমতাবাদ হয়ে কালিয়াগঞ্জের ফতেপুর পর্যন্ত রাজ্য সড়কের পাশ দিয়ে নানান অংশে ড্রেন ও গার্ড ওয়াল নির্মাণের কাজ চলছে। তাঁরই অংশ স্বরূপ এই নিকাশি ড্রেন তৈরির কাজ করছে পূর্ত দফতর। পূর্ত দফতরের এই কাজ চলাকালীন একদিনের সামান্য বৃষ্টিতে ড্রেন ভেঙে পড়ায় ক্ষুব্ধ এলাকাবাসীরা। তাঁরা অভিযোগ করেন, অতি নিম্ন মানের কাজের কারনেই এমন ঘটনা ঘটেছে। এলাকাবাসীদের আরও অভিযোগ নিম্ন মানের বালি ও সিমেন্টের ভাগ কম থাকার ফলে নতুন ড্রেন সামান্য বৃষ্টিতেই ভেঙে যাচ্ছে। পরবর্তীতে এই ড্রেন ও গার্ড ওয়াল গুলির স্থায়িত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন এলাকাবাসীরা।

জেলা পূর্ত দফতরের মুখ্য বাস্তকার পঙ্কজ কুমার মিত্র বলেন, ড্রেন ও গার্ডওয়ালের কাজ সরকারি নিয়ম মেনেই করা হচ্ছে। কোথাও কোনও নিম্ন মানের কাজ হচ্ছে না। আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারকে ড্রেনের কাজ ঠিকঠাক মত করতে বলেছি। ড্রেনটি যেখানে ভেঙে গেছে সেখানে ড্রেনের উচ্চতা অনেক বেশি ছিল। সেই জন্য বৃষ্টিতে ড্রেনের পাশের মাটির চাপে ড্রেনটি ভেঙে গেছে। ড্রেনের ভাঙা অংশ পুনরায় করার কাজও শুরু হয়ে গেছে।

ডায়মন্ডহারবারে চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি : রবিবার সন্ধেয় পুর এলাকার ৪ নং ওয়ার্ডে ভগবানপুরে দেবদাস পুরকাইতের বাড়িতে চুরি গেল দশ ভরি সোনার গয়না, নগদ পঁচিশ হাজার টাকা ও দামি শাড়ি যার আনুমানিক মূল্য প্রায় চার লক্ষ টাকা। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, পেশায় গাড়ি ব্যবসায়ী দেবদাস এদিন সন্ধে নাগাদ জামাই ষষ্ঠীর জন্য বেরিয়েছিলেন। দেবদাসের ভাই দেবাশিস পুরকাইত পেশায় কলকাতা পুলিশের কনস্টেবলেও সেই সময় বাড়ি ছিলেন না। ফাঁকা বাড়ির সদর দরজা ভেঙে ভেতরে ঢোকে চোরেরা। তারপর ঘরের তালা ভাঙে। ঘন্টা দুয়েক পরে গৃহকর্তা বাড়ি এসে দেখেন সব ওলোটপালট হয়ে পড়ে আছে। তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

ছবি : অরুণ লোধ

তীব্র দহনে পানীয় জলের ভোগান্তি মহেশতলার ২৮ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের

মহানগরে

৯৯ বর্ষে পদার্পণ সংগীতপ্রতিম দিলীপ রায়ের

দিপা কর্মকার

সংগীত জগতের প্রবাদ প্রতীম শিল্পী শ্রদ্ধেয় দিলীপ কুমার রায়ের ৯৯তম জন্মদিন এক ঘরোয়া আমেজে পালিত হল ২৯শে এপ্রিল ২০১৫ বুধবার দোলনা স্কুলের সভাগৃহে।বহু জ্ঞানী–গুণীবৃন্দ ও নবীন –প্রবীন ছাত্র ছাত্রীরা সেদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তাদের শ্রদ্ধেয় মাস্টার মশাইকে আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাতে। প্রথমেই দোলনা স্কুলের কয়েক জন ছাত্রছাত্রী তাদের কিশোর কণ্ঠের গান উপহার দিয়ে অনুষ্ঠান শুভ সূচনা করে। এরপর মধুরা শিল্পী' গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে অর্চনা ভৌমিক ও তার ছাত্রীরা লহ ফুলে লহ' এবং ওগো কিশোর আজি তোমার দ্বারে'– দুটি সমবেত সঙ্গীত পরিবেশন করলেন।

বিখ্যাত ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায়ের পুত্র ড: প্রণবরঞ্জন রায় মাস্টারমশাই–এর জন্মদিনে তার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাতে কসমিক হারমোনি থেকে তোমারই অনুভব' নামে একটি সিডির সাড়ম্বরপূর্ণ উদ্বোধন করেন ও জন্মদিনের পুরস্কার হিসাবে তা মাস্টারমশাই–এর হাতে তুলে দেন।এরপর একে একে উপস্থিত সকল ছাত্র ছাত্রীরা তাদের শ্রদ্ধেয় মাস্টারমশাইকে জন্মদিনের উপহার হিসাবে ফুল, মিষ্টি তুলে দেন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ভাইস চ্যান্সেলর ড: অমিয় দেব যিনি দিলীপবাবুকে নিয়ে তার অল্পমধুর স্মৃতিচারণা করেন। এরপর দিলীপ রায়ের জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়ে তারই উদ্দেশ্যে গানের উপঢৌকন সাজিয়ে দেওয়া হল।অর্চনা ভৌমিক, দোলনা স্কুলের প্রিন্সিপাল মধুরা ভট্টাচার্য,শ্রুতি গোস্বামী, সুস্মিতা ব্যানার্জী,বর্ণালী ঘোষ, অরিজিৎ রায় চৌধুরী–এনারা সকলে গানের পর গান ,সুরের পর সুর সৃজন করে গীতিমাল্য রচনা করে মাস্টারমশাইয়ের চরণে নিবেদন করলেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলের একান্ত ও বিনম্র অনুরোধে দিলীপবাবু এই প্রবীণ বয়সেও এক সুন্দর গান সকলকে উপহার দিয়ে বিমুগ্ধ করেন এবং প্রচন্ড করতালিতে সকলে সশ্রদ্ধায় গ্রহণ করলেন। অবশেষে জোতিষ্ক দাশগুপ্ত তার পিয়ানোর সুরের মূর্ছনায় সবাইকে বিমুগ্ধ ও মোহিত করে রাখলেন যা বলা যায় সুরের সন্ধ্যার একটা শেষ চমক।

এরপর সন্ধ্যার সেই মাহেন্দ্রক্ষণ এসে উপস্থিত হল। জোতিষ্ক বাবুর হ্যাপি বার্থডে টু ইউ পিয়ানোর সুরের তালে তালে সভাগৃহে উপস্থিত সকলের করতালি সহযোগে দিলীপ রায় তার ৯৯তম জন্মদিনের কেকটি কাটলেন এবং প্রাণ ভরে সবাইকে অশেষ ভালবাসা ও স্নেহ জানালেন। অনুষ্ঠানের শেষে সকল অতিথিদের আপ্যায়নের জন্য চা জলপানের এক সুন্দর ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

গঙ্গা দূষণ রুখতে 'নমমী গঙ্গে'

বিশেষ সংবাদদাতা : গঙ্গা অববাহিকায় দূষণ সৃষ্টিকারী ৭৬৪টি শিল্প প্রতিষ্ঠানের তালিকা প্রস্তুত করেছে কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ। তালিকায় উল্লেখিত শিল্প কারখানাগুলি থেকে প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে প্রতিদিন ৫০ কোটি মিলিলিটারেরও বেশি বর্জ্য তরল গঙ্গায় গিয়ে পড়ে। এছাড়া গঙ্গা নদীর মূল ধারার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ১৪৪টি নিকাশি ব্যবস্থা চিহ্নিত করেছে যেখান থেকে প্রতিদিন ৬৬১৪ মিলিলিটার ময়লা জল নদীতে গিয়ে মেশে।

১৯৮৬ সালের পরিবেশ রক্ষা আইনের পাঁচ নম্বর ধারার ভিত্তিতে পর্ষদ ২০০টি শিল্প প্রতিষ্ঠানকে দূষণ বন্ধ করার পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ জারি করেছে। এছাড়া, জল দূষণ রোধ ও নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৭৪–এর ১৮(১) বি ধারায় ভিত্তিতে ১৭৮টি কারখানাকে একইরকম নির্দেশ জারি করা হয়েছে। উত্তরপ্রদেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ ৯৮টি চর্ম কারখানা বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছে। রাজ্যসভায় গত ১২ মে এই তথ্য জানান কেন্দ্রীয় জলসম্পদ, নদী উন্নয়ন ও গঙ্গা পুনরুদ্ধার মন্ত্রী অধ্যাপক সানোয়ার লাল জাট।

অন্যদিকে গত ১৩ মে গঙ্গা নদীকে দূষণমুক্ত এবং সুসংহতভাবে সুরক্ষিত করার প্রয়াসে কেন্দ্রের ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্প 'নমমী গঙ্গে' প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সভাপতিত্বে মন্ত্রিসভা অনুমোদন করল। আগামী পাঁচ বছরের জন্য প্রকল্পের খাতে ২০ হাজার কোটি টাকা বাজেটের সংস্থান রাখা হবে। অতএব ৩০ বছরে গঙ্গা পরিচ্ছন্ন করার কাজের বাজেট চারগুণ বৃদ্ধি পেল।

গঙ্গা অববাহিকা পরিচ্ছন্ন ও সংরক্ষণের কাজে সাফল্য অর্জনের জন্য সরকার গঙ্গা নদীর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বসবাসকারীদের প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত করতে চায়। পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষাগ্রহণ করে সরকার প্রকল্পের কাজে রাজ্যগুলির পাশাপাশি তৃণমূল স্তরের প্রতিষ্ঠানগুলি যেমন পুরসভা ও পঞ্চায়েতগুলিকেও যুক্ত করবে। প্রকল্প রূপায়ণের দায়িত্বে থাকবে ন্যাশনাল মিশন ফর ক্লিন গঙ্গা (এনএমসিজি) এবং তার রাজ্যস্তরের প্রতিষ্ঠানগুলি। যেখানে প্রয়োজন হবে সেখানে এনএমসিজি ক্ষেত্রীয় কার্যালয় স্থাপন করবে। প্রকল্প রূপায়ণের কাজকে আরও সাফল্যমন্ডিত করে তুলতে একটি ত্রিস্তরীয় নজরদারি ব্যবস্থা স্থাপনের প্রস্তাব রাখা হয়েছে। এনএমসিজি–র সহায়তায় মন্ত্রিসভার সচিবের সভাপতিত্বে একটি উচ্চ পর্যায়ের টাস্ক ফোর্স বা কর্মীগোষ্ঠী জাতীয় স্তরে কাজটির নজরদারি করবে। একইভাবে, রাজ্যস্তরে রাজ্যের মুখ্য সচিবরা জেলাগুলিতে জেলাশাসকের সভাপতিত্বে কমিটি গঠন করবে।

কাজের প্রগতি ত্বরান্বিত করতে এখন থেকে 'নমমী গঙ্গে' প্রকল্পে অর্থ যোগানোর কাজ সম্পূর্ণভাবে কেন্দ্রীয় সরকার করবে। এছাড়া উচ্চমাত্রায় দূষিত স্থানগুলির পরিষ্কার করার জন্য সরকারি–বেসরকারি যৌথ উদ্যোগ বা বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এছাড়া, নদী দূষণ রোধ করা ও নদী সংরক্ষণের জন্য চার ব্যাটেলিয়নের গঙ্গা ইকো–টাস্ক ফোর্স গঠন করা হবে।

'নমমী গঙ্গে'র কর্মসূচিগুলি রূপায়ণের জন্য সমন্বয়সাধনের জন্য একাধিক রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রককে যুক্ত করা হবে। দূষণরোধকারী ব্যবস্থা যেমন, ময়লা জলের পরিষ্কার করা ও নিকাশি ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনার ওপরও গুরুত্ব আরোপ করা হবে। এর জন্য উদ্ভাবনী প্রযুক্তির সন্ধান করাও 'নমমী গঙ্গে' প্রকল্পের একটি ভাগ। গঙ্গা অববাহিকা সংরক্ষণ অভিযানের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল প্রকল্পটির আর্থ–সামাজিক সুযোগসুবিধা প্রদান, যেমন কর্মসংস্থান, মানুষের জীবন জীবিকার উন্নতি ও গঙ্গা নদীর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষের স্বাস্থ্যগত উপকারিতা।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৪৯ বর্ষ, ৩১ সংখ্যা, ৩০ মে – ৫ জুন, ২০১৫

দলপ্রেমিক নয় চাই দেশপ্রেমিক

ঔদ্ধত্য নয়, সন্ত্রাস নয়, জয় হোক সত্যের। রাজ্যের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি ক্রমশ জটিল হয়ে উঠছে গণমাধ্যম ও রাজনীতিকদের টানাপোড়েনের ফাঁদে। সংবাদমাধ্যমের নিরপেক্ষতা যদি সোনার পাথর বাটি হয় তা হলে বর্তমান কালের রাজনীতিকদের গণতন্ত্রের প্রতি আস্থাজ্ঞাপন 'জলে পাথর ভাসা'র মতোই 'সত্য'।

প্রতিদিন রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা বিশেষ করে নারী নির্যাতন বাড়ছে। গণমাধ্যম ও রাজনীতিকরা অপরাধীদের রঙ দিয়ে চিহ্নিত করতে চাইছেন। এই প্রবণতা বিপজ্জনক। সাদাকে সাদা বলা আর কালোকে কালো বলার মধ্যে আর যাই থাক সততা নিশ্চয়ই থাকে। রাজনৈতিক মেরুকরণের মতো গণমাধ্যমেও বিশেষ করে বৈদ্যুতিক মাধ্যমে মেরুকরণ প্রকট হয়ে উঠেছে।

রাজ্যে নির্বাচনের আগে প্রত্যেক বারই হিংসা বৃদ্ধি পায়। সাম্প্রতিক পৌর নির্বাচনগুলিতে নীরব সন্ত্রাস মাত্রাতিরিক্ত হয়েছে অস্বীকার করার উপায় নেই। ভোটকর্মীদের পক্ষে সম্ভব নয় সবকিছু প্রচারের মাধ্যমে প্রকাশ করা। আগামী নির্বাচনে তাই আরও বৃহত্তর রাজনৈতিক সন্ত্রাসের ইঙ্গিত স্পষ্ট। সংবাদমাধ্যমে সন্ত্রাসের যতটুকু খবর প্রকাশ পেয়েছে তা হিমশৈলের চূড়া মাত্র। কারণ, ভোটের দিনগুলিতে অধিকাংশ বুথে যে ত্রাসের পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছিল তা সেদিনের ভোটকর্মীরা এবং তাদের পরিবার পরিজনরা জানেন। প্রকাশ্যে তারা মুখ খুলতে পারেননি বাস্তব কারণে। রাজনৈতিক দলগুলি বিশেষ করে রাজ্যের শাসক দল যে অমূল্য শিক্ষা গ্রহণ করতে পারতেন তা করা হয়নি। এমনকি গণমাধ্যমগুলিও শুধু সমালোচনা করে দায় সেরেছেন যা রাজনীতিকরা কোনও কালে কোনও দেশে কোনও শাসক সম্প্রদায় 'পছন্দ' করেন না। পশ্চিমবঙ্গ এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম নয়। শাসকরা গণমাধ্যমের 'কোনও জ্ঞান' নিতেও চান না পছন্দ করেন না। ভোটারদের ওপর একটা নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত শাসক ও গণমাধ্যমের প্রভাব থাকলেও ইতিহাস থেকে দেখা গিয়েছে সত্যের জয় হয়। আলোচনা–সমালোচনা সহ্য করাও একটি বড় গুণ। পুলিশ প্রশাসন থেকে দলীয় কর্মীদের সর্বস্তরে প্রকৃত দেশপ্রেম জাগানো যে কোনও জাতীয়তাবাদী, দেশপ্রেমী, রাজনৈতিক দলের আদর্শ হওয়া উচিত। কিন্তু বাস্তবে দলপ্রেম দেশপ্রেমকে হারিয়ে দিচ্ছে। স্বাভাবিক ভাবে আর্থিক দেনা–পাওনার নিরিখে 'বড় বড়' গণমাধ্যম কর্পোরেট হাউসগুলিও সাংবাদিকতা নীতি থেকে বিচ্যুত হয়ে কোনও 'পন্থী' হয়ে উঠছে।

জনগণের অধিকাংশের চাওয়ায় আজ যারা বিভিন্ন স্তরে শাসন ক্ষমতা হাতে পেয়েছে তাদের অন্তত আরও ধৈর্যশীল হওয়া উচিত গণমাধ্যমের প্রতি। কারণ জনগণের দর্পণে কখনও না কখনও দেশব্রতী রাজনীতিককে মুখ দেখাতেই হবে। সেখানে যেন একজন প্রকৃত দেশপ্রমিক রাজনীতিককে মানুষ খুঁজে পায়।

অমৃত কথা

৫৭৬ এক জমিদার ঋণের দায়ে পাওনাদারদের ফাঁকি দেওয়ার জন্য পাগল সেজেছিলেন। ডাক্তার কবিরাজেরা কেউ তাঁকে ভালো করতে পারছিল না। শেষে একদিন বিজ্ঞ চিকিৎসক তাঁকে দেখেই বললেন, 'মশাই! কচ্ছেন কি? নকল করতে করতে শেষে আসল হয়ে যাবে। এর মধ্যেই তো দেখছি অনেকটা ছিট টিট হয়েছে।' এই কথা শুনে তাঁর চৈতন্য হলো এবং তিনি পাগলামি ছেড়ে দিলেন। সর্বদা কোনও রূপ ভান করলে মনও আস্তে আস্তে সেইরকম ভাব হয়ে যায়।

৫৭৭ ভরত রাজা 'হরিণ হরিণ' করে দেহ ত্যাগ করেছিলেন, তাই হরিণ জন্ম হলো। ঈশ্বর চিন্তা করে দেহ ত্যাগ করলে ঈশ্বর লাভ হয়, আর এ সংসারে আসতে হয় না।

৫৭৮ কার ভেতর কি আছে তা কে বোঝে? লোকে যাদের দুশ্চরিত্র জড় বুদ্ধি বা পাগল বলে, তাদের ভেতরেও সাধু লোক থাকতে পারে। লোক মান্যই যথার্থ সাধুতার পরিচয় নয়।

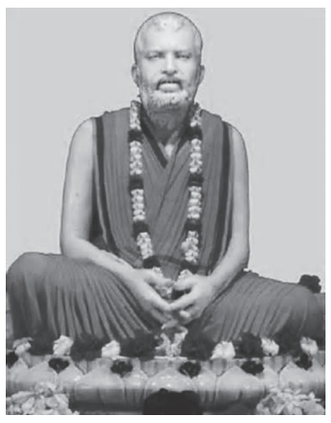

৫৭৯ একজন সাধু সর্বদা জ্ঞানোন্মত্ত অবস্থায় থাকতেন, কারও সঙ্গে কথাবার্তা করতেন না। লোকেরা তাঁকে পাগল বলতো একদিন লোকালয়ে এসে ভিক্ষে করে এনে সেই ভিক্ষান্ন একটা কুকুরের ওপর বসে তার সঙ্গে খেতে লাগলেন। এই দেখে অনেক লোক সেখানে এসে হেসে তাকে পাগল বলে উপহাস করতে লাগলো। সাধু তাদের বললেন, তোমরা হাসছ কেন? বিষ্ণুপরি স্থিতো বিষ্ণুঃ / বিষ্ণু খাদতি বিষ্ণবে। / কথং হসসি রে বিষ্ণো/ সর্বং বিষ্ণুময়ং জগৎ।।

৫৮০ বায়ুতে সুগন্ধ, দুর্গন্ধ সবরকমই থাকে, কিন্তু বায়ু নিজে নির্লিপ্ত তাঁর সৃষ্টিই এইরকম–ভালো মন্দ সৎ অসৎ যেমন গাছের মধ্যে কোনটা আম গাছ– কোনটা কাঁঠাল গাছ– কোনটা আমড়া গাছ। তাই বলি সংসারে দুষ্ট লোকেরও প্রয়োজন আছে। যে তালুকের প্রজারা দুর্দান্ত, সেই তালুকে একটা দুষ্টু লোককে পাঠাতে হয়–তবে তালুক শাসন হয়।

৫৮১ ঈশ্বর সকলকার ভেতর আছেন, কিন্তু সকলে তাঁর ভেতর নেই, এই জন্যে লোকের এতো দুঃখ।

ফেসবুক বার্তা

আই লিগ 'ফাইনালে'র পরেও এই ছবি কি অব্যাহত থাকবে বাগান শিবিরে? এখন এই চিন্তাতেই মশগুল গোটা সবুজ মেরুন পরিবার। যাতে সামিল হয়েছেন ইস্টবেঙ্গল, মহমেডান সহ অন্যান্য ক্লাবের সদস্য সমর্থকেরাও। বাংলার জয় চাইছেন সবাই।

রাসলীলার মনিপুরে 'মা'–র আর্তনাদ পর্ব ২৫

সুস্বাগত বন্দ্যোপাধ্যায়

'আবির ছড়াইয়া আছে পলাশের ফুলে সখি লো!'' একদা মনিপুরী কীর্তনিয়া সুরে চাঁপার গন্ধে বন উপবনের ফুলের শোভায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রেমে পড়ে গিয়েছিলেন মনিপুর রাজ্যের প্রতি। ১৩৩২ এর ২৩শে ফাল্গুন সন্ধ্যায় পশ্চিম আকাশে নটরাজের প্রলয় নৃত্য এবং মনিপুরী মহিলাদের রাসলীলা দেখতে দেখতে 'নটীর পূজা' ও 'চিত্রাঙ্গদা' নাটকের দৃশ্য কল্পনাও হয়ত করেছিলেন। একদিকে অনাবিল প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অন্য দিকে মনিপুরের সঙ্গীত নৃত্যকলা স্বারস্বত চর্চার বন্ধন গুরুদেবের মনে শান্তিনিকেতনের শিক্ষা সংস্কৃতি নতুন ভাবনা চিন্তার প্রেরণা যুগিয়েছিল ত্রিপুরা লাগোয়া উত্তর–পূর্বাঞ্চলের সেদিনের মনিপুর রাজ্য আর বর্তমান অশান্তি হিংসাত্মক মনিপুর, সময়ের সংঘাতে দ্রুত বদলে গিয়েছে। প্রতিদিন জঙ্গি নাশকতামূলককার্যকলাপে সাধারণ নাগরিকের বুকে অব্যক্ত আতঙ্ক। এই বুঝি প্রাণ যায় জঙ্গি অথবা সেনার বেওনেটে। ১৯৯২–২০১৫র মে মাস পর্যন্ত সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী হিংসাত্মক সংঘর্ষে বলি হয়েছে ৫২২৮জন। গত পাঁচ মাসে স্থানীয় অধিবাসী জওয়ান এবং জঙ্গি নিহত হয়েছে ১৫ জন।

আয়তনের দিক থেকে সুইজ্যারল্যান্ডের অর্ধেক। ২২ হাজার বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে মনিপুর রাজ্যের অবস্থান। ৪৬% হিন্দু মেইথি জনগোষ্ঠীর পাশাপাশি ৩৪% খ্রিস্টান বসবাস করে। যাদের মধ্যে সিংহভাগ নাগা এবং কুকি উপজাতি। পঙ্গাল উপজাতিরা ইসলাম ধর্মাবলম্বী। সংখ্যার দিক থেকে ৮.৮%। রাজ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের মূলে রয়েছে খ্রিস্টান মিশনারি এবং চার্চের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদত। একটি অহিংসবাদী সংগঠন সহ ৩৪টি বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠন ভারত বিদ্বেষী আন্দোলন উস্কে দিয়েছে। উগ্রপন্থা নাশকতামূলক কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে এই সব সংগঠন স্বাধীন মনিপুর রাষ্ট্র গঠনের দাবিতে সক্রিয়। এই চুক্তি অনুযায়ী ১৯৪৯ সালের ১৫ অক্টোবর মনিপুর কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল হিসাবে ভারতের সাথে যুক্ত হয়। ১৯৭২ সালে মনিপুর স্বতন্ত্র রাজ্যের মর্যাদা লাভ করে এবং গণতান্ত্রিক সরকার নির্বাচিত হয়।

ভারতের সাথে মনিপুর সংযুক্তিকরণ স্থানীয় নাগা উপজাতিরা ভালো চোখে দেখেনি। পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি সময় তারা বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন শুরু করে। রাষ্ট্র বিরোধী এই আন্দোলনকে দমনের উদ্দেশ্যে ১৯৫৮ সালে আসাম মনিপুরী সেনাবাহিনী বিশেষ ক্ষমতা আইন (Armed Force Special Power Act) প্রণয়ন করা হয়। স্থানীয় উপজাতি জনগোষ্ঠীর অভিমত এই আইন প্রয়োগের নামে সরকার নিরীহ জনগণের লপর অত্যাচার করছে। এই অত্যাচারের বিরোধিতায় ১৯৬৪ সালে ইউনাইটেড ন্যাশন্যাল লিবারেশন ফ্রন্ট (ইউএনএলএফ) গড়ে ওঠে। ৭০–এর দশক থেকে স্বাধীন মনিপুর রাজ্য গড়ে তোলার দাবিতে পিপলস রেভিলিউশনারি পার্টি এবং পিপলস রেভিলিউশানারি পার্টি হিংসাত্মক কার্যকলাপ শুরু করে। প্রসঙ্গত পিপলস রেভিলিউশনারি পার্টি সশস্ত্র বিদ্রোহ সংগঠিত করার জন্য চিনা সামরিক বাহিনীর প্রশিক্ষণ নেয়। চিনের প্রত্যক্ষ মদতে ভারত বিরোধী দেশদ্রোহী কার্যকলাপ শুরু করে। এই সময় রাজ্য সরকারের আবেদনের ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় সরকার সেনাবাহিনী প্রেরণ করে। যাতে করে রাজ্যে শান্তি শৃংখলা বজায় থাকে।

সামরিক বাহিনীর জঙ্গি দমনের নামে নিরীহ সাধারণ মানুষের ওপর অত্যাচার নারী নির্যাতন ধর্ষণ খুনের অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগ কিছু কিছু ক্ষেত্রে সত্যি প্রমাণিত হয়েছে। তবে জঙ্গি গেরিলা

আক্রমণ, মিথেই–নাগা–কুকি জনগোষ্ঠীর মধ্যকার সংঘর্ষ বন্ধ করার স্বার্থে বাহিনীর সাহায্য ছাড়া অন্য কোনও উপায় নেই। নাগা কুকিদের ভারত বিরোধী আন্দোলন দুটি ভিন্ন দৃষ্টিতে গড়ে উঠেছে। স্থানীয় নাগাদের দাবি নাগাল্যান্ডের বৃহৎ অঞ্চল নিয়ে স্বাধীন সার্বভৌম নাগালিম রাষ্ট্র গঠন। কুকি জনগোষ্ঠী চায় বার্মার অর্ন্তভুক্ত কুকি অধ্যুষিত এলাকা যুক্ত করে স্বতন্ত্র স্বাধীন কুকিল্যান্ড রাষ্ট্র গঠন। কুকি নাগাদের অর্ন্ত সংঘর্ষে ১৯৯০–এর দশকে কমপক্ষে ১০০ জন মারা যায়। কুকি নানা সংঘর্ষকে কন্দ্রে করে একাধিক জঙ্গি সংগঠন, কুকি ন্যাশনাল ফ্রন্ট কুকি ন্যাশনাল আর্মি, কুকি রেভিলিউশনারি আর্মি গড়ে ওঠে। সাংগঠনিক ভাবে জঙ্গি কার্যকলাপের দিক থেকে কুকিরাই আধিপত্যকারী উপজাতিয় গোষ্ঠী। জঙ্গি কার্যকলাপের স্বার্থে ভয় দেখিয়ে টাকা তোলা, খুন লুঠতরাজ মণিপুরে দৈনন্দিন ঘটনা। সামগ্রিকভাবে নাগরিক জীবন বিপন্ন।

মণিপুরে এই রাজনৈতিক অস্থিরতা ২০০০ সাল থেকে তীব্র আকার নিয়েছে। ২০০১ সালে নাগাল্যান্ডে ন্যাশনাল সোসালিস্ট কাউন্সিল অব নাগাল্যান্ড ইশাক–মুইভার গোষ্ঠীর সাথে কেন্দ্রীয় সরকারের চুক্তি অনুযায়ী এই গোষ্ঠী যুদ্ধ বিরতি ঘোষণার পর মনিপুরীরা আতঙ্কিত হয় মনিপুরের একটা বিরাট অংশ যদি ভেঙে নাগাল্যান্ডের সাথে যুক্ত হয়। এই আশঙ্কা থেকে সংঘর্ষ।

উত্তর পূর্বাঞ্চলের এই রাজ্যটিতে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকার শান্তি প্রতিষ্ঠার যতই উদ্যোগ নিক স্থানীয় উপজাতি সশস্ত্র গোষ্ঠীর হিংসাত্মক কার্যকলাপ সেনা বাহিনীর দিয়ে বন্ধ করা সম্ভব নয়। স্থানীয় অধিবাসীদের অভিযোগ সেনা অত্যাচারের। ২০০০ সালে ২রা নভেম্বর সেনাবাহিনীর গুলিতে ১০ জন উপজাতি মারা যায়। এই ঘটনার প্রাথমিক রিপোর্ট অনুযায়ী একটি জঙ্গি গোষ্ঠী অসম রাইফেলসের সেনাদের ওপর আক্রমণ করলে সেনারা গুলি চালাতে বাধ্য হয়। ঘটনার প্রতিবাদ করে ইরম চানু শর্মিলা অনির্দিষ্ট কালের জন্য অনশন শুরু করে। শর্মিলা অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে জোর করে খাইয়ে অনশন বন্ধ করানো হয়। ২০০৪ সালে জঙ্গি সশস্ত্র গোষ্ঠীর সদস্য মনোরমা দেবীর বুলেটে ছিন্ন ভিন্ন দেহ পাওয়া যায়। জঙ্গি গোষ্ঠী অভিযোগ করে যে অসম রাইফেলসের সেনারা ধর্ষণ করে হত্যা করেছে। এই ঘটনার প্রতিবাদে স্থানীয় মহিলারা নগ্ন মিছিলে সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে শ্লোগান তোলে 'Indian Army, rape us too' মণিপুরের লৌহ মানবী ইরম চানু শর্মিলা ভারতীয় সেনাদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে ২০১৪ সালে অনশন করেছিলেন। কিন্তু তিনি অস্বীকার করতে পারেন না স্থানীয় উপজাতি মহিলারা ভারত বিরোধী জঙ্গি কার্যকলাপের সাথে যুক্ত থাকার অভিযোগ।

মনিপুরের পাঁচটি পার্বত্য জেলা সেনাপতি চূড়াচন্দ্রপুর উখরুল তামেংলং এবং চন্ডেল হিংসাত্মক কবলিত এলাকা। ২০১১ সালে এই পাবর্ত্য জেলায় ২৯টি বিস্ফোরণ, ২০১২ সালে ৫৫টি ২০১৩ সালে ৩৬টি হিংসার ঘটনা যে ঘটেছে তাতে ৮ জন সাধারণ নাগরিক ২ জন সেনা জওয়ান এবং ১৩ জন জঙ্গি মারা গিয়েছে। উখরুলে সেনাবাহিনীর সাথে সশস্ত্র বাহিনীর সংঘর্ষে ৩ জন জঙ্গি নিহত হয়েছে। এই পাঁচটিজেলার সমগ্র মণিপুরের ৩৮% জনগন বসবাস করে কিন্তু রাজ্যের ৯০% এলাকা ভূম অঞ্চলে কুকি ও নাগা সশস্ত্র গোষ্ঠী সন্ত্রাসের শাসন কায়েম করেছে। জাতীয় সড়কে এই দুই উপজাতি বিভিন্ন জঙ্গি সংগঠন জোর করে টাকা আদায় করে।

রাতের অন্ধকারে এই অঞ্চল দিয়ে গাড়ি চালিয়ে যাওয়া আতঙ্কের বিষয়। টাকা না দিলে খুন করা হয়। ৩৯৮ কিলোমিটার দীর্ঘ মায়ানমারের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে জঙ্গিরা চোরাপথে মায়ানমারে গিয়ে নাশকতামূলক কাজকর্মের পরিকল্পনা করে এমনকি প্রশিক্ষণ নেয়। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দফতরের রিপোর্টে যে ২ হাজারের বেশি বিদ্রোহী জঙ্গিরা মায়ানমারে আশ্রয় নিয়েছে। ভারতী সীমান্ত বাহিনী এই অঞ্চলে নজরদারি করতে ব্যর্থ। যার ফলে চিন থেকে বেআইনি অস্ত্রশস্ত্র মায়ানমার দিয়ে মনিপুরে জঙ্গি গোষ্ঠীগুলির কাছে পৌঁছে যাচ্ছে। গত ৬ই এপ্রিল উত্তরপূর্বাঞ্চলের যুগ্ম সচিব শম্ভু সিংহ মনিপুরের উত্তেজনাপ্রবণ জেলা পরিদর্শন করে তাঁর রিপোর্টে উল্লেখ করেছে যেভাবে এই পার্বত্য জেলাগুলিতে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে তা বন্ধ করার জন্য প্রয়োজন জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে অসম রাইফেলস এবং রাজ্য পুলিশের যৌথ সামরিক অভিযান।

সামরিক বাহিনী অবশ্য দাবি করেছে মনিপুরে হিংসাত্মক ঘটনা কমেছে। ২০০৮ সালে যেখানে ৪৮৫টি বোমা বিস্ফোরণ, নাশকতার ঘটনা ঘটেছিল সেখানে ২০১৪ সালে তা ৫৪ নেমেছে। মনিপুরের হিংসার কবল থেকে মুক্ত করার জন্য সবার আগে প্রয়োজন প্রতিবেশি দুই রাষ্ট্রের ভারত বিরোধী কার্যকলাপ বন্ধ করার জন্য সক্রিয় হওয়া। বিবাদমান জঙ্গি গোষ্ঠীর সাথে দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় বসাটা অত্যন্ত জরুরি। বিশেষ করে নাগা চুক্তির পর কুকি জনগোষ্ঠীর মধ্যে যে বাস্তুচ্যুত হবার মিথ্যা আতঙ্ক দেখা দিয়েছে তা নিরসন করাটা রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারের জরুরি কর্তব্য। নাগা বা কুকিরা ভালোই জানে যে স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্র গড়ে উঠলে তাদের সমস্যার সমাধান হবে না। সীমান্তে প্রতিবেশি শক্তিশালী 'বেঁটে বামুনের' রাষ্ট্র গিলে খাবে। কিন্তু তাদের ভুল বোঝানো হচ্ছে। এই সংকটজনক পরিস্থিতি থেকে রাষ্ট্রের মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি ও সহনশীল মনোভাবই পারে মনিপুরে শান্তি ফিরিয়ে দিতে। রক্তের হোলি খেলা বন্ধ করে শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলায় প্রেম ও শান্তির করুণা ধারায় সিক্ত করতে।

সাধারণ মনিপুরীরা আশা করে মনিপুরের শান্তি–সমৃদ্ধি ও মানবতাবোধ। নিরাপত্তা বাহিনী মনিপুর থেকে চলে গেল বা থাকল তাদের কিছু এসে যায় না। এসে যায় তাদের ওপর সামরিক বাহিনীর দৈহিক ও মানসিক অত্যাচার। ২০০৮ সালে Human Rights watch নামে এক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন মনিপুরে বিশিষ্ট মহিলা নেত্রী পানজুবাম ওনগাবি সাকিরের এক সাক্ষাৎকার নিয়েছিল। এই সাক্ষাৎকারে তিনি আক্ষেপ করে বলেছিলেন, 'মনিপুরের জনগণ রাতে ঘুমতে পারে না। তারা আতঙ্কে থাকে; এই বুঝি দরজায় কেউ ধাক্কা দেয়। এই পরিস্থিতির জন্য শুধু সেনারা নয়, আমরা সবাই দায়ী। মায়ের কোল থেকে সন্তানকে টেনে হিঁচড়ে নেয়। পাশবিকতার সীমা ছাড়িয়েছে। সেনাদের তো মানবতা বোধ থাকা দরকার। যখন আমাদের যৌবন ছিল সেনারা আমাদের ভোগ করে দেহের ক্ষুধা মেটাত। বয়স হয়ে যাওয়ায় এখন আমাদের সাথে ওরা পশুর আচরণ করে। ভুলে যায় আমরাও 'মা'। ওদের মা হতে চাই না...।

২০০৮ সালে Human Rights watch নামে এক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন মনিপুরে বিশিষ্ট মহিলা নেত্রী পানজুবাম ওনগাবি সাকিরের এক সাক্ষাৎকার নিয়েছিল। এই সাক্ষাৎকারে তিনি আক্ষেপ করে বলেছিলেন, 'মনিপুরের জনগণ রাতে ঘুমতে পারে না। তারা আতঙ্কে থাকে; এই বুঝি দরজায় কেউ ধাক্কা দেয়। এই পরিস্থিতির জন্য শুধু সেনারা নয়, আমরা সবাই দায়ী। মায়ের কোল থেকে সন্তানকে টেনে হিঁচড়ে নেয়। পাশবিকতার সীমা ছাড়িয়েছে। সেনাদের তো মানবতা বোধ থাকা দরকার। যখন আমাদের যৌবন ছিল সেনারা আমাদের ভোগ করে দেহের ক্ষুধা মেটাত। বয়স হয়ে যাওয়ায় এখন আমাদের সাথে ওরা পশুর আচরণ করে। ভুলে যায় আমরাও 'মা'। ওদের মা হতে চাই না...।

অহংকার ও ঔদ্ধত্বের সার্থক ফল দিল্লি কা লাড্ডু

ভূষণদেব শান্ডিল্য

রাজনীতি, প্রশাসন সবই মানুষের জন্য! কিন্তু এই মানুষকে তাচ্ছিল্য করে আপন অহংকার ও ঔদ্ধত্যকে পাথেয় করে পথ চললে তার ফল যে কি নিদারুণ হয় তা ইতিহাস বারবার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়, তবু রাজনৈতিক নেতাদের চোখ খোলে না। নেতারা গদির মধুতে হাবুডুবু খাবার সময় আম জনতাকে ভুলে যায়। আম জনতা সুযোগ পেলে সেই মধুতে বিষ মিশিয়ে দর্পচূর্ণ করে। প্রাচীন যুগের হিন্দু রাজাদের সময়কে ঐতিহাসিকরা স্বর্ণযুগ বলে অভিহিত করেন। ওই সময়কার রাজারা প্রজাদের শিব জ্ঞানে সেবা করতেন। প্রজাবৎসল রাজাদের মানুষ নামক প্রজারা দেবতা জ্ঞানে পুজো করত। রাজারা প্রজাদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের কথা বিবেচনা করে কত কাজই না করতেন। এর মধ্যে সব থেকে উল্লেখযোগ্য কাজ জল সমস্যা সমাধানের জন্য পুষ্করিনী খনন। চাষের সুবিধার জন্য খাল খনন। চুরি ডাকাতি রোধ করার জন্য দুষ্টের দমন শিষ্টের পালনের নীতি নিয়ে রক্ষীরা সদা নিয়োজিত থাকত।

অতুল বৈভবের মধ্যে বাস করেও তাঁরা খুব সহজ সরল পথে দিন নির্বাহ করতেন। প্রজার মঙ্গলের জন্য স্ত্রী, পুত্র, পরিজনকে ত্যাগ করতে দ্বিধা বোধ করতেন না। সার্থক উদাহরণ হিসাবে রামায়ণকে পাথেয় করে রামের মতন প্রজাবৎসল রাজা হিসাবে নিজেদেরকে গড়ে তোলবার চেষ্টা করতেন। ভারতীয় সনাতন ধর্মটাই ছিল ত্যাগের প্রতীক। প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাসে তাই অজস্র রাজর্ষির দেখা পাওয়া যায়। কিন্তু হাল আমালের রাজনীতির অঙ্গনে এর সিকি ফোঁটাও দেখা যায় না। এখানে শুধু ভোগের বোঝার ভার বানাবার প্রতিযোগিতা চলছে। প্রজা পালনের বদলে প্রজা শোষণের কাজ হচ্ছে। মঙ্গলের সাধনায় যে শাশ্বত পরিবেশ থাকে শোষণের ক্ষেত্রে তার বিপরীত চিত্র। শোষণের স্রোতে শান্তি থাকে না। অশান্তির বাতাবরণ প্রজাদের কুরে কুরে খায়। প্রজার দুঃখে রাজা নামক নেতারা পুলক অনুভব করে জল্লাদের মতন। এ কাজে থাকে অহংকার ও ঔদ্ধত্যের দাপাদাপি।

বর্তমান প্রশাসকের দল ভোগের সাধনায় মগ্ন। দেশের সাধারণ মানুষ প্রশাসকদের কাছে ভোগ্য পর্যন্ত নামক খাদ্য। রাজত্বের সিংহাসনে বসার আগে বহু গালভরা প্রতিশ্রুতির টোপ দিয়ে আখমাড়াইয়ের কলের মতন কেবলই পিষে মারার তপস্যা করে চলেছে। 'যো লেতা হ্যায়! দেতা নেহি' এই আদর্শকে মাথায় রেখে নেতারা নিজেদেরকে লাসসেন্সপ্রাপ্ত চোর হিসাবে নিজেদেরকে জনতার সামনে প্রতিষ্ঠিত করে। জনতা সুযোগ পেলে এর প্রতিশোধ নেয়। কিন্তু প্রতিশোধ নেবার সুযোগ নেতারা দিতে চায় না। তাই ভোট প্রক্রিয়ায় চুরি জোচ্চুরির ঢল নামে।

পশ্চিমবঙ্গে কমিউনিস্ট শাসনে এই প্রক্রিয়ায় প্লাবন নামে। মানুষ সুস্থভাবে ভোট দিয়ে নেতা নির্বাচন করতে পারে নি। মানুষের ভোটে নেতারা নির্বাচিত হয় না। তাই

মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতা থাকে না। জোচ্চুরিবিদরাই হয়ে ওঠে নেতাদের নয়ন মণি, কিন্তু সুযোগ পেলে যে অহংকার ও ঔদ্ধত্যকে সমূলে উৎপাটিত করা যায় তা দেখিয়ে দিল দিল্লির নির্বাচন, দিল্লির নির্বাচনে কোনও রকম ফাঁকির নজির নেই। মানুষ নির্বিঘ্নে ভোট দিতে পেরেছে যা পশ্চিমবঙ্গে কোনওদিনই সম্ভব নয়। অবাধে ভোট হওয়ায় বিজেপির গণেশ উল্টে গেলেও নরেন্দ্র মোদি অবশ্যই দাবি করতে পারবেন যেই তিনি জনাদেশ মেনেছেন, মেনেছেন তাদের কাজকর্মে অহংকার ও ঔদ্ধত্য ছিল। কি ধরনের অহংকার ও ঔদ্ধত্য?

একক সংখ্যা গরিষ্ঠ পাওয়ায় বিরোধী দুর্বল। মোদি কাজের ভুল ত্রুটি সংশোধনের দিশা দেখাবার কেউ নেই। সারাজীবন বিজেপি–র কাজে বলি প্রদত্তের কর্মীরা ছিলেন পরিত্যাজ্য। বাইরে থেকে ধার করে বসন্তের কোকিলদের চিরদিনের সুখে দুখের অক্লান্ত কর্মীদের মাথার উপরে বসিয়ে দেওয়ায় ওই ভারাক্রান্ত মাথারা আর সোজা হয়ে দাঁড়াতে না পেরে ঝড়ে পড়েছে। আম আদমির কর্ণধার কেজরিওয়াল প্রথম দিকে মুখ্যমন্ত্রীর পদ পেয়েও রাজত্ব করতে পারেননি।

এই বেদনার সুর তিনি দিল্লির প্রতিটি ভোটারদের দরবারে ছড়িয়ে দিয়েছেন। অপরদিকে নরেন্দ্র মোদি মহা আড়ম্বরে ঔদ্ধত্যের ঝাঁঝ মেশানো টনিক সেবন করিয়েছেন। তার ফল ঝাড়ুর জয় জয়কার।

নরেন্দ্র মোদির ব্যামো পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি কান্ডারী রাহুল সিনহাকে গ্রাস করেছে। ইনিও বহুদিনের পুরনো কর্মীদের কেবলই অবজ্ঞা করে চলেছেন। বিজেপি বিরোধী মানুষদের ধরে ধরে এনে একদম শীর্ষস্থানে বসিয়ে দিয়েছেন। এতে স্বাভাবিক গোষ্ঠী দ্বন্দ্বে যে অবক্ষয় হচ্ছে পর্দার আড়ালে তা দেখার কথা রাহুলের নেই। বরং মুখ্যমন্ত্রী হবার কল্পনায় ঔদ্ধত্য আর অহংকারের প্লাবনে তিনি নিমগ্ন। এ ব্যাপারে প্রশ্ন করলে তাঁর স্রেফ জবাব—এতকাল কোনও ঘাস ছিড়েছে? দরকার হলে পুরনোরা চলে যাক নতুনরা আসুক।

বয়স্ক ও প্রবীণ বিজেপি সদস্য যারা মনে প্রাণে বিজেপিকে নিখাদ ভালোবাসে তারা সবাই অসন্তুষ্ট। উল্লেখযোগ্য সিপিএমের ভিতর এক রোগ সংক্রামিত হওয়ায় সে পার্টি জাহান্নামের দোরগোড়ায় চলে গিয়েছে। মমতাও সে পথে চলছে, রাজনীতিতে ভাল মানুষের ঠাঁই নেই। সর্বত্রই যেন চোরদের জয়। মানুষ এদের চায় না, তারা চায় সৎ মানুষ। ঔদ্ধত্যহীন, নিরহঙ্কারী নেতার বড় অভাব।

শিক্ষিত কে জয়ী করানোর মধ্যে যে আশার সামান্য শিক্ষার আলোক পেয়ে দৌড়ে ছুটে গেছে ভোটাররা। মোদির সাফল্যতে সেই একই আকাঙ্খা কাজ করেছে। কিন্তু রাজত্ব লাভ করে সুপ্রাচীন হিন্দু রাজাদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রজা মঙ্গলের কাজে নিয়োজিত না হলে তারাও নিশ্চিহ্ন হবেই হবে! প্রাচীন হিন্দুদের ত্যাগের পথটা আসল পথ!

গরিবির অন্ধকার ঢাকল দ্বৈপায়নের দীপে

সামিম হোসেন, ডায়মন্ড হারবার: কোনও দিন আধপেটা। আবার কোনও দিন দানাপানিটুকু পেটে পড়ত না দ্বৈপায়নের। পাড়ায় পাড়ায় মাছ বিক্রেতা বাবা সহদেব প্রামাণিকের উপার্জনের ওপর তাকিয়ে থাকতে হত দ্বৈপায়ন সহ পরিবারের সদস্যদের। এভাবেই কেটেছে দ্বৈপায়নের ছোটবেলা। শুক্রবারের সকাল বছর ষোলর দ্বৈপায়নের কাছে নিয়ে এল এক নতুন বার্তা। এবারের মাধ্যমিকে সবকটি বিষয়ে লেটার নিয়ে ৯৩ শতাংশের বেশি নম্বর পেয়েছে দ্বৈপায়ন। তাঁর প্রাপ্ত নম্বর ৬৫৩। উচ্চমাধ্যমিকে বিজ্ঞান বিভাগে পড়াশুনো করতে চায় দ্বৈপায়ন। এরপর জয়েন্ট এন্ট্রান্স দিয়ে তাঁর লক্ষ্য ডাক্তার হওয়া।

দক্ষিণ ২৪ পরগনার পাথরপ্রতিমার আনন্দলাল আদর্শ বিদ্যালয়ের ছাত্র দ্বৈপায়ন। পঞ্চম শ্রেণি থেকে ওই স্কুলে পড়াশুনা করছে সে। বাড়ি সুন্দরবনের প্রত্যন্ত গ্রাম মাধবনগরের বিধান পাড়ায়। পাঁচ ভাইবোনের মধ্যে চতুর্থ দ্বৈপায়ন। জীবনের প্রথম বড় পরীক্ষার প্রস্তুতিতে কোনও গৃহশিক্ষক না থাকায় স্কুলের শিক্ষক–শিক্ষিকারাই সাহায্য করতেন দ্বৈপায়নকে। এমনকি রোজ নিয়ম করে ৪–৫ ঘন্টা পড়াশুনো করত বাড়িতে। দ্বৈপায়ন জানায়, 'পরীক্ষা ভালোই দিয়েছিলাম। কিন্তু রেজাল্ট এত ভালো হবে ভাবতে পারিনি। ডাক্তার হওয়ার ইচ্ছে রয়েছে। বাবা পাড়ায় পাড়ায় মাছ বিক্রি করে এতদিন আমার পড়াশুনোর খরচ জুগিয়েছেন। বাবা বলেছেন সংসার চালিয়ে আমার পড়াশুনোর খরচ টানা সম্ভব নয়। বড় দাদা বেকার। ছোট বোন এখনও পড়াশুনো করছে। এখন আমার কি হবে জানি না।' ছিটেবেড়ার মাটির দেওয়াল ও টালির ছাউনির এক চিলতে বাড়িতে বাস প্রামাণিক পরিবারের। পরিবারের সকলের কথা ভেবে দু'পয়সা আয়ের জন্য রোজ সকালে প্রায় তিন কিলোমিটার পায়ে হেঁটে পাথরপ্রতিমা বাজারে মাছ কেনেন সহদেববাবু। এরপর মাছের ঝাঁকা মাথায় নিয়ে পায়ে হেঁটে এলাকায় ঘুরে ঘুরে মাছ বিক্রি। গত কয়েকবছর ধরে সহদেববাবু যেটুকু টাকা সঞ্চয় করেছিলেন তা বড় দুই মেয়ের বিয়ে দিতেই ফুরিয়ে গিয়েছে। সহদেববাবু জানান, 'মহাজনদের কাছে ধারে মাছ কিনে বিক্রি করি। লাভের কয়েকশো টাকায় কোনরকমে টেনে টুনে সংসারটা চলে। আর্থিক অনটনে বড় ছেলেকে পড়াতে পারিনি। আজিজুল তো তবু এতদূর এসেছে। বাকি আরও একটা মেয়ে আছে। সকলের মুখে খাবার তো জোগান দিতে হবে। জানি না আর দ্বৈপায়নের পড়াশুনোর খরচ জোগাতে পারব কি না। যদি কোনও সহৃদয় ব্যক্তি দ্বৈপায়নের পাশে এসে দাঁড়ায় তাহলে হয়তো সে নিজের লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবে।' অন্যদিকে ছেলের স্বপ্নপূরণের ঘোর ধোঁয়াশার কথা ভাবতে ভাবতে ডুকরে কেঁদে ওঠেন দ্বৈপায়নের মা। তিনি বলেন, 'আমি পড়াশুনা জানি না। আমার খুব ইচ্ছে দ্বৈপায়ন পড়াশুনা করে বড় হোক।'

স্বপ্ন পূরণ অভাবী সুরজিতের

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুঁচুড়া : বাংলা ও ইংরাজি বাদে সমস্ত বিষয়ে ভাল মার্কস নিয়ে মাধ্যমিক পাশ করে সবাইকে চমকে দিয়েছে চন্দননগর চাঁদনি বেনেপুকুর এলাকার বাসিন্দা সুরজিৎ দাস। দুঃস্থ এবং অভাবি পরিবারের ছাত্রের এই রেজাল্টে তার প্রতিবেশি থেকে বিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং বন্ধুরাও খুশি। অথচ অভাবী বাবা কাশীনাথ দাসের সাতজনের সংসার চালাতে প্রচন্ড অসুবিধার মধ্যে পড়তে হচ্ছে। চন্দননগরে ডাঃ শীতল প্রসাদ ঘোষ আদর্শ বিদ্যালয় থেকে পরীক্ষা দিয়ে সুরজিৎ পেয়েছে ২১৭। বাবা কাশীনাথের স্বর্ণ ব্যবসার দোকান রয়েছে। দোকান সেরকম চলে না। ইটের দেওয়াল টালির চালার ছোট ঘরে ঠাসাঠাসি করে বসবাস করেন সাতজন। বাবা–মা, ভাই আর ঠাকুরমা রয়েছেন সুরজিতের। বড় ভাই অভিজিৎ সামনের বছর উচ্চমাধ্যমিক দেবে। দিদির সিঙ্গুরে বিয়ে হয়েছে। দুই ভাইয়ের পড়ার খরচ চালানো প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। কাশীনাথ দাসের পক্ষে। স্ত্রী নমিতা দাস বলেন, ছেলেদের খাতা বই এবং প্রাইভেট টিউটরের খরচই জোগাড় করা প্রায় দুঃসাধ্য। সুরজিৎ ৩৫ শতাংশের উপর নম্বর পেয়ে মাধ্যমিক পাশ করেছে। সায়েন্স গ্রুপে একজন ও ইংরাজিতে একজন গৃহশিক্ষক ছিলেন। তাও অনিয়মিত। সুরজিৎ উচ্চ মাধ্যমিকে আর্টস নিয়ে পড়বে। জয়েন্ট দেবে। অনেক খরচ। কোথায় পাব আমি কোনও সহৃদয় ব্যক্তি সামান্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে না দিয়ে আমার পক্ষে পূরণ করা অবাস্তব ছাড়া আর কিছু নয়।

মাধ্যমিকে মেধা তালিকায় সম্ভাব্য দ্বিতীয় অর্চিষ্মান

মলয় সুর

আর পাঁচটা সাধারণ দিনের মতো সকালে ঘুম থেকে উঠেছিল সে। এদিনের সকাল এত চোখ ধাঁধানো অন্যরকম হবে তা স্বপ্নেও ভাবেনি মাধ্যমিকে রাজ্যের মধ্যে সম্ভাব্য দ্বিতীয় চুঁচুড়ার হুগলি কলেজিয়েট স্কুলের ছাত্র অর্চিষ্মান পাণিগ্রাহী। টিভিতে নাম ঘোষণার কয়েক মিনিটের মধ্যেই সংবাদ মাধ্যমের হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। মুহূর্তের মধ্যে এলাকায় অর্চিষ্মান তারকা হয়ে উঠেছে। শুধু সংবাদমাধ্যম নয় পাড়া প্রতিবেশিও বাড়িতে ভিড় জমিয়েছেন। সে প্রথম শ্রেণি থেকে এই হুগলি কলেজিয়েট স্কুলের ছাত্র। অর্চিষ্মান বলেন প্রথম দিকে সাত–আট ঘন্টা করে পড়তাম। কিন্তু টেস্টের পর সময়টা বাড়িয়ে ৯ ঘন্টা করে দিই। পাঠ্য বই খুঁটিয়ে পড়েছি। সঙ্গে একাধিক রেফারেন্স বইয়ের সাহায্য নিয়ে পড়েছি। এই সাফল্যের নেপথ্যে বাবা–মার পাশাপাশি স্কুলের শিক্ষকদের অবদান বিরাট। তাঁর তিনটি গৃহশিক্ষক ছিল অঙ্ক, ইংরাজি ও জীবনবিজ্ঞান। যদিও জীবন বিজ্ঞানের শিক্ষকের কাছে বিভিন্ন গঠনমূলক প্রশ্নের পরীক্ষা দিত। তাদের আদি বাড়ি পূর্ব মেদিনীপুরের দীঘা ও কাঁথির মাঝখানে রামনগরে। বর্তমানে চুঁচুড়া ধরমপুরে বেশ কয়েকবছর ধরে বাড়ি কিনে রয়েছেন।

তারা দুই ভাই, যার মধ্যে অর্চিষ্মান বড়। তার ছোট ভাই অভিজ্ঞান ওই স্কুলের পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ে। বাবা অর্ঘ্য পাণিগ্রাহী কর্মসূত্রে কোচ বিহারে থাকেন। সেখানে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথশীল মহাবিদ্যালয়ে ফিজিওলজির অধ্যাপক। মা কজলী পাণিগ্রাহী বর্ধমান জামালপুরে একটি শারীর শিক্ষার শিক্ষিকা। অর্চিষ্মানের ইচ্ছা কলেজিয়েট স্কুলে সায়েন্স নিয়ে পড়বে। পড়াশোনায় সে বরাবরই ভাল। অর্চিষ্মানের প্রাপ্ত নম্বর ৬৮৩, সে বাংলায় ৯৫, ইংরাজিতে ৯৬, অঙ্কে ১০০, ভৌতবিজ্ঞানে ১০০, জীবনবিজ্ঞানে ৯৯, ভূগোলে ৯৬, ইতিহাসে ৯৭ পেয়েছে।

মাধ্যমিকে নবম ঋতের প্রিয় ফুটবল

নিজস্ব প্রতিনিধি : এবারে রাজ্যে মেধা তালিকায় সম্ভাব্য নবম হুগলি কলেজিয়েট স্কুলের ছাত্র ঋত সাঁতরা। তাঁর প্রাপ্ত নম্বর ৬৭৫ পেয়ে সবার নজর কেড়েছে। চুঁচুড়া স্টেশন রোডে বঙ্কিম কাননে উদিত অ্যাপার্টমেন্টে দ্বিতীয় তলায় থাকে। সে বাংলায় ৯০, ইংরাজি ৯০, জীবনবিজ্ঞান ১০০, অঙ্ক ১০০, পদার্থবিজ্ঞান ১০০, ইতিহাস ৯৭, ভূগোল ৯৮ পেয়েছে। ঋতের মোট ৭টি বিষয়ে গৃহশিক্ষক ছিল। এছাড়া স্কুলের শিক্ষকরা তাকে সহায়তা করেছেন। বরাবরই ঋত পড়াশোনা করেছে নিজের মতো। তাঁর বাধাধরা কোনও নিয়ম ছিল না। তবে পরীক্ষার সময় সে প্রতিদিন পড়েছে ৬–৭ ঘন্টা। তাঁর বাবা ডক্টর চাঁদ কুমার সাঁতরা চুঁচুড়া ধান্য গবেষণাকেন্দ্রে কৃষি গবেষক। তাদের আদি বাড়ি হুগলির মশাটে। চাঁদবাবু চাকরিসূত্রে চুঁচুড়ায় ২০০৭ সাল থেকে ফ্ল্যাটে থাকেন। মা রুনা সাঁতরা চৌধুরী গৃহবধূ। মাধ্যমিকের টেস্ট পরীক্ষার পর থেকেই সে পড়াশোনায় আরও গভীরভাবে মনোনিবেশ করে। প্রথম থেকেই তাঁর লক্ষ্য ছিল জীবনের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষায় ভালো ফল করতে হবে। পাঠ্যবই ভালো করে খুঁটিয়ে পড়ার সঙ্গে একাধিক রেফারেন্স বই বা নতুন ধরনের অঙ্ক কষা এ সবই আগ্রহের সঙ্গে করতো। ঋত বলেন, স্ট্যান্ড করব বা এতটা ভাল ফল হবে ভাবতে পারিনি। বাবা–মায়ের একমাত্র সন্তান ঋত। সে প্রথম থেকেই এই স্কুলে পড়ছে। এমনকি কলেজিয়েট স্কুলেই সায়েন্স নিয়ে পড়বে। তার প্রিয় খেলা ফুটবল। এত কিছুর পরে ওকে সময় বার করে পাড়ার যুব সংঘের মাঠে গিয়ে নিয়মিত ফুটবল খেলত। তার প্রিয় খেলোয়াড় মেসি। এমন কি বাড়ির পরিবেশে সে মোহনবাগান অন্ত প্রাণ। ভবিষ্যতে সে রসায়ন নিয়ে রিসার্চ করতে চায়। এক সময় টেবল টেনিস খেলত। ফুটবল খেলার পাশাপাশি অবসর সময়ে বই পড়তে ভাল লাগে। তার প্রিয় লেখক শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা গোয়েন্দা কাহিনী ব্যোমকেশ। সে প্রতিবছর কলকাতা বইমেলা, চন্দননগর বইমেলা গিয়ে প্রচুর নতুন বই কেনার আগ্রহ রয়েছে। তার এই রেজাল্ট হওয়ার জন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ফোনে এদিন তার সঙ্গে সরাসরি কথা বলেন ও শুভেচ্ছা ভালবাসা দেন। এই কারণে আগামী ৬ জুন কলকাতা টাউন হলে মাধ্যমিক মেধা তালিকায় থাকা দশম স্থানাধিকারীদের রাজ্য সরকার সংবর্ধিত করবেন। তাই তাদের ঘরে এখন প্রাণ খুলে খুশির বাতাবরণ চলছে।

আর্থিক কষ্টকে উপেক্ষা করে কৃতী অভ্রদীপ

নিজস্ব প্রতিনিধি : মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৪৯ শতাংশ নম্বর পেয়েও উচ্চ মাধ্যমিকে ভরতি হচ্ছে দিল্লি রোডের কাছে সুগন্ধা হাইস্কুলে। চুঁচুড়া জ্যোতিষ চন্দ্র বিদ্যাপীঠ স্কুলের কৃতি ছাত্র অভ্রদীপ দাস। চুঁচুড়া ফার্ম রোডে বিধান ভবন পল্লীর বাসিন্দা। পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত জ্যোতিষচন্দ্র স্কুলে পড়াশুনা করেছে। এমনিতেই তার পরিবারের পক্ষ থেকে পড়াশুনার খরচ চালানো খুবই কষ্টকর। তার উপর সংসার চালানো দায় হয়ে উঠে। অন্যদিকে উচ্চ মাধ্যমিকে পড়ার খরচ অনেক। অভ্রদীপ যেভাবে আর্থিক কষ্টের মধ্যে পড়াশুনা করেছে তা ভাবলে কষ্ট হয়। তার মা মমতা দাস একজন স্বাস্থ্যকর্মী। বাবা অরুণ দাস জ্যোতিষ চর্চা করেন। মোট তিনজনের ভরন পোষণ করতে বর্তমান বাজারে হিমশিম খেতে হয়। অভ্রদীপ বলে, এই সীমিত আয়ে এখনও আমাদের দু'বেলা খাবারের জোগান সহ সমস্ত দায়ভার মা চালিয়ে যাচ্ছেন। মূলত পরিবারের আর্থিক অস্বচ্ছলতার কারণেই মাত্র দুটি গৃহশিক্ষক ছিল। স্কুলের শিক্ষকদের পড়ানোই মন দিয়ে সে শুনেছে। স্কুলের প্রধান শিক্ষক নন্দদুলাল বিশ্বাস বলেন, পড়াশোনার প্রতি একাগ্রতাই অভ্রদীপকে সফল করেছে। স্কুলে মন দিয়ে পড়াশোনা করলে গৃহশিক্ষক ছাড়াও যে সফল হওয়া যায় ওর মাধ্যমিকের ফল সেটাই প্রমাণ করল।

অভ্রদীপের প্রাপ্ত নম্বর ৩৪৩। সে বাংলায় ৬৬, ইংরাজি ৬০, জীবনবিজ্ঞান ৫১, পদার্থবিজ্ঞান ৪২, অঙ্ক ২৫, ভূগোল ৫১, ইতিহাসে ৪৬ পেয়েছে। ভবিষ্যতে চাকরি করে মায়ের মুখে হাসি ফোটানো। তাই দারিদ্রতা সত্ত্বেও পড়াশুনা চালিয়ে যেতে চায়। যৎসামান্য আয়ে চলে সংসার। উচ্চ মাধ্যমিকের বইপত্র জোগাড় করার চিন্তা কুরে কুরে খাচ্ছে।

এদিকে মাধ্যমিকের জন্য গৃহশিক্ষক অবশ্যই দরকার।এই অবস্থায় কোনও স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন যদি ছেলের পাশে দাঁড়ায়। তাহলে ওর স্বপ্ন পূরণ হতে পারে।

দুর্বিষহ গরম, ধেয়ে আসছে অভিশাপ

প্রথম পাতার পর

তখন ওই নিম্নচাপ অঞ্চল বাইরের নিচের দিকে বাতাসকে প্রচন্ডভাবে নিজ কেন্দ্রের দিকে শুষে টেনে নিতে থাকে। আগেই বলা হয়েছে উত্তরের ৩ দিকে পাহাড়ের পাঁচিল, যা বৃষ্টি করতে পারে এমন মেঘওয়ালা নীচের দিকের বাতাসকে (৩০০০ মি. পর্যন্ত) উত্তর থেকে আসতে দেয় না। অবশ্য উত্তরে বাতাস স্থল থেকে আসার জন্য শুকনো ও বৃষ্টি করার ক্ষমতা হীন। এ অবস্থায় পুরো শোষণের টানে দক্ষিণ থেকে সামুদ্রিক বাতাস (ভারত মহাসাগর, বঙ্গোপসাগর ও আরব সাগর থেকে) হুড়মুড় করে ঢুকে উপকূল পার হয়ে দেশের মধ্য দিয়ে মরুভূমির ওপরের নিম্নচাপ কেন্দ্রের দিকে ছুটতে থাকে। পৃথিবীর ঘূর্ণনের জন্য এই বাতাস দক্ষিণের পরিবর্তে দক্ষিণ–পশ্চিম দিক থেকে ঢোকে। একেই আমরা বলি 'মৌসুমী' বায়ু। সুতরাং, মৌসুমী বায়র গ্রহগত (Planetary) নিয়মের ফল নয়, তার ব্যতিক্রম। এটি ভারত উপমহাদেশের ওপর হিমালয় ও মরুভূমির দক্ষিণা, প্রকৃতির অকৃপণ আশীর্বাদ। দধিচির মত নিজের উৎপাদিকা শক্তিকে বিলুপ্ত করে এই মরুভূমি ভারত উপমহাদেশকে করেছে উৎপাদনময় শস্য–শ্যামলা।

এই মরুভূমি যত রসহীন বালুকাময়, বৃষ্টিহীন ও উদ্ভিদ ছায়াহীন অনাবৃত থাকবে, ততই প্রখর গ্রীষ্মে তার উত্তাপের তীব্রতা বাড়বে, গভীরতর হবে নিম্নচাপের গঠন এবং প্রচণ্ডতর হবে তার দক্ষিণের মৌসুমী বায়ুকে টেনে আনার ক্ষমতা। ততই ভারতের জনবহুল বৃহত্তর অংশ বর্ষার পুণ্যধারায় স্নান করে হয়ে উঠবে শস্য শ্যামলা। আসুন আমরা উঠে পড়ে এই মরুভূমিকে উত্তরোত্তর সেচের জলে ভিজিয়ে তুলি, তাকে কৃত্রিমভাবে করে তুমি শস্য সম্ভাব্য, ঢেকে ফেলি তার রুক্ষ ঝরঝরে বালুকাময় দেহকে বৃক্ষ ও ফসলের স্নিগ্ধ শ্যামল ছায়ায়। তখন আর মধ্য গ্রীষ্মে বাংলার ব–দ্বীপ ও রাজস্থান–সিন্ধু অঞ্চলের মধ্যে থাকবে না কোনও উত্তাপের তারতম্য, হবে না তেমনভাবে নিম্নচাপের সৃষ্টি, চলবে না জোরের সঙ্গে দক্ষিণের মৌসুমী বাতাসকে, আসবে না প্রাণজুড়ানোভাবে 'ঝেঁপে বৃষ্টি'। 'ধান মেপে' দেবার আশ্বাস বাজবেনা ছোটদের গানে। চারিদিকে উঠবে শুধু হতাশ্বাস–খরা! খরা! খরা!' ভারতের বুকে চলে আসবে শুধু ঘাস আর ঘাস—গ্রহগত নিয়মের 'সাভানা' তৃণভূমি। ক্রমশ হারাবো আমরা ব্যতিক্রমের অমৃত সিঞ্চন—মৌসুমীর স্নিগ্ধধারা। মরুর লুপ্তির মধ্য দিয়ে হবে মৌসুমীর অপমৃত্যু। ভবিষ্যৎ বংশধরদের অভিশাপ হবে চিরস্থায়ী।

সম্পাদকের সংযোজন : প্রায় তিনবছর হল অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় প্রয়াত হয়েছেন। তাঁর এই লেখা আলিপুর বার্তায় প্রকাশিত হয়১৯৮৩ সালের জুলাই ও ১৯৮৭ সালের মে মাসে। ২৫–৩০ বছর আগের লেখাগুলি পড়লে মনে হবে বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে আবহাওয়ার বিশ্লেষণ। লেখাগুলি আজও সমান প্রাসঙ্গিক ও সময়োপযোগী। উল্লেখ্য, কেন আমাদের আবহাওয়া পাল্টে যাচ্ছে, কেন মৌসুমীর অপমৃত্যু ঘটেছে তা নিয়ে গবেষণাধর্মী অসংখ্য লেখা প্রকাশিত হয়েছে আলিপুর বার্তার পাতায় দুঃখের বিষয় ভারত সরকারের গোঁ পরিস্থিতি পাল্টাতে পারে নি। পাত্তা দেয়নি অধ্যাপকের গবেষণাকে। বরং যাঁরা এ নিয়ে উদ্যোগ নিয়েছিলেন তাদেরকে থামিয়ে দেওয়া হয়েছে। তখনও অবস্থা অতটা খারাপ হয় নি। কিন্তু সরকারের ভ্রান্ত পরিকল্পনার জেদ আজ অভিশাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে ভবিষ্যত প্রজন্মের কাছে। এর পরেও অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়ের আরো কিছু লেখা আপনাদের কাছে পুনঃপ্রকাশ করার ইচ্ছা রইল।

নয়া প্রশ্ন কাঠামোতেই পাশের হারে বাজিমাৎ উচ্চমাধ্যমিকে

প্রথম পাতার পর

মেধা তালিকায় দশম স্থানে দু'জন ছাত্রী যাদবপুর বিদ্যাপীঠের ছাত্রী গড়িয়ার সবুজ পল্লীর কলাবিভাগের নীলাশা ঘোষ (৪৮১) ও হুগলির চুঁচুড়া বালিকা বিদ্যামন্দিরের সুভদ্রা চক্রবর্তী (৪৮১) এবারের ফলাফলের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল কোনও অসম্পূর্ণ ফলাফল না থাকা। অধ্যাপিকা মহুয়া দাস এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, 'আগামী বছর অর্থাৎ ২০১৬ সালের উচ্চমাধ্যমিক (পুরাতন ও নতুন সিলেবাস)পরীক্ষার প্রোগ্রাম চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। মধ্যশিক্ষা পর্ষদের মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রোগ্রামের সঙ্গে যেহেতু উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার প্রোগ্রামের সম্পর্ক রয়েছে এজন্য মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রোগ্রাম প্রকাশিত হলেই আমরা সঙ্গে সঙ্গে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার প্রোগ্রাম প্রকাশ করব। বিস্তারিত প্রোগ্রাম সংসদের ওয়েব সাইট (wbchse.nic.in)–এও তুলে দেওয়া হবে।

গ্রেড	২০১৫	২০১৪
'ও' গ্রেড পেয়েছে (অর্থাৎ ৯০–১০০ শতাংশ)	২,৭১০ জন	৭১০ জন
'এ+' গ্রেড পেয়েছে (অর্থাৎ ৮০–৮৯ শতাংশ)	৩১,৫২১ জন	১২,০০৩ জন
'এ' গ্রেড পেয়েছে (অর্থাৎ ৭০–৭৯ শতাংশ)	৮০,৩২৬ জন	৩৯,৪০৩ জন
'বি+' গ্রেড পেয়েছে (অর্থাৎ ৬০–৬৯ শতাংশ)	১,২০,৭০৩ জন	৬৪,২৫২ জন
'বি' গ্রেড পেয়েছে (অর্থাৎ ৫০–৫৯ শতাংশ)	১,৬৬, ৮৫০ জন	৯৪,৮৪৮ জন
'সি' গ্রেড পেয়েছে (অর্থাৎ ৪০–৪৯ শতাংশ)	১,৪০,০১৫ জন	১,২৪,৬৯৭ জন
'পি' গ্রেড পেয়েছে (অর্থাৎ ৩০–৩৯ শতাংশ)	৩,৭১৯ জন	১,৭৩,২৪৩ জন

মহামায়াতলার নতুন মুখ নমিতা দাস কাউন্সিলর হলেন

অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার : রাজপুর সোনারপুর পুরসভার ২৮ নং ওয়ার্ডের নমিতা দাস গড়িয়া মহামায়াতলা থেকে জয়ী হয়ে কাউন্সিলর পদে শপথ পাঠ করলেন। নমিতা দেবীর পরিবারের সদস্যরা বহু দিন ধরে কংগ্রেস করতেন। সেই রাজনৈতিক আবহে তিনি বড় হয়ে উঠেছেন। যখন তৃণমূল কংগ্রেস গঠিত হয়, তখন থেকে তার দাদা, গোপাল দাস, তৃণমূলের সঙ্গে যুক্ত হয়। পরবর্তীকালে গোপাল বাবুকে নরেন্দ্রপুর তৃণমূল কংগ্রেসের টাউন সভাপতি করা হয়। সাতটি ওয়ার্ড নিয়ে নরেন্দ্রপুর টাউন তৃণমূল কংগ্রেস। নমিতা দেবীর রাজনীতিতে হাতে খড়ি হয় তার দাদার মাধ্যমে। এলাকার উন্নয়নের কথা বলতে গেলে নমিতা দেবী বলেন, এর আগে নীলু নস্কর ছিলেন তৃণমূলের কাউন্সিলর। ওয়ার্ড কমিটির সঙ্গে তার কোনও দিনই বনিবনা ছিল না। নিলু একা যা বলবেন বা করবেন সেটা সবাইকে মেনে চলতে হবে।

এই ভাবে যতই দিন গড়ায়, ওয়ার্ড কমিটির সভাপতি ও সদস্যদের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়। শুধু তাই নয়, পুরসভায় কাউন্সিলরদের অফিস থাকা সত্ত্বেও সেখানে অভিযোগের পর অভিযোগ, পৌঁছাতে আরম্ভ করলো শীর্ষ নেতৃত্বদের কাছে। সেই কারণে এবার নিলুকে টিকিট না দিয়ে নমিতা দাসকে টিকিট দিয়ে প্রার্থী করানো হল। নমিতা বলেন, উন্নয়নের কাজে অসীম অবদান আছে গোপাল দাসের। এলাকার মানুষ গোপালবাবুকে বেশি শ্রদ্ধা করেন, তাঁর কাজের দৌলতে আমি জয়ী হয়েছি।

সাতগাছিয়া–বজবজ : ম্যাজিক অটো চালু না হওয়ায় হতাশ এলাকাবাসী

কুনাল মালিক, আলিপুর : দক্ষিণ শহরতলির সাতগাছিয়া ও বজবজ বিধানসভা এলাকার প্রত্যন্ত কিছু এলাকা থেকে বজবজ স্টেশন অথবা কলকাতা যাওয়ার পরিবহন সমস্যায় এলাকার মানুষ নাজেহাল। স্থানীয়দের দাবি মেনে বর্তমান মা–মাটি মানুষের সরকার কয়েকমাস আগে সাতগাছিয়া বিধানসভার বুড়ুল থেকে বজবজ স্টেশন পর্যন্ত দুটি রুটে ৩৫টি ম্যাজিক গাড়ির অনুমোদন দেয়। একটা রুট বুড়ুল থেকে হুগলি নদীর পাড় ধরে রায়পুর–ডোঙারিয়া–বিড়লাপুর হয়ে বজবজ স্টেশন যাবে। অন্যটি বুড়ুল থেকে বিশালাক্ষ্মীতলা–রানিয়া–সাতগাছিয়া বাওয়ালী হয়ে বজবজ স্টেশন যাবে। সরকারি এই রুট দুটি চালু হলে প্রত্যন্ত গ্রামের মানুষরা সরাসরি বজবজ স্টেশন হয়ে ট্রেন ধরে কলকাতা যেতে পারবে। তাছাড়া নিত্যযাত্রী ও স্কুল পড়ুয়াদেরও বিশেষ সুবিধা হবে।

কারণ এই সব রুটে অন্য কোনও সরাসরি পরিবহন ব্যবস্থা চালু নেই। তারও পর দক্ষিণ বাওয়ালী ট্রেকার স্ট্যান্ড থেকে যে তারাতলা পর্যন্ত সিটিসি বাস চলত, তাও বেশ কয়েকমাস পূর্বে বন্ধ হয়ে গিয়েছে। বাওয়ালী, সাতগাছিয়া, রানিয়া, কামরা, বুড়ুল এলাকার নিত্যযাত্রীরা দীর্ঘদিন ধরে পরিবহন সমস্যায় নাজেহাল। কিন্তু এতদিন পর সরকারি ভাবে রুট অনুমোদন হলেও ম্যাজিক অটো নানা কারণে চালু না হওয়ায় এলাকার মানুষ হতাশ। বজবজ এলাকার বিড়লাপুর, চড়িয়াল, আছিপুর থেকে যে অটোগুলো স্টেশনে যায়, তারা নতুন অনুমোদন হওয়া ম্যাজিক গাড়িকে স্টেশনে ঢুকতে বাধা দিচ্ছে বলে খবর। তৃণমূল পন্থী অটো ইউনিয়নের দাবি ম্যাজিক অটো স্টেশনে এলে ৫০০ অটো চালকের রুজি রোজগারে টান পড়বে।

বজবজ–২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি স্বপন রায় বলেন, বজবজের ওই অটো ইউনিয়নের দাবি ঠিক নয়। বুড়ুল থেকে যে দুটি রুট চালু হবে তারা ওই অটো রুটে কোনও প্রভাব ফেলবে না। তাছাড়া সাতগাছিয়া বজবজের কয়েক লক্ষ মানুষের নিত্য হয়রানির কথা ভেবে অবিলম্বে ম্যাজিক রুট চালু করা উচিত। বজবজ পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান গৌতম দাশগুপ্ত বলেন বিষয়টি নিয়ে আলোচনা চলছে। দুবার মিটিং হয়ে গিয়েছে। আশা করা যায় সমস্যা মিটে যাবে।

আতঙ্কিত নব দম্পতি

প্রথম পাতার পর

রাজ্যপালের দেখা না মিললেও দফতরের কর্মীদের কাছে একটি আবেদন করেছেন তাঁরা। দ্বারস্থ হয়েছেন হুগলির পুলিশ সুপারেরও। তানজিলার বাবা আফসার আলি বলেন, 'আমার মেয়েকে অপহরণ করা হয়েছে। বিয়ে করে থাকলে সামনে আসছে না কেন?' আরামবাগ থানার আই সি অলোক রঞ্জন মুন্সি বলেন, 'অভিযোগের ভিত্তিতে আমরা ছেলের বাড়িতে তল্লাশি চালাই। তানজিলা প্রাপ্ত বয়স্ক এবং নিজের ইচ্ছেয় বিয়ে করলে পুলিশের কাছে গোপন জবাববন্দী দিক। নব দম্পতির নিরাপত্তা দেবে পুলিশ।'

প্রসঙ্গত, রিজওয়ানুর রহমানের অস্বাভাবিক মৃত্যুর পর তার মা কিশওয়ার জাহান বলেছিলেন, 'মুঝে ইনসাফ চাহিয়ে'। এক্ষেত্রে তানজিলা দাবি করছেন আজাদি অর্থাৎ মুক্তির। বিবৃতির আড়ালে দুই নারী এখানে মিলেমিশে একাকার।

বিপর্যয় মোকাবিলায় কর্মশালা

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তী বিডিও অফিসের কনফারেন্স হলে বিপর্যয় মোকাবিলায় কর্মশালা হল। উপস্থিত ছিলেন সমস্ত বিডিও স্টাফ, পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য সদস্যা ও বিভিন্ন এনজিও প্রতিনিধি। মূল বক্তা বিডিও মহঃ কওসর আলি বলেন, ভূমিকম্প, ফায়ার, পানীয় জলতল হঠাৎ নেমে যাওয়া সবই প্রাকৃতিক বিপর্যয়। গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের ফোন নং রাখুন। বিপর্যয়ে মাথা ঠাণ্ডা রেখে এঁদের ফোন করুন। বিপর্যয়ের মূল কারণ খুঁজে বার করুন, বয়স্কদের থেকে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়

করুন। একটা বাক্সে টাকা, গহনা ও মূল কাগজপত্র ভরে রাখুন। যা আপনার প্রধান প্রয়োজনীয়। জয়েন্ট বিডিও নির্মল মণ্ডল, পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ তাপস মণ্ডল মানসিক ডিজাস্টারের কথা বলেন। বক্তব্য রাখেন প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক কান্তিলাল দেবনাথ। জয়গোপাল পুর গ্রামবিকাশ কেন্দ্রের বিপর্যয় মোকাবিলা প্রকল্পের অসীম করালী ও দিব্যেন্দু মণ্ডল বলেন যেখানে স্যালো বসানো হয়েছে সেখানে দ্রুত জলস্তর নেমে যাওয়ায় টিউবওয়েলে পানীয় জল পাওয়া যাচ্ছে না। ছিলেন কর্মাধ্যক্ষ দিলীপ নস্কর প্রমুখ।

গ্রীষ্মের রোগ থেকে রেহাইয়ের পরামর্শ

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক (হোমিও)

রোগকে সাধারণ দুই ভাগে ভাগ করা হয়। অ্যাকিউট ডিজিজ অবশ্যই স্বতন্ত্র ব্যাপার। বেশিরভাগ সময়েই দেখা যায় অ্যাকিউট বা তরুণ রোগগুলি। ঋতু পরিবর্তনের সাথে সাথে পর্যায়ক্রমে ঘুরেফিরে আসে।

গ্রীষ্মের সময় রোদের তাপ লেগে ও গরমে যে অসুখটি বেশি হয় তা হল সানস্ট্রোক। এতে মানুষের মৃত্যুও হতে পারে, তাই ছাতা ব্যবহার করা জরুরি যাতে শরীরে সরাসরি রোদ না লাগতে পারে। এক্ষেত্রে লক্ষণ অনুযায়ী Natrum-carb, Gelsimium, Belladona, Glonuoin প্রয়োগ করা যেতে পারে। তবে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ওষুধ খাওয়া উচিত।

এই সময় বেশি করে জল খাওয়া, ভালো করে স্নান করা অপরিহার্য, কাটা ফল, কোল্ড ড্রিঙ্ক, আইসক্রিম এড়িয়ে চলা বাঞ্ছনীয়। প্রখর রোদের তাপে ত্বক ঝলসে যায়। শরীরের খোলা অংশ যেমন মুখ, হাত বেশি আক্রান্ত হয়। একে 'সান ব্রান' বলে। Cantharis ওষুধটি এই রোগের বহুল ব্যবহৃত। গরমের উত্তাপে অনেক সময় জ্বর হয়। একে heat fever বলে। এই জ্বরে Belladona, Pyroginium ব্যবহার করা হয় এবং প্রয়োজনে রোগীকে বরফ জলে স্নান করানো যেতে পারে। গরমে পিপাসার দরুণ আমরা যত্রতত্র জল খেয়ে ফেলি যা অনেক সময় অপরিষ্কার থাকে। ফলে অনেকেই বমি পায়খানায় আক্রান্ত হয়। এক্ষেত্রে Ars abla, Zingiber ভালো কাজ করে। গরম কালে সেক্ষেত্রে Natrum-mur, Gelsimium, Belladona গ্রহণ করলে উপকার পাওয়া যাবে।

গরম থেকে ত্বকের নানা রোগ হয়। রোদ থেকে চোখকে বাঁচাতে হলে ভালো রোদ চশমা ব্যবহার করা উচিত। বারবার পরিষ্কার জলে চোখ ধুতে পারলে ভালো হয়। গ্রীষ্মে আর একটি রোগের উৎপত্তি হয় তা হল ঘামাচি। ঘর্মগ্রন্থি নালি অতিরিক্ত আর্দ্রতা ও গরমে বদ্ধ হয়ে এ রোগের সৃষ্টি করে। এই রোগ গ্রীষ্মকালে দেখা যায় এবং গরম কমলে

নিজে থেকেই ভালো হয়ে যায়। গ্রীষ্মকালে দেহ থেকে প্রচুর পরিমাণে ঘাম নিঃসরণ হতে থাকে। অতিরিক্ত নিঃসরণের ফলে ঘাম ঘর্মগ্রন্থিকে ফুটো করে ত্বকের নিচে এসে জমা হতে থাকে এবং সেই স্থান ফুলে ওঠে। সেই সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড চুলকানি, সামান্য জ্বালা ভাব ও খুব ছোট উদ্ভেদ এটাই মূলত ঘামাচি। ঘামাচি তিন ধরনের হয় যেন মিলিয়ারিয়া, ক্রিস্টালিনা, মিলিয়ারিয়া রুধরার এবং মিলিয়ারিয়া প্রোফাউন্ডা। প্রথমটির ক্ষেত্রে ঘর্মনালির মুখের অংশটি কালো হয় এবং এক্ষেত্রে ত্বক, দেখতে প্রায় স্বাভাবিক বলেই মনে হয় সাধারণত এক্ষেত্রে কোন উপসর্গই থাকে না। তবে কোনও কোনও ক্ষেত্রে উজ্জ্বল দানা স্বাভাবিক ত্বকের উপর হতে দেখা যায়। দ্বিতীয়টি অর্থাৎ মিলিয়ারিয়া রুবরার ত্বকের উপর ছোট ছোট অসংখ্য গোটা দেখা যায়। সেই গোটার মাথায় জলের দানা থাকতে পারে, আবার নাও থাকতে পারে। যা লালচে ত্বকের উপর হতে দেখা যাবে এবং সেই সঙ্গে থাকবে প্রচণ্ড চুলকানি। মূলত শরীরের মূল অংশ ও ঘাড়ে বেশি তে দেখা যায়। তৃতীয়টি অর্থাৎ মিলিয়ারিয়া প্রেফাউন্ডার ক্ষেত্রে ঘর্মনালির বন্ধতামূলক ত্বকের বহিঃত্বক ও অন্তঃত্বকের মিলনস্থানে দেখা যায়। অর্থাৎ ত্বকের অনেক গভীরে। কাজেই ত্বক দেখাতে অনেকটা স্বাভাবিক ধরনের মনে হয় এবং এক্ষেত্রে এই দানা বা গোটা মূলত দেহের মূল অংশ এবং হাতে ও পায়ে হতে দেখা যায়। এই তিন ধরনের মধ্যে মিলিয়ারিয়া রুবরার সবচেয়ে বেশি হয়। এই রোগটি গরম কালে হয় বলে তাকে Heat Rash বলা হয়ে থাকে। গরম ও স্যাতসেঁতে আবহাওয়া ওই রোগ বেশি হয় এবং গরম কালে ঘাম গায়ে যাঁরা তেল মাখেন তাঁদের এই রোগ বেশি হয়।

চিকিৎসা— মূল চিকিৎসা হলো গরম আবহাওয়ার পরির্বতন ঘটিয়ে ঠান্ডা পরিবেশে যেতে হবে।

প্রয়োজনে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করলে উপকার পাওয়া যাবে Syzigium একটি প্রসিদ্ধ ওষুধ ঘামাচির ক্ষেত্রে আমি ব্যবহার করে সুফল পেয়েছি। এছাড়া artim crud, Mere-sol, Rhus Tox ভাল কাজ দেয় গ্রীষ্মকালীন ফোঁড়ার ক্ষেত্রে Amica, Sulphur, Kali Carb প্রভৃতি ওষুধ ব্যবহার করে ভাল ফল পাওয়া। চিকিৎসক তাঁর অভিজ্ঞতার আলোকে ওষুধের শক্তি নির্বাচন করে থাকেন।

গ্রীষ্মের আরো একটি উৎপাত অতিরিক্ত ঘাম :

হাত ও পায়ের তালু সহ শরীর থেকে অল্প পরিমান ঘাম হওয়া স্বাভাবিক দৈহিক ক্রিয়া। কিন্তু তা যদি অধিক পরিমাণে হয় তা থেকে যদি দুর্গন্ধ বের হয় তবে তাকে বলা হয় Hyperhydrosis। সারা শরীরে হতে পারে, লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন অনেকেরস শুধু হাত কিংবা হাত ও পা একত্রে অধিক পরিমাণে ঘামে এবং কখনও কখনও দুর্গন্ধ হয় এরোগ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ও আবেগচালিত ব্যক্তিদেরই বেশি হয়। এছাড়া স্পাইশি ফুড, টমেটো, সস, চকলেট, চা-কফি এবং গরম স্যুপ খেলে অতিরিক্ত ঘাম হতে পারে। এক্ষেত্রে কপালে, ওপরের ঠোঁটে ঠোঁটের আশ পাশে এমনকি বুকের মধ্যিখানে অধিক মাত্রায় ঘাম শুরু হতে দেখা যায়। খাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই এ ধরনের অতিরিক্ত ঘাম হওয়াকে বলা হয় Gustatary Hiperhydrosis। এক্ষেত্রে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী Siliceia 200 খেলে উপকার পাওয়া যায়।

ঘাম না হলে কী করবেন :

ঘাম না হওয়াকে ঘামরোধ বলা হয়। বিভিন্ন কারণে এই রোগ হতে পারে। যেমন জন্মগতভাবে যদি ঘর্মগ্রন্থি অনুপস্থিত থাকে কিংবা স্নায়ুতন্ত্র আঘাত প্রাপ্ত হয়ে অনুভূতি ক্ষমতা কমে যায়। অথবা কোনও ওষুধের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ায় ঘর্মগ্রন্থি ধ্বংস প্রাপ্ত হলে, লোমকূপের মধ্যে অধিক পরিমাণে ময়লা জমলে এই অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে। এক্ষেত্রে মলম ব্যবহারের পাশাপাশি খাবার ওষুধ খেতে হবে। তবে চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে ওষুধ খাওয়া বাঞ্ছনীয়।

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন হোমিও চিকিৎসক। যিনি বর্তমানে ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন অব হোমিওপ্যাথির আন্তর্জাতিক সভাপতি। তিনি বহু জটিল সারিয়ে নজির সৃষ্টি করেছেন। তিনি ক্যানসার, হাপানি, চর্মরোগ, হৃদরোগ, শিশুরোগ, স্ত্রী রোগ সহ অসংখ্য পুস্তক রচনা করেছেন। তিনি সুচিকিৎসার জন্য ইংল্যান্ড এবং আমেরিকা থেকে দুবার ইন্টার ন্যাশনাল ম্যান অব দ্য ইয়ার নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি বাংলাদেশ থেকে মাস্টার অব হোমিওপ্যাথি এবং ধন্বন্তরী, নেপাল থেকে ইন্দো-নেপাল রত্ন, নাইজেরিয়া থেকে ফেলো অব হোমিওপ্যাথি। মালেশিয়াতে 'হ্যানিম্যান' পুরস্কার এছাড়া ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে ''হোমিও শিরোমণি'', ''ভারত গৌরব'', ''ভারতনির্মাণ'', ''বঙ্গমণি'', ''ভারত জ্যোতি'' প্রভৃতি পুরস্কার পেয়েছেন।

শক্তিগড়ের ল্যাংচার ইতিকথা

কুনাল মালিক

ঝাঁ চকচকে হাইওয়ে ধরে পানাগড় যাবার পথে বর্ধমানের শক্তিগড়ে রাস্তার দুধারে সারিবদ্ধ ল্যাংচার দোকান দেখে ভোজন রসিক বাঙালিকে অবশ্যই থামতে হয়। রাস্তার দুধারে ল্যাংচা সদন, ল্যাংচা কুঠি, ল্যাংচা মহল, আদি ল্যাংচা ভবন, শক্তিগড়ের বিখ্যাত ল্যাংচা ইত্যাদি নানা নামের দোকান আপনাকে হাতছানি দিয়ে ডাকবেই। এই সব দোকানে মিহিদানা, সীতাভোগ, মালপোয়া থাকলেও, প্রধান নায়ক অবশ্যই ল্যাংচা। এক একটা ল্যাচার সাইজ দেখে অনেকে মোবাইলে ছবিও তুলে রাখেন। এখানকার ল্যাংচার স্বাদ ও গন্ধ আপনাকে মোহিত করবেই। এই ল্যাংচার জন্ম প্রায় ২০০ বছরের বেশি। আগে শক্তিগড় বাজারের ভেতর সারিবদ্ধভাবে দোকান ছিল। হাইওয়ে হয়ে যাবার পর ওই সমস্ত দোকানগুলিই উঠে এসেছে।

এক একটা দোকানে সেলিব্রিটিদের ল্যাংচা খাওয়ার শংসাপত্র এবং ছবিও দেওয়া আছে। সেই তালিকায় উত্তমকুমার থেকে এ সময়ের প্রসেনজিতেরও নাম আছে। ইন্ডিয়ান অয়েলের উল্টোদিকের আদি হেমন্ত ঘোষের শক্তিগড়ের বিখ্যাত ল্যাংচা দোকানের কর্ণধার সুবীর ঘোষের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। তিনি জানালেন, তারা ১২৯০ সাল থেকে ল্যাংচা বিক্রি করছেন। ছানা, চালের গুঁড়ো, ময়দাকে একসঙ্গে পাক দিয়ে শ্রীঘিয়ে ভাজা হয় ছোট থেকে বাঝারি সাইজের পাশবালিশ আকৃতির ল্যাংচাকে। তারপর আঁচ কমিয়ে বাড়িয়ে ভাজা হয়। তারপর চিনির রসে ভেজানো হয়। শ্রীঘোষ জানালেন, আমরা কোনওদিনই গুণমান নিয়ে আপোস করিনা। ল্যাংচা নামের এই মিষ্টির এত জনপ্রিয়তা, তবুও নামটা যেন বড় সাদামাটা। ল্যাংচা নাম হল কি ভাবে? সে প্রশ্নে জানা গেল, আজ থেকে বহুবছর আগে বর্ধমানের মহারাজ মহতবচাঁদের এক কন্যা সন্তান সম্ভবা হন।

সেই সময় রাজার ওই মেয়ে ইচ্ছা প্রকাশ করে যে নতুন ধরনের মিষ্টি খাবে। সে সময় শক্তিগড়ে ক্ষেত্র নাগ নামে এক মিষ্টি প্রস্তুতকারকদের খুব সুনাম। রাজা মহাশয় তাঁকেই মিষ্টি তৈরির আদেশ দেন। নাগ মশাই ছানা, চালের গুড়ো, ময়দা ঘি ও চিনির রস দিয়ে অভিনব এক মিষ্টি বানায়। ওই মিষ্টি দোকানের এক কারিগরকে দিয়ে রাজবাড়িতে পাঠালেন। মিষ্টি খেয়ে রাজকন্যা খুবই খুশি। রাজকন্যা জানতে চান ওটা কি মিষ্টি? রাজামশাই নিজেও জানতেন না। যে কারিগর মিষ্টি দিতে আসতেন, তিনি খুঁড়িয়ে চলতেন। তাই দেখে রাজামশাই বললেন, মিষ্টির নাম 'ল্যাংচা'। সেই থেকেই ল্যাংচার প্রচলন। এমনই কথকতা শোনা যায় শক্তিগড়ে।

আশা করি এই লেখা পড়ামাত্র পাঠককূলের জীভে জল এসে গিয়েছে। হবে নাই বা কেন, জয়নগরের মোয়া, শক্তিগড়ের ল্যাংচা এই খাদ্যবস্তুগুলি রসনাবেগকে তীব্র করে তোলে বারংবার নানান আঙ্গিকে। যথারীতি এবারেও তার ব্যতিক্রম হচ্ছে না। হয়তো অনেকেই ইতিমধ্যে আস্বাদন করে ফেলেছেন শক্তিগড়ের ল্যাংচার স্বাদ। যারা এখনও চেখে দেখেননি তাঁরা এই গরম উপেক্ষা করেও ছুটে যেতে পারেন শক্তিগড়ে।

৬০০ বছরের মহিষমর্দিনী পুজো, খুবই জাগ্রত

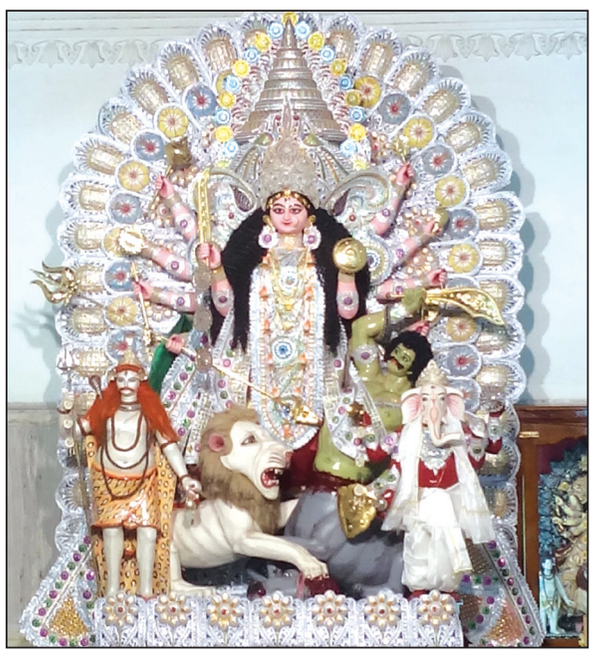

নিজস্ব প্রতিনিধি: চুঁচুড়া ধরমপুরে বহু প্রাচীন আনুমানিক ৬০০ বছরের পুরানো মহিষমর্দিনী পুজোর অনুষ্ঠান শুরু হল। জামাই ষষ্ঠীর দিন থেকে পুজো শুরু হয়। এই পুজোর সম্পাদক হিমাদ্রীশেখর ঘোষ জানান, এই মহিষমর্দিনী তলার কাছে বহু প্রাচীন ধর্মরাজ দেবতার মন্দির রয়েছে। সেই কারণে এই জায়গাটার নাম ধরমপুর হয়েছে। এখানে পাঁচ দিনের পুজো। প্রতিদিন সন্ধ্যায় আরতির পর মালপো ভোগ দর্শনার্থীদের বিতরণ করা হয়। আগে এখানে মোষ ও পাঁঠা বলি হত। ঠাকুরের স্বপ্নাদেশে বন্ধ হয়ে গেছে।

ঠাকুরের মূর্তি দেবীদুর্গার মতো। কেবলমাত্র একধারে মহাদেবও একদিকে গণেশের মূর্তি থাকে। সামনের পুকুরে ঘট ভাসান হয়। প্রতিমা গঙ্গায় বিসর্জন দেওয়া হয়। একদিন মন্দির প্রাঙ্গনে মেলায় চতুর্দিক জমজমাট থাকে। এই জাগ্রত দেবতার কাছে মানত করলে ভক্তরা তার ফল পায়। সেই কারণে প্রচুর সোনা, রুপো বিভিন্ন অলংকার দেবতার কাছে ভক্তরা উৎসর্গ করে। এই পুজো উপলক্ষে মেতে উঠবে চুঁচুড়ার ধরমপুর।

সমাজসেবার ভিন্নরূপ

সোনামণি কুঁতি

কথায় আছে পাগলে কী না বলে...পাগলকে নিয়ে হাসিঠাট্টা ঢিল ছোঁড়া তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা এসব তো রাস্তাঘাটে চলতে ফিরতেই দেখা যায়। কিন্তু ব্যতিক্রমী চরিত্র হিসেবে ধরা দিলেন দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার ফলতা দোস্তিপুরের বিমল মন্ডল। পাগল সেবাই তার ধর্ম। মানসিক ভারসাম্যহীন ভবঘুরে একাধিক ব্যক্তিকে নিজের চেষ্টায় সারিয়ে তুলেছেন। শুধু তা-ই নয় তারা নিজেদের বাড়ি ফিরে গিয়ে বর্তমানে সুস্থ স্বাভাবিক জীবন যাপনও করছেন। বিমলবাবুর সংসার চালানোর সম্বল বলতে শুধু একটি চায়ের দোকান। বাড়িতে স্ত্রী এবং দুই ছেলে থাকা সত্ত্বেও পাগল সেবায় তিনি কোনও খামতি রাখেন নি। নাম পরিচয়হীন কোনও সন্তানকে তার মায়ের কাছে অথবা কোনও মা-কে তার সন্তানের কাছে ফিরিয়ে দিয়ে তিনি আনন্দ পান।

নদিয়ার হরিণঘাটার ফরজা বিবি, বিহারের রেজাউল গ্রামের এক সরকারি কর্মীর মতো অনেকেই বিমল মন্ডলের সহায়তায় নিজেদের আগের জীবনে প্রবেশ করতে পেরেছেন। বিমলবাবু বলেন, ছোটবেলা থেকে অনাথদের স্কুলে পড়েছেন বলে তাদের দুঃখ যন্ত্রণাকে কাছ থেকে অনুভব করেছেন এবং তখন থেকেই তাদের জন্য কিছু করার কথা ভাবেন। রাস্তায় ভবঘুরে পাগলদের মাসের পর মাস নিজের কাছে রেখে চিকিৎসা করিয়েছেন। ধীরে ধীরে তাদের নাম পরিচয় জেনে কখনো স্থানীয় ব্যক্তি আবার কখনও প্রশাসনের সাহায্য নিয়ে পৌঁছে দিয়েছেন তাদের ঠিকানায়। যশ খ্যাতি অর্থকে পিছনে ফেলে তিনি এগিয়ে চলেছেন।

তাই দোস্তিপুরের চায়ের দোকানে বিমলবাবু আর পাগলদের এই নির্মল দোস্তি চলছে চলবে।

বেলডাঙা হাটে দরিদ্র মহিলাদের বেঁচে থাকার লড়াই

দীপককুমার বড় পণ্ডা

একদিন সুরজ এসে বলল, 'এতদিন বহরমপুরে আছেন, একবার বেলডাঙার হাটটা দেখবেন না?' সুরজ দত্ত স্থানীয় সমাজসেবী। আঞ্চলিক ইতিহাসে তার বেশ আগ্রহ। বললাম, চল যাই। সুরজ পরের দিন যাবে বলল। আমিও ভোর রাত্রে বেরিয়ে পড়লাম ওর সঙ্গে। এই হাট তো বসে মধ্য রাত থেকেই।

তখনও ঠিকমত আলো ফোটেনি। খানিকটা অন্ধকার। কিন্তু হাট জমজমাট। লোকে লোকারণ্য। এক মহিলা কৃষ্ণের বাঁশি বাজানোর ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। ময়লা ম্যাড়ম্যাড়ে শাড়ি। গলায় সাদা কালো পুঁতির হার। কুচকুচে কালো হাড় জির জিরে শরীরটা কথা বলছে।

– নাম কী?

– মিনতি মন্ডল।

– বয়স কত?

ভেবে ভেবে বললেন,

– কত আর হবে! তা চল্লিশ খানিক।

মুর্শিদাবাদ জেলার সব থেকে বড় হাট বেলডাঙায় এসেছেন হলুদ, লঙ্কার গুঁড়ো বেচতে। প্রতি মঙ্গলবার আসেন ভগবানগোলা থেকে। রাত তিনটার ট্রেনে এসে বাড়ি ফেরেন সেই রাত এগারোটায়। খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে জানতে ইচ্ছে করল।

– কী খান?

– এখানে যা পাই, তাই খাই। মিনতির নির্লিপ্ত উত্তর। কথা শুনে মনে হয়না, খাবারটা ঠিক সময়ে সঠিকভাবে পান। কিন্তু বাড়ির লোকের খাওয়ারটা জোটান এইভাবেই।

মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর মহকুমার বেলডাঙায় এই হাট বসে। ৩৪ নং জাতীয় সড়কের পাশেই হাট। বেলডাঙা রেল স্টেশনে নেমেও এই হাটে যাওয়া যায়। চারদিক লোকে লোকারণ্য। ছোট ছোট খড়ের চালার মধ্যে চলছে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকার কেনা-বেচা। কোনো কোনো দোকান টিন কিংবা টালির পাকাপোক্ত ছাউনি। সরু সরু রাস্তা, দু'দিকে সারি দেওয়া দোকান। ধাক্কা খেতে খেতে এগোচ্ছি। অন্যরাও তাই। কেউ কেউ মুখ ঝামটা দেন, 'চোখে দেখ না!' কেউ দাঁড়িয়ে এর পর ঝগড়া করেন। সারাদিনের সব রাগ, যন্ত্রণা, অ-প্রাপ্তি ঠিকরে বেরোতে থাকে। কেউ আবার এসব গায়ে মাখেন না। সামনের দিকে এগোতে থাকেন। বেচা-কেনা শেষ করে যত তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যাওয়া যায়, সেদিকেই তাঁর লক্ষ্য।

যাওয়া আসার পথে পথে

হাটের মধ্যে একটা উঁচু ঢিবি। ওখানেই মিনতির মত প্রতিমাও চট পেতে বসেন। মাথার ওপর কোনো ছাউনি নেই। রোদ-বর্ষা একইভাবেই কাটে প্রতিমাদের। প্রতিমার চারদিকে অন্য যাঁরা আছেন, তাঁরাও সব ভগবানগোলা থেকেই এসেছেন। প্রতিমার তিন ছেলে, দুই মেয়ে। 'মেয়ে দুটোর কোনো রকমে বিয়ে হয়েছে। দুটো ছেলে কিছু করে না। একজন ইনসিওরেন্সের কাজ করে। স্বামী অথর্ব।' ফ্যাকাসে মুখে প্রতিমা কথাগুলো বলে যান। রোজগারের জন্য সপ্তাহের প্রায় প্রতিদিন কোনো না কোনো হাটে যেতে হয় মিনতিকে। কৃষ্ণনগর, দেবগ্রাম, পলাশী প্রভৃতি হাটে নিয়মিত যাওয়া আসা করে প্রতিদিন গড়ে রোজগার হয় ১৫০ টাকা। মিনতি বেলডাঙায় আড়ৎ থেকে মাল কিনে বেচেন। অন্যান্য জায়গায় বাড়ি থেকে মাল নিয়ে যান বেচতে।

পাশ দিয়ে একজন মহিলা হকার যাচ্ছিলেন। 'পাঁপর, গজা লেবেন নাকি দাদারা, দিদিরা.....পাঁপর, গজা.....'। একটা দোকানে ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'গোরা দা, দু প্যাকেট দুব নাকি?' গোরা দা, খদ্দেরকে 'বেলডাঙার বিখ্যাত গামছা' দেখাতে দেখাতে বললেন 'না'। 'না বললে হবে, আমরা খাব কী?' মধ্য চল্লিশের মহিলা করুণভাবে বলেন।

জিয়াগঞ্জ থেকে আসেন বিরতি মন্ডল। বয়স বছর পঁয়াতাল্লিশ হবে। হলুদ, লঙ্কা গুঁড়ো বিক্রি করেন হাটে। ধূলিয়ান থেকে 'মাল' কিনে নিয়ে আসেন। ঝাড়াই বাছাই করে গরম জলে সেদ্ধ করার পর রোদে ভাল করে শুকিয়ে নেন। এর পর মেসিনে গুঁড়ো করেন। ভগবানগোলা থেকে আসেন বছর বিয়াল্লিশের অলকা মন্ডল। আদা, পেঁয়াজ, রসুন বিক্রি করেন। স্থানীয় কাঁচা মালের আড়ৎ থেকে 'বস্তা ধরে' (পাইকারি দরে) কিনে খুচরো বিক্রি করেন।

বেলডাঙার হাট বসে প্রতি মঙ্গলবার। হাট শুরু হয় রাত্রি তিনটা থেকে। চলে সন্ধ্যা ৭টা। সারাদিনে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মাল বিক্রি হয়। রাত্রি তিনটা থেকে সকাল নয়টা বিক্রি হয় পোশাক, রেডিমেড জামা, প্যান্ট। ন' টার পর শুরু হয় কাঁচা মাল বিক্রি। কাঁচা মাল বিক্রি হয় পাইকারি এবং খুচরো দরে।

এই হাটে গরু, মোষ, ছাগল, গৃহপালিত পশু পাখিও বিক্রি হয়। এই হাট আবার রাজ্যের বড় চামড়া (গরু,মোষ,ছাগল, ভেঁড়া) কেনা বেচার হাট। এখানে সব থেকে বেশি টাকার লেনদেন হয় চামড়া কেনা বেচায়। এগুলো ছাড়াও

ঘর গেরস্থালীর সব রকম জিনিস পত্র পাওয়া যায় এখানে। প্রচুর ঝাঁটা বিক্রি হয়। বেলডাঙ্গা হাটে পুরনো জামা কাপড় বিক্রি হয়। চাষের সবরকম বীজ বিক্রি হয়। চাষের কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতিও পাওয়া যায়।

সুরজ দত্ত বলছিলেন, 'এই হাটের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে মহিলাদের আনাগোনা। প্রচুর মহিলা এখানে আসেন কেনা-বেচা করতে।' এই হাটে এলে বোঝা যায় সংসার চালাতে দরিদ্র মহিলারা কিভাবে লড়াই করছেন। বিশেষ করে মহিলা প্রধান পরিবারগুলির মহিলারা জেলার এক প্রান্ত থেকে দৌড়ে বেড়াচ্ছেন আর এক প্রান্তে। অবশ্য এই দৌড়ের শেষ কোথায় জানেন না মিনতি, বিরতি কিংবা প্রতিমারা।

মাঙ্গলিকী

সংবর্ধিত যুবা জাদুকর আশীষ মুখার্জি

ছোট থেকেই পড়াশুনায় মেধাবী, অন্যদিকে অভিনয়ের দিকে ঝোঁক। ধীরে ধীরে পড়াশুনা শেষ করে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ, আইটি জগতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠা, আবার মঞ্চ অভিনয়ে এগিয়ে যাওয়া। উৎপল দত্তের ছাত্র তরুণ ভট্টাচার্যের কাছে মঞ্চ অভিনয়ে বিশেষ তালিম নেওয়া। এরপর স্থাপন করলেন নিজের থিয়েটার দল 'সংঘবদ্ধ'। মাঝে মাঝেই বিভিন্ন নাটক মঞ্চস্থ করা, নাটকের স্ক্রিপট নিজেই লেখা, নির্দেশনা দেওয়া আর অবশ্যই বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করা—সুনিশ্চিতভাবে বলা যায় আজ বাংলার গ্রুপ থিয়েটারের জগতে 'সংঘবদ্ধ' এক উজ্জ্বল নাম (গতবছর প্রতিবেদকের পরিচালনায় ভবানীপুরের ৭৫ বছরের তরুণ সম্প্রদায় বক্সিং এ্যাসোসিয়েশনের সাংস্কৃতিক মঞ্চে জাদু প্রদর্শনীতে অংশ গ্রহণকারী আশীষ মুখার্জিকে দেখে দর্শকদের মধ্যে বসে থাকা অভিনেতা সন্তু মুখোপাধ্যায় বিস্মিত হন। কারণ মঞ্চ অভিনেতা আশীষ মুখার্জিকে তিনি চিনতেন, কিন্তু জাদুকর আশীষ মুখার্জিকে তিনি চিনতেন না! পরে মঞ্চে এসে সন্তু মুখোপাধ্যায় আশীষ মুখার্জিকে স্বতঃ প্রণোদিত ভাবে অভিনন্দন জানিয়ে যান)।

আবার এক সময়ে একটি বিখ্যাত বিদেশি জাদু গ্রন্থ হাতে পান আশীষ মুখার্জি। বইটি পড়েই তাঁর অভিনয় সত্বা তাঁকে যেন গোপনে বলল, 'জাদুকরের ভূমিকায় অভিনয় করনা!' ব্যাস, আশীষ মুখার্জি ঠিক করলেন তিনি জাদুকরও হবেন! ভাগ্যবান তিনি, কারণ তাঁকে জাদু শেখাতে রাজি হলেন প্রখ্যাত বরিষ্ঠ জাদুকর, স্বরক্ষেপক শিল্পী সমীরণ আচার্য। তাঁর কাছেই আশীষ হাতের খেলায় তালিম নিলেন। আবার তাঁর কাছেই শিখলেন কনজুরিং (মাঝারি ধরনের যান্ত্রিক জাদু) ও ইলিউশান (সব চেয়ে বড় জাদুর খেলাগুলি) গুলির যথাযথ বাচনের সাথে প্রদর্শন। তারপর জাদু প্রদর্শনীও শুরু করে দিলেন। সম্প্রতি তাঁর প্রদর্শনীতে 'শেপোগ্রাফি'ও থাকছে (সাধারণ কাগজকে নানানভাবে ভাঁজ করে বিভিন্ন ধরনের টুপি তৈরি করা, মজার মজার কথা বলা), 'শেপোগ্রাফি'তেও আশীষ অভিনবত্ব এনেছেন শেষে কাগজের টুপি থেকে ফুলের তোড়া বার করার চমক যোগ করে।

আশীষ মুখার্জি সম্বন্ধে এখনও সব বলা হয়নি—তাঁর রচিত কবিতা লিটল ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়ে সুখ্যাতি অর্জন করেছে। একবার এই প্রতিবেদক জীবনানন্দ সভাগৃহে এক সাহিত্য সংস্কৃতির আসরে তাঁকে নিয়ে যান— তাঁর অসাধারণ আধুনিক কবিতার আবৃত্তির মাধ্যমে

বড়িশা জাদু আড্ডা

আশীষ গুণীজনের উষ্ণ করতালিতে সংবর্ধিত হন—বাচিক শিল্পী হিসাবেও তিনি সকলের মনে দাগ কাটেন। গত ১০ই মে বড়িশা জাদু আড্ডায় সেই আশীষ মুখার্জিকে প্রীতি ও ভালবাসা সমৃদ্ধ সংবর্ধনা জানানো হল। তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হল সুদৃশ্য ল্যামিনেটেড মানপত্র (তৈরি করেছেন ও স্বেচ্ছায় উপহার দিয়েছেন বড়িষা জাদু আড্ডার রেসিডেন্ট ম্যাজিসিয়ান, আন্তর্জাতিক খ্যাতি সমৃদ্ধ বরিষ্ঠ জাদু শিল্পী গোরা দত্ত)। তুলে দিলেন সর্বজন শ্রদ্ধেয় বরিষ্ঠ জাদুকর, 'প্রবন্ধক ভি এম ঘোষ। সাথে রইলেন আড্ডার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক সমীর গুহ ঠাকুরতা, জাদুকর জে পি বন্দ্যোপাধ্যায়, দেব মল্লিক, সতিপ্রসাদ সরকার প্রমুখ—উষ্ণ করতালিতে অভিনন্দিত হলেন আশীষ মুখার্জি। তাঁর হাতে আরও তুলে দেওয়া হল অক্রের জাদুকর শ্রীনিবাসের উপহার সুপার জাম্বো কার্ডের খেলা। অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জাদু গ্রন্থ 'শো আস এ ট্রিক' আশীষের হাতে তুলে দিলেন আসরে উপস্থিত জাদু প্রেমী সুকবি বুদ্ধদেব নাগ মজুমদার (যাঁর সম্পাদিত 'শুভ প্রত্যাশা' সাহিত্য পত্রিকাতে প্রকাশিত জাদু সম্রাটকে নিয়ে লেখা আশীষ মুখার্জির একটি কবিতা পত্রিকার পাঠক–পাঠিকাদের কাছে বিশেষ সমাদৃত হয়)। য়সঞ্চালক অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়াও আশীষ মুখার্জির জাদুকর হিসাবে সুখ্যাতি করলেন ভি এম ঘোষ, সমীর গুহ ঠাকরতা প্রমুখ। প্রত্যুত্তরে আশীষ মুখার্জি তাঁর সকল সাফল্যের জন্যে সমীরণ আচার্য সহ বিভিন্ন জনকে অত্যন্ত খোলা মনে কৃতজ্ঞতা জানালেন। পরে শোনালেন আবৃত্তি, নাটকের অংশ বিশেষ শ্রুতি নাটক হিসাবে পেশ করলেন। পরে দেখালেন আকর্ষণীয় বিবিধ স্ট্যান্ড আপ জাদু ও সবশেষে 'শেপোগ্রাফি' তাঁর সমগ্র পরিবেশনা অলংকৃত হল উপস্থিত সকলের সুদীর্ঘ করতালিতে... আশীষ মুখার্জিকে বিশেষ অভিনন্দন— আগামী দিনে আশীষ আপনাকে আবারও এই আসরে আসতে হবে।

এদিন পরে যথারীতি বিবিধ স্ট্যান্ড আপ ও বৈঠকী জাদু দেখান জে পি বন্দ্যোপাধ্যায়, দেব মল্লিক, অনুপ চক্রবর্তী, পঙ্কজ সরকার (তাঁর বিখ্যাত 'ফুচকাওয়ালা' মুকাভিনয়ও দেখিয়েছেন), শুভায়ণ সিকদার, সঞ্চালক অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, জাদুকর আর ডি প্রমুখ। বুদ্ধদেব নাগ মজুমদার শোনালেন 'ভগবান তুমি যুগে যুগে' কবিতাটির অসাধারণ আবৃত্তি। সবশেষে বলতে হয় 'সব পুরুষের সাফল্যের পিছনে থাকেন অনুপ্রেরণা দাত্রী হিসাবে কোনও নারী। আশীষ মুখার্জির সকল সাফল্যের পিছনে রয়েছেন তাঁর সহধর্মিনী, সহমর্মিনী শ্রীমতী রাজর্ষি মুখোপাধ্যায়। তাঁদের অভিবাদন। আর বাবাকে পিছন থেকে ঠেলে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবার কাজ করছে পুত্র শ্রীমান অহন। তার জন্য রইল বাবার শেপোগ্রাফির জাদুতে তৈরি টুপি ভর্তি 'শুভেচ্ছা'...

সব কিছু বলার পরেও এই প্রতিবেদক আরও একবার মাথা নামিয়ে শ্রদ্ধাপূর্ণ অভিবাদন জানাবেন সমীর গুহঠাকুরতা, শ্রীমতী গুহঠাকুরতাকে কারণ খুবই পরিষ্কার...

নিউ ব্যারাকপুরে কবি প্রণাম

হীরালাল চন্দ্র : গত ১৭ই মে, সন্ধ্যায় নব ব্যারাকপুরের কামারশালা বটতলার ''সেনগুপ্ত ভবনে'' বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১১৫ তম শুভ জন্মোৎসব সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হল। প্রারম্ভে কবিগুরুর সুসজ্জিত প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। রবীন্দ্র নৃত্য পরিবেশন করে অসংখ্য দর্শকদের আপ্লুত করে দেন প্রতিভাময়ী শিল্পী তন্দ্রিমা সেনগুপ্ত। সঙ্গীত পরিবেশন করে শ্রোতাদের মুগ্ধ করেন পূর্ণিমা সেনগুপ্ত, অঙ্কিতা দাস, অর্পিতা বিশ্বাস, অরিত্রি ধর, শুভেন্দু নস্কর, অমিতা রায় চৌধুরী, রুমা চক্রবর্তী ও আতান রায় চৌধুরী। সাথে তবলা বাজান আশীষ কণ্ঠ। কবিতা পাঠ করে মোহিত করে দেন সুজিত সেনগুপ্ত, গৌরাঙ্গ চক্রবর্তী, অর্চনা চ্যাটার্জী, বর্ণালী বসু প্রমুখ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সাত্যকি সেনগুপ্ত। সঞ্চালক ছিলেন চয়ন চক্রবর্তী। গান, কবিতা এবং নৃত্যের ত্রিপিটকে ভরপুর উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল সান্ধ্যবাসর। এমনিতেই সংস্কৃতির দুনিয়ায় একটা ভাঁটা লক্ষ্য করা যাচ্ছে বেশ কিছুদিন ধরে। তার ওপর অপসংস্কৃতির আড়ালে অনেক অশ্লীলতার আমদানিও ঘটছে। এর মধ্যেও এই ধরনের সুস্থ মানসিকতার অনুষ্ঠান সত্যিই হৃদয়কে বিগলিত করে।

ভ্রম সংশোধন

গত ৯ই মে (১৫) সংখ্যার আলিপুর বার্তার সাতপাতার ''পরম্পরার'' অনুষ্ঠানে খেয়াল সঙ্গীত পরিবেশন করেন রোসি দত্ত পন্ডিত। সঙ্গে তবলা বাজান সুব্রত দন্ডপাট। এই অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য আমরা যারপরনাই দুঃখিত।

স্মৃতিমন্দিরে রবীন্দ্র জয়ন্তী

ইন্দ্রজিৎ আইচ : ২৫শে বৈশাখ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৫৮ তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে বাগবাজার বোস পাড়ায় অনুষ্ঠিত হল সারদা–অপর্ণা স্মৃতিমন্দির (অবৈতনিক সাংস্কৃতিক চর্চা ও সিস্টার স্মৃতি উদ্যান রক্ষা কেন্দ্র)। নাচ–গান–আবৃত্তি–গীতি আলেখ্যর মাধ্যমে প্রভাতী অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করে সংস্থার শিল্পী বৃন্দ।

সংস্থার প্রধান সিটি কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ পরিমল চক্রবর্তী একাধারে ঠাকুর রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সারদার বই লেখার গবেষক তেমন রবীন্দ্র গবেষক। অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথের লেখা পরিমল চক্রবর্তীর সুরে সাধকের বহু সাধনার ধারা গানটি পলি গঙ্গোপাধ্যায় চমৎকার ভাবে গেয়ে শোনান। শিবানী বন্দ্যোপাধ্যায় শোনান নব আনন্দে জাগো, আশীষ সরকার গেয়েছেন তুমি কেমন করে গান কর হে গুণী। পরিমল চক্রবর্তীর গ্রন্থ কথামৃতের গান। প্রকাশ করেন সিটি কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ হেমেন্দ্রলাল চট্টোপাধ্যায় এবং অধ্যাপক অসীম চট্টোপাধ্যায়।

বাণীপীঠ নৃত্য গীতায়নের অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি: উত্তর কলকাতায় বাণীপীঠ নৃত্য গীতায়নের ৪০ তম বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হল সম্প্রতি টালা পার্ক মোহিত মৈত্র মঞ্চে। স্কুলের ছাত্রীরা পরিবেশন করেন বাউল গান, আধুনিক গান এবং রবীন্দ্র সঙ্গীত সহযোগে নানা বর্ণাঢ্য নৃত্যে অংশ নেয়। লোপামুদ্রার গান 'নিভন্ত এই চুল্লিতে', 'সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি', রবীন্দ্রসঙ্গীত আমার সকল রসের ধারা এই গানে লীচ্ছবী,শারন্যা, পূজা, পৌষালী, সুদেষ্ণা, কোয়েলা, তামান্নার নাচ উপভোগ্য হয়ে ওঠে। সমগ্র অনুষ্ঠানটির নৃত্য পরিকল্পনায় ছিলেন বাণীপীঠ নৃত্য গীতায়নের কর্ণধার প্রিয়াংকি ঘোষ। শিব স্তোত্রে ভাল লাগে শারণ্যা, সুদেষ্ণা, পৌষালী, লিচ্ছবীকে। রাধা কৃষ্ণের রাসলীলায় লিচ্ছবী ও প্রিয়াংকি সকল দর্শকের নজর কেড়েছে। সব শেষে ছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ''শ্যামা'' নৃত্যনাট্য। বজ্র সেনের ভূমিকায় বিতস্তা ঘোষাল, শ্যামা চরিত্রে সুদেষ্ণা, বন্ধুরূপী সুদীপা ও উত্তীয় চরিত্রে শরন্যার অভিনয় ও নাচ সকলকে মুগ্ধ করে। যেমন আলোর ব্যবহার পোষাক তেমনই মঞ্চ সজ্জা ও মিউজিক সম মিলিয়ে শ্যামা নৃত্যনাট্য মুগ্ধ করেছে সকলকে। এরকম সুন্দর–পরিচ্ছন্ন অনুষ্ঠান করার জন্য বাণীপীঠকে সাধুবাদ জানাতেই হয়।

পত্র–পত্রিকা–পুস্তক আলোচনা

সায়াহ্নে (পূর্ব পুটিয়ারি, কলকাতা ৯৩) (সম্পাদক–বিনয় দত্ত) মার্চ ২০১৫ বর্তমান সংখ্যাটিতে আকর্ষণীয় ও ব্যতিক্রমী লেখা রসনার রসালাপ। বন্দিত লেখকদের রসনা–বাসনার রসময় বিবরণ। উদ্ভিদ ও বনসম্পদ নিবন্ধে মঞ্জু ভদ্রের কলমে উঠে এসেছে গাছ–পালা–শাক–সব্জীর চাষের সহজ ও আন্তরিক পরামর্শ। ভগিনী নিবেদিতা ডঃ অমরেন্দ্র নাথ বর্ধন মার্গারেট নোবেল–এর রূপান্তর সুন্দরভাবে বিধৃত করেছেন। গল্পের বিভাগে সুব্রত ভট্টাচার্য–র গল্পটি বড়ই সরলীকৃত। তুলনায় ডঃ দীপক পালের আত্মমগ্ন লেখাটিতে সায়াহ্নের মূল সুরটিকে খুঁজে পাওয়া যায়। হারাধন ভট্টাচার্যের কবিতাটি মনে দাগ কাটে। এছাড়াও ভালো কবিতা উপহার দিয়েছেন শেফালি সরকার, বসুমিত্র দত্ত, দেবাশিস কোশর ও জয়ন্ত রায়। রঞ্জিত দাস–এর কবিতাটি (এসেছে বসন্ত) এসময়ের লেখা বলে মানতে কষ্ট হয়, গত শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকে এভাবে লেখা হত।

অরূপ রতন

শাব্দ (প্রধান সম্পাদক – কল্যাণ চৌধুরী, সম্পাদক – কেয়া চট্টোপাধ্যায়) বাংলা নববর্ষ ১৪২২ সংখ্যা–এ পর্যন্ত ছয়টি সংখ্যা বেরুলো, কিন্তু আঁটোসাঁটো নির্মাণ দেখে তারিফ করতেই হয়। বর্তমান সংখ্যাটিকে এঁরা ৪৮ পাতায় নামিয়ে এনেছেন। বেশ ছিমছাম প্রচ্ছদ, সেখানে বিদায় বসন্ত ঘোষণার মত সাহসী পদক্ষেপ। রচনা–নির্বাচনের ক্ষেত্রেও সংযমের পরিচয় পাওয়া যায়। রত্নেশ্বর হাজরা, বিশ্বজিত রায়, শাশ্বতী সরকার, জৈদুল শেখ বলিষ্ঠ কবিতা লিখেছেন। তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পটি (চন্দ্রগ্রহণ), সুন্দর, আমাদের বিবেকের ঘরের কড়া নাড়ে। চিত্রকলার ছবি সহ বিশ্লেষণ এই লিটল ম্যাগাজিনের অন্যতম ব্যতিক্রমী প্রয়াস। জিয়া হক–এর গল্পটি (ফ্রম রাশিয়া উইথ লাভ) ঠিক হজম হল না। সাহিত্য আমাদের পথ দেখায়, সমাজের কুৎসিত দিকের বর্ণনা বহুক্ষেত্রে অনিবার্য হয় বটে কিন্তু সেই অজুহাতে অশ্রাব্য শব্দাবলীব্যবহার করতে হবে। না করলে কি আধুনিক সাহিত্য তকমা জুটবে না?

রবীন্দ্র নজরুল সন্ধ্যা

কাজী নজরুল ইসলামের ১১৬ তম জন্মদিনে দক্ষিণ জগদ্দলে ২৫ নম্বর ওয়ার্ডে তরফদার পাড়ায় পালন করা হয় কাজী নজরুলের জন্মদিন। এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিলো বেশির ভাগ কচিকাচারা। তারা নাচ, গান, কবিতার মাধ্যমে কবিকে শ্রদ্ধা জানায়। এলাকার কাউন্সিলর সোনালি রায় ও সমাজসেবী কবীর সুমনের উদ্যোগে এই অনুষ্ঠান পরিচালিত হয়। তরফদার পাড়ায় সংখ্যালঘুদের সহযোগিতায় কবির মঞ্চ তৈরি করা হয়। এলাকার মানুষ এই অনুষ্ঠান করার জন্য খুশি হয়েছে কারণ এর আগে এই ধরনের কোনও অনুষ্ঠান হয়নি কবি নজরুলকে নিয়ে।

চুঁচুড়ায় মন ও রঙের চিত্রকলা প্রদর্শনী

মলয় সুর : চন্দননগর ফ্রেঞ্চ মিউজিয়ামে মন–ও–রং এর ছাত্রছাত্রীদের প্রথম বার্ষিক ১৫ থেকে ১৭ মে পর্যন্ত রঙ তুলিকে মাধ্যম করে এক চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন হয়। প্রথমেই নাম করতে হয় চিত্রশিল্পী ও শিক্ষক রবীন দেবনাথের। তিনি দীর্ঘদিন ধরে রং ও তুলির জগতে রয়েছেন। এখানে জল রঙ, তেল রং, পেনসিল, মোম রং, পেন্সিল স্কেচের সুপরিচিত অনন্যসুন্দর কাজ দেখতে পাওয়া গেল। বিশেষ ভাবে এই সংস্থার ছাত্র ছাত্রীরা এঁকেছেন কলকাতা শহরে ঠেলা রিক্সা, সদ্য নেপালে ভূমিকম্পের চিত্র, রাজবাড়িতে দুর্গাপুজো, নেপালের ছত্রশিল্প, যা দর্শকের মন ছুঁয়ে যায়। প্রদর্শনীতে ১০০ টি ছবির মধ্যে রয়েছে স্বতন্ত্র অভিব্যক্তি। তার মধ্যে দিয়ে শিল্পীর ভাবনার স্রোত বয়ে চলেছে, স্থানীয় বিভিন্ন বয়সের ছাত্রছাত্রীরা তাদের আঁকা বিশেষভাবে স্থান পেয়েছে তা হলো মধ্যাহ্ন কালের ভাবনা আগামী দিনে যারা শিল্পী হয়ে উঠতে চলেছেন তাদের মধ্যে কাজগুলি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। শিল্পী রবীন দেবনাথ প্রতি কাজকে তিনি ভেবেছেন অন্য কাজের সঙ্গে দূরত্ব রেখে। ফলত ভাবনার মধ্যে নতুনত্ব এসে যায়। বিভিন্ন মাধ্যমে কাজ করতে পছন্দ করেন। এছাড়া প্রদর্শনীর গ্যালারিতে রঙিন মৎস্য গবেষক পতিত পাবন হালদারের লেখা বেশ কয়েকটি বই স্থান পেয়েছে এর মধ্যে যেমন রঙিন মাছের পরিচর্চা ও রোগমুক্তি, রঙিন মাছ জলজ মাছ চাষ, মৎস্য নিলয়। তবে তার অসাধারণ লেখা বই 'বিপ্লব ভূমি চন্দননগর' এই প্রদর্শনীতে স্থান পায়, এই বইটি দেখতে দর্শককে পিছিয়ে যেতে হয় অনেক বছর আগের ফরাসি শহর চন্দননগরকে। তবে এর প্রকৃত রূপ ধরা পড়বে, কিছু করার ইচ্ছা লেখকের মধ্যে প্রবল। তারই প্রভাব ঘটেছে লেখকের মধ্যে। একদিন প্রচুর কৌতূহলী দর্শক ও এ সময়ের কবি লেখকদের উপস্থিতিতে প্রদর্শনীটি মুখরিত হয়ে উঠে।

সুন্দরবনের ডায়েরি

বিশ্বাসে ভর করেই বাঁচে প্রদীপরা

শঙ্করকুমার প্রামাণিক

ধামাখালি অটো স্ট্যান্ডে এসে দাঁড়িয়েছি। তখনও সেখানে বিশ বাইশটা অটো দাঁড়িয়ে। আমি যাব ক্যানিং। ক্যানিং–এর অটো কোনদিকে, আমি একজনের কাছে জানতে চাইলাম। অন্য এক ভদ্রলোক রুমালে মুখ মুছতে মুছতে অটোগুলোর দিকে যাচ্ছিলেন। আমার কথা শুনতে পেয়ে বললেন, আসুন আমার সঙ্গে। আমি ভদ্রলোককে অনুসরণ করলাম। একটু এগিয়ে গিয়ে দেখলাম পাঁচ–ছটা অটো আলাদাভাবে পর পর দাঁড়িয়ে। সামনের দুটো অটোতে লোক বসা, সম্ভবত এখনই ছাড়বে। আমার সঙ্গী ভদ্রলোক প্রায় ছুটে গিয়ে পিছনের অটোতে বসে পড়লেন। লোক হয়ে গিয়েছে। দুটো অটোই ছেড়ে দিল। বুঝলাম, আমার কপালে দুঃখ আছে। খালি অটোতে বসলে যতক্ষণ না অটো ভর্তি হচ্ছে ততক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। তাই সই। উঠে বসলাম। ক্যানিং থেকে শিয়ালদার ট্রেন ধরতে হবে। সময়টা জানা নেই। একটু উৎকণ্ঠায় আছি। অটোওলা আমাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে, এখনই অটো ভরে যাবে। বলতে বলতে দুজন ছেলে মেয়ে অটোতে এসে উঠল। সঙ্গে গোটা তিনেক ব্যাগ। ব্যাগগুলো কোলে করে নিয়ে আমার পাশের সিটে দুজনে গুছিয়ে বসল। তারপর ছেলেটি আমাকে বলল, আপনাকে ক্ষীতিশ কাকুর সঙ্গে আমাদের বাজারে (বুধবারের বাজার, কুমিরমারী দ্বীপ) দেখলাম না?

—হ্যাঁ ঠিক দেখেছ। আমি কুমিরমারী দ্বীপে ক্ষিতীশবাবুর বাড়িতে তিনদিন ছিলাম। খুব ঘুরেছি। তোমার বাড়ি কোথায়?

—একেবারে বাজারের গায়েই। ফেরি ঘাটের কাছে। আপনিও তো আমাদের সঙ্গে সাড়ে ছটার ভটভটিতে এসেছেন।

—হ্যাঁ। আমি সকাল ছ'টার মধ্যে খেয়াঘাটে পৌঁছেছিলাম। ধামাখালিতে আসতে তিন ঘন্টার বেশি সময় লাগল। তোমরা এখন কোথায় যাবে?

—গোবর ডাঙা। ক্যানিং থেকে শিয়ালদা। শিয়ালদা থেকে বনগাঁর ট্রেন ধরতে হবে।

—তোমাদের বাড়ি কুমিরমারী দ্বীপে। গোবরডাঙায় কার কাছে যাচ্ছ?

—পিসিমার কাছে। পিসেমশাই মারা গেছে। পিসিমার কোনও ছেলেমেয়ে নেই। আমি সেখানে থাকি। মাঝে মাঝে বাড়িতে আসি।

ইতিমধ্যে অটোয় প্যাসেঞ্জার ভরে গেছে। অটোতে যতজনের বসার ব্যবস্থা আছে, তার লপর আরও তিন–চারজনকে জোরজার করে ঢুকিয়ে দিল। প্রায় আধঘন্টা বসে থাকার পর অটো ছাড়ল। সময়টা বৃথা যায়নি। কুমিরমারীর ছেলেটার সঙ্গে অনেক কথা হল। ছেলেটির নাম প্রদীপ। বয়স ১৯। সঙ্গে যে মেয়েটা আছে, তার নাম প্রিয়াঙ্কা (১৭)। পাড়ার মেয়ে, এবছর মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে। ভাব ভালবাসা করে দুজনে বিয়ে করেছে। কিছুদিন আগে বিয়ে হয়েছে। আমরা যখন কথা বলছিলাম, প্রিয়াঙ্কা তখন লাজুক লাজুক চোখে দেখছিল। আমাদের কথা মন দিয়ে শুনছিল। অভাবের ছাপ তার সারা অঙ্গে। হাতে কানে ইমিটেশনের কয়েকটা গয়না। পায়ে কমদামের চটি। দুজনের পোষাক আশাকেও গরিবিয়ানা। কিন্তু অসাধারণ তাদের সরলতা।

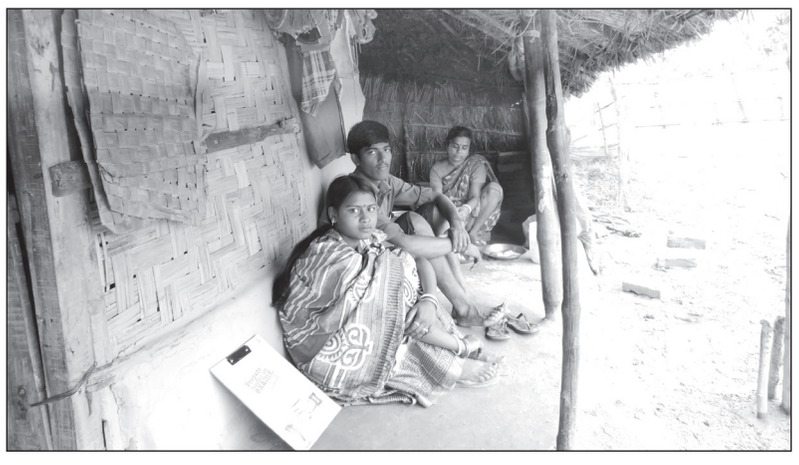

কথাবার্তায় কোন কৃত্রিমতা নেই। প্রদীপের সঙ্গে কথা বলে জেনেছি তার পরিবারের সকলে মাছ কাঁকড়া শিকার ও জঙ্গলে মধু সংগ্রহের সঙ্গে যুক্ত। প্রদীপের বাবা গৌর মণ্ডল। ৬৫ বছর বয়স। এখনও জঙ্গলে মাছ–কাঁকড়া ধরতে ও মধু ভাঙতে যান।

আমি সুন্দরবনের জল–জঙ্গল নির্ভর মানুষের জীবন ও জীবিকা নিয়ে একটু চর্চা করি। সেই উপলক্ষে কুমিরমারী দ্বীপে গিয়েছিলাম। কয়েকদিন সেখানে ছিলাম। মাছ–কাঁকড়া শিকারি এবং মধু সংগ্রহকারীদের সঙ্গে দেখা করে তাঁদের জীবিকার নানা দিক নিয়ে আলোচনা করেছি। যখন জানলাম প্রদীপের বাপ–দাদারা সম্পূর্ণরূপে জল–জঙ্গলজীবী, তখন ওর সম্পর্কে আমার আগ্রহ বেড়ে গেল। ক্যানিং–এ পৌঁছে একই ট্রেনে আমরা উঠলাম। ওরা যাবে গোবরডাঙা। শিয়ালদহ থেকে ট্রেন পাল্টাতে হবে। আমি যাদবপুর স্টেশনে নেমে, 8B বাসস্ট্যান্ড থেকে S3। বাসে চেপে, বেহালা চৌরাস্তায় গিয়ে নামব। এক কামরায় পাশাপাশি বসে যাচ্ছি। ঘন্টাখানেকের বেশি সময় তো এক সাথে থাকব। তাই চেষ্টা করেছি প্রদীপের সঙ্গে কথা বলে আমি যতটা বেশি প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে পারি।

প্রদীপকে আমি জিগ্যেস করলাম, তুমি তো পিসিমার বাড়িতে একলা থাকতে, এখন বৌ নিয়ে থাকবে। তুমি কি কোনও রোজগারপাতি কর?

—হ্যাঁ। রাজমিস্ত্রির জোগারের কাজ করি। কোনও রকমে চলে যায়। ভাবছি, সামনের মরশুম থেকে দাদাদের সঙ্গে জঙ্গলে মধু ভাঙতে যাব। এক মরশুমে মাত্র কুড়ি–বাইশদিন জঙ্গলে থাকতে হয়। ওই সময়ের মধ্যে মাথাপিছু নয়–দশ হাজার টাকা রোজগার হয়। একথাটা শোনার পর মনটা বিষণ্ণ হল। আমি কুমিরমারী দ্বীপ থেকে পঁয়ত্রিশজনের নামের তালিকা তৈরি করেছি, যাঁরা জঙ্গলে বাঘের আক্রমণে প্রাণ হারিয়েছেন। সেই জঙ্গলগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটা হল সুধন্যখালি, হলদিয়া, মায়াদ্বীপ, চামটা, হরিখালি, নটবরখালি, বোয়ালখালি, বুড়ির ডাবর ইত্যাদি। আরও জেনেছি কুমিরমারী দ্বীপের দক্ষিণপাড়ায় একটা বাড়ি থেকে তিনজন—বাবা এবং দুই ছেলে বাঘের আক্রমণে মারা গেছেন। বাবার নাম হরিপদ মণ্ডল (৬১) এবং ছেলে দুটোর নাম পশুপতি মণ্ডল (৩৮) ও সুধীর মণ্ডল (৩৯)। এসব কথা মনে পড়ায় আমি প্রদীপকে বললাম, জঙ্গলে না গিয়ে কি অন্য কোনওভাবে রোজগার বাড়ানো যায় না?

—রাজমিস্ত্রির জোগাড়ের কাজ করে ছয় মাসে যা রোজগার হয়, মধু ভাঙতে গেলে তিন সপ্তাহে তার চেয়ে বেশি আয়। মধু ভাঙা হয়ে গেলে আবার পিসিমার কাছে গোবর ডাঙায় ফিরে আসব। জানাল প্রদীপ।

—কুমিরমারী দ্বীপের দক্ষিণ পাড়ার পশুপতি মণ্ডল ও সুধীর মণ্ডলকে তুমি কি চেন?

—হ্যাঁ চিনি। বাঘের কামড়ে ওদের তিন বাপবেটার মৃত্যু হয়েছে। জঙ্গলে মধু ভাঙতে গিয়ে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। এদের কথা দ্বীপের সকলে জানে। তবে আমাদের ভয় নেই। আমাদের নৌকোয় যারা যায় তাদের কোনও দুর্ঘটনায় পড়তে হয় না।

ট্রেনটা যাদবপুর স্টেশনে ঢুকল। আমি নেমে পড়লাম। জানালার কাছে এসে হাত নেড়ে বললাম, তোমরা ভালো থেকো। সেটা ছিল ১৭.০২.২০১৫ তারিখ। ১৬.০৩.২০১৫ তারিখে ফোন করে প্রদীপের খবর নিলাম। তখন প্রদীপ আমাকে জানাল যে সে চৈত্র মাসের দশ মাসে তারিখে কুমিরমারী যাবে। মহালে যাবার জন্য বাবাকে জিগ্যেস করেছিল। বাবা বলেছেন, দাদাদের সঙ্গে তাদের নৌকোতে জঙ্গলে গেলে কোনও বিপদ হবে না। শোনার সাথে সাথে বালিকা বধূর সিঁদূরের টিপ পরা নিষ্পাপ মুখখানা আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল। এক অব্যক্ত যন্ত্রণা অনুভব করলাম। বিশ্বাসে মিলায় বস্তু, তর্কে বহু দূর।

মোহনবাগানের অন্ধ সমর্থক বাপির কাছে বাগান ভগবান

মলয় সুর

মোহনবাগান ক্লাবের সব থেকে অন্ধ সমর্থক বাপি মাঝি। মোহনবাগান, শুধুমাত্র এই নামটাই তাঁর কাছে ভগবান। আর এই ভগবানের পুজোর মন্ত্র জপ করেই প্রতিদিন মোহনবাগানের নিষ্ঠা সহকারে সাফল্য কামনা করেই বাগানের খেলা দেখতে যান। ৩৫ বছর বয়সী বাপি। শুধুমাত্র প্রিয়দল মোহনবাগানের খেলা দেখার জন্য দূরপাল্লার ট্রেনে চেপে হোক বা কিলোমিটারের পর কিলোমিটার সাইকেল চালিয়ে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে ভুল করেন না। সেই ছোটবেলায় ১৯৮০ সাল থেকে মোহনবাগান মাঠে লিগের খেলা দেখতে যাতায়াত শুরু। তাঁর সঙ্গে মোহনবাগানে একরকম রক্তের বন্ধন কিংবা নাড়ির টান রয়েছে। কলকাতার বিভিন্ন ফুটবল মাঠ তো বটেই ভারতের বিভিন্ন স্টেডিয়ামে সবুজ মেরুন পতাকা হাতে প্রিয় দলের সমর্থনে গলা ফাটাতে দেখা যায় 'মোহন পাগল' বাপিকে। ইতিমধ্যেই সে দিল্লির জওহরলাল নেহেরু স্টেডিয়াম, মুম্বইয়ের কুপারেজ স্টেডিয়াম, ওড়িশার কটকে অবস্থিত বারবাটি স্টেডিয়াম, অসমের গৌহাটি, শিলিগুড়ির কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়াম, পাঞ্জাবের লুধিয়ানা শিবাজি কমপ্লেক্স, গোয়ার ভাস্কো দা গামা ফতোর দা সহ এই সব স্টেডিয়ামে সটান হাজির হন।

দেশের প্রতিটি ফুটবল মাঠে তাঁর প্রিয় দল সবুজ মেরুনের জয় দেখার জন্য পৌঁছে গিয়েছেন। উত্তর কলকাতার বরাহনগর পাইকপাড়া প্রথম লেনে তাঁর বাড়ি। এখানেই সে একটি চায়ের দোকান সম্বল করেই জীবিকা নির্ভর করছে। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন বাস্তব জীবনে তাঁর কাছে গঙ্গাপারের শতাব্দী প্রাচীন ১২৫ বছরের মোহনবাগান ক্লাবই উপসানার বিষয়। যে ক্লাবে বাঙালি বীর সন্তানরা খালি পায়ে ব্রিটিশদের হারিয়ে শিল্ড জয় করেছে। সেই ক্লাবের ধ্বজা উড়িয়ে দলের হয়ে চিৎকার করে যাবই যাব। যতদিন আমার শ্বাস চলবে ততদিন মাঠে উপস্থিত হব। ২৩ মে (শনিবার) বারাসত বিদ্যাসাগর স্টেডিয়ামে ৪০ ডিগ্রি তাপমাত্রায় ম্যাকডয়েল মোহনবাগান ও স্পোর্টিং ক্লাব দ্য গোয়ার খেলায় তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন স্ত্রী শিপ্রা মাজি। তাদের একমাত্র কন্যা সঞ্চিতা নবম শ্রেণির ছাত্রী। বাপির সারা শরীরে সবুজ মেরুন টি শার্ট ও প্যান্ট এমন কি মাথায় টুপি পর্যন্ত সবুজ মেরুন। তাঁর সঙ্গে ক্লাবের কর্মকর্তা সচিব অঞ্জন মিত্র, সভাপতি টুটু বসু, সৃঞ্জয় বসু, সুব্রত ভট্টাচার্য, কম্পটন দত্ত, শিবাজী ব্যানার্জী, সত্যজিৎ চ্যাটার্জী ছাড়াও ক্লাবের প্রাক্তন ও বর্তমান ফুটবল খেলোয়াড়দের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। দেশের যে কোনও মাঠে প্রবেশের কোনও সমস্যা যাতে না হয় সেদিকে খেয়াল রাখেন সকলেই। গড়ের মাঠে এভাবেই বাপি বাগানের অন্ধ সমর্থক হিসাবে বিখ্যাত হয়ে উঠেছেন।

আগামী ৩১ মে রবিবার মোহনবাগান আই লিগ চ্যাম্পিয়ন নির্ধারণ হওয়ার ম্যাচে শেষ খেলায় বেঙ্গালুরু এফসির মুখোমুখি হচ্ছে। সেখানেও বাপি বেঙ্গালুরুর কান্তি ভারি স্টেডিয়ামে পৌঁছে সবুজ মেরুন পোশাকে স্টেডিয়ামে সারাক্ষণ দাঁড়িয়ে দলের হয়ে চিৎকার করে যাবেন। বাগান ১৩ বছর বাদে আই লিগ চ্যাম্পিয়ন হলে বাপি টি স্টলে একদিন ফ্রিতে চা খাওয়াবেন সকল ক্রেতাদের। কোনও স্বার্থসিদ্ধি বা ধান্দা নেই আছে শুধু ভরপুর আন্তরিকতা এবং বিশ্বাস।

বাপির মোহনবাগান প্রেমের সঙ্গে তুলনা করা যায় এরকম বেশ কয়েকজন সমর্থক রয়েছেন যারা ইস্টবেঙ্গল কিংবা মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের হয়ে গলা ফাটাতে মাঠে যান শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা নানা সময়। কলকাতার মাঠে এখনও এই অন্ধ দলীয় আনুগত্য বজায় রয়েছে বলে মাথা উঁচু করে রয়েছে এখানকার খেলাধুলার পরিবেশ। সারা দেশের মধ্যে যা একপ্রকার বিরল বলাই চলে। এই প্রসঙ্গে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের আরও এক সমর্থক নুরের কথা এই আলিপুর বার্তাতে কয়েক সংখ্যা আগেই প্রকাশিত হয়েছে। নুর সাদা কালো দলটির এত কট্টর সমর্থক যে ক্লাবের ভালোর জন্য নিজের পকেটের পয়সা খরচ করে ছুটে চলে যান সুদূর আজমির শরীফেও। অথচ নিজের জন্য কোনও চাহিদা না থাকলেও দলের প্রতি এই নিঃস্বার্থ ভালোবাসা দেশের ফুটবল মক্কা কলকাতাতেই যেন বেশি নজরে পড়ে। নুরের নামটা সেই প্রেক্ষিতেই উঠে এল এই প্রতিবেদনে। এই জন্যই বোধহয় আজও এখানকার ফুটবলের এত গরিমা। যাতে ফুটবলারদের যেমন অবদান রয়েছে ততটাই ভূমিকা রয়েছে এই আবেগ-পাগল সমর্থকদের। কলকাতার তিন বড় ফুটবল ক্লাব খুঁজলেই এমন অসংখ্য সমর্থকের খবর পাওয়া যায়। এদের মধ্যে অনেকেরই কিন্তু অবস্থা খুব একটা মজবুত নয়। মানে আর্থিক দিক থেকে এরা অনেকটাই পিছিয়ে। তাও দলের জন্য ভিন রাজ্যে পাড়ি দিতে এরা চলে যান সামান্য জমানো পয়সার ওপর নির্ভর করে। বিশ্বকাপ ফুটবল অনুষ্ঠিত হওয়ার আগে এমনই এক ফুটবল-পাগল দম্পতির কথা জানতে পারি আমরা। প্রতিবারই এই দম্পতি শিরোনামে চলে আসেন নিজেদের জমানো অর্থে বিদেশের সেই দেশে পাড়ি দিতে যেখানে বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এই দিকটা ভেবে দেখলে ভারতীয় কিংবা বাঙালি হিসেবে গর্ব হতে বাধ্য।

যতই আমরা ফুটবল মানচিত্রে নিচের দিকে অবস্থান করি না কেন, সমর্থনের পারদে কোনও অংশে পিছিয়ে নেই এই বঙ্গভূমি তথা তিলোত্তমা কলকাতা। তাই ব্রাজিল, জার্মানি, ইতালি, আর্জেন্টিনার সঙ্গে কলকাতার ফুটবল প্রেমীদেরও একই বৃত্তে ফেলে দেওয়া যায় অনায়াসে। তাই কলকাতাকে যতই দেশের সাংস্কৃতিক রাজধানী হিসেবে অভিহিত করা হোক না কেন, ফুটবলপ্রেম বা অন্য খেলার প্রতি ভালোবাসায় এই শহর কারও চেয়ে কম যায় না। সেই জন্যই তো বলতে হয়, থুরি এক লাইন গেয়ে দেওয়া যায়, 'সব খেলার সেরা যে সে বাঙালির ফুটবল।'

ফ্লাওয়ার এলে সৌরভ হবেন পরামর্শদাতা কমিটির চেয়ারম্যান

নিজস্ব প্রতিনিধি: ভারতীয় ক্রিকেট দলের কোচ না ডিরেক্টর? কোন পদে বসবেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় তা নিয়ে জল্পনা চলছেই। এই জল্পনায় জল ঢালতে পারে বিসিসিআই। যা পরিস্থিতি তাতে ভারতীয় ক্রিকেট দলের পরামর্শদাতা কমিটির চেয়ারম্যান হতে পারেন সৌরভ গাঙ্গুলি। বিসিসিআই সূত্রে খবর এখনই রবি শাস্ত্রীকে টিম ডিরেক্টরের পদ থেকে সরাতে চান না বোর্ডের কয়েকজন শীর্ষ কর্তা। পাশাপাশি একটু ধীরে চলো নীতিতেই চলতে চাইছেন জগমোহন ডালমিয়া-অনুরাগ ঠাকুররা। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড রায়না-কোহলিদের কোচের দায়িত্ব কোনও বিদেশির হাতেই তুলে দিতে চায়। বিসিসিআই-এর পছন্দের তালিকায় রয়েছে অ্যান্ডি ফ্লাওয়ার, স্টিফেন ফ্লেমিং, গ্যারি কার্স্টেনের নাম। দৌড়ে এগিয়ে রয়েছেন ফ্লাওয়ার। উল্লেখযোগ্য সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে খেলোয়াড়ি জীবনে এরা প্রত্যেকেই প্রতিপক্ষ হিসেবে খেলেছেন।

যুবভারতীতে অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ ফাইনাল

নিজস্ব প্রতিনিধি: অনূর্ধ ১৭ ফুটবল বিশ্বকাপের প্রথম ভেনু হিসেবে যুবভারতীর নাম ঘোষণা করা হল। এমনকি অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপের ফাইনালও হতে পারে যুবভারতীতে। অনূর্ধ-১৯ বিশ্বকাপে ফাইনাল অথবা সেমিফাইনাল ম্যাচ হতে পারে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে। এদিন অনূর্ধ ১৭ বিশ্বকাপের প্রথম ভেনু হিসেবে যুবভারতীর নাম ঘোষণা করে টুর্নামেন্ট কমিটি। বুধবার টুর্নামেন্ট কমিটির ডিরেক্টর হাভিয়ার চিকে যুবভারতী পরিদর্শনে এসে একথা জানান। তাদের মতে যুবভারতীতে আরও কিছু যুব বিশ্বকাপের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ হতে পারে। নতুন করে যুবভারতীর মাঠ তৈরির কাজ দেখে বেশ খুশি আয়োজক কমিটির প্রতিনিধিরা।

বিশ্ব হকি লিগে ভারতীয় ক্যাপ্টেন সর্দার

নিজস্ব প্রতিনিধি: হকির বিশ্ব লিগে আঠেরো জনের ভারতীয় দলকে নেতৃত্ব দেবেন সর্দার সিং। এবছর জুনের ২০ তারিখ থেকে বেলজিয়ামে আরম্ভ হবে বিশ্ব লিগ। টুর্নামেন্টে ভারতসহ দশটি দল অংশ নেবে। পুল 'এ' এবং পুল 'বি'-তে পাঁচটি করে দলকে রাখা হয়েছে। পুল এ-তে রয়েছে ভারত। পুলে ভারত সহ রয়েছে ফ্রান্স, পোল্যান্ড, পাকিস্তান এবং অস্ট্রেলিয়া। জুনের ২০ তারিখ ফ্রান্স ম্যাচ দিয়ে অভিযান শুরু করবে ভারত। সম্প্রতি জাপানের বিরুদ্ধে হকি সিরিজে দুরন্ত পারফর্ম করেছিল ভারতীয় দল। বিশ্ব লিগে দলের সেই ফর্ম অব্যাহত থাকবে বলে আশাবাদী কোচ পল ভ্যান অ্যাস।

প্রসঙ্গত, ক্রিকেটকে এদেশে ধর্মের মতো দেখা হলেও হকির গরিমা কোনও অংশে কম নয়। বরং কোনও কোনও ক্ষেত্রে সেই পাণ্ডুলিপি ঘাটলে দেখা যাবে ক্রিকেটকেও হয়তো ছাপিয়ে যাচ্ছে হকি। হকির জাদুকর ধ্যানচাঁদের জন্মই যে এদেশে। সুতরাং ভালোই বোঝা যাচ্ছে একসময় সারা বিশ্বে হকি বলতে ভারতকেই প্রথম সারিতে রাখা হত। প্রবাদ রয়েছে ধ্যানচাঁদের হকি স্টিকে নাকি আঠা লেগে থাকত। তার কাছে বল যাওয়া মানে বিপক্ষের চূড়ান্ত সর্বনাশ ঘটা। অনেকটা ফুটবলের জগতে পেলে-মারাদোনার মতোই হকিতে নিয়ন্ত্রক হয়ে উঠেছিলেন এই প্রবাদপ্রতীম হকি খেলোয়াড়। ভারতের সর্বকালের সেরা ক্রীড়াবিদদের মধ্যেও প্রথম দিকে থাকবে তাঁর নাম।

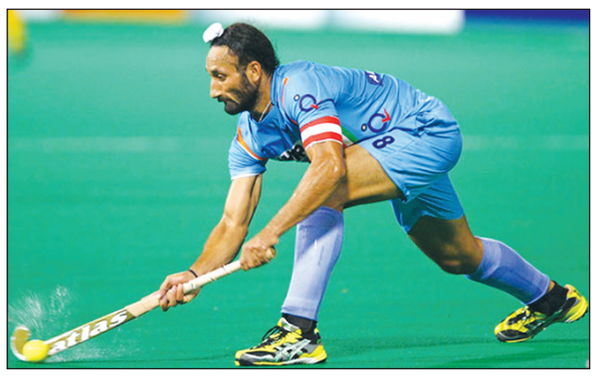

মনের খেয়াল

ছবিতে জব্দ

সুনীত হালদার

উপরের ছবি দু'টির মধ্যে কমপক্ষে ছ'টি পার্থক্য আছে। পার্থক্যগুলো খুঁজে বার কর।

এসএমএস-এর মাধ্যমে তোমরা উত্তর পাঠাও ৯০৩৮৬৪০০৩০ এই নম্বরে। ঠিকানা ও বয়স লিখতে ভুলবে না। ৩০ মে থেকে ৫ জুনের মধ্যে।

জেনে রেখো

শহিদ অনুজা সেন, জন্ম : ১৯০৫

বিপ্লবী শহিদ। ছাত্রাবস্থায় খুলনায় যুগান্তর দলে যোগদান করেন। কুখ্যাত পুলিশ কমিশনার টেগার্টকে মারার জন্যে তিনজন সঙ্গীসহ তিনি ডালহৌসি স্কোয়ারে যান। দুর্ভাগ্যবশত নিক্ষিপ্ত বোমায় তিনি স্বয়ং নিহত হন।

শহিদ অপূর্ব সেন, মৃত্যু : জুন, ১৯৩২

বিপ্লবী শহিদ। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পর ইংরেজ সেনানীদের সঙ্গে ধলঘাটে সম্মুখযুদ্ধে নিহত হন।

শহিদ জীবন ঘোষাল, জন্ম : জুন, ১৯১২

মাখন নামে পরিচিত এই কিশোর বিপ্লব ফর্মের জন্যে প্রভূত অর্থ সংগ্রহ করতেন। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পর পুলিশের সঙ্গে সশস্ত্র সংঘর্ষে তিনি নিহত হন।

শহিদ প্রভাস বল, মৃত্যু : এপ্রিল, ১৯৩০

বিপ্লবী শহিদ। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পর জালালাবাদ পাহাড়ে ব্রিটিশ বাহিনীর সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধে নিহত হন।

শহিদ রজত সেন, মৃত্যু : মে, ১৯৩০

বিপ্লবী শহিদ। চট্টগ্রামে সূর্য সেনের নেতৃত্বে গুপ্ত দলে যোগদান করেন। পুলিশের সঙ্গে সশস্ত্র সংঘর্ষে তিনি নিহত হন।

শহিদ সুশীল সেন, মৃত্যু : ৩০ এপ্রিল, ১৯১৫

বিপ্লবী শহিদ। পূর্বে রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ হেতু কিংসফোর্ড সাহেব সুশীলকে বেত্রদণ্ড দিয়েছিলেন।

দেশভক্ত নলিনী মৈত্র, মৃত্যু : ২ মে, ১৯৫৯

ময়মনসিংহের বিশিষ্ট জননেতা। বৈপ্লবিক তৎপরতার জন্য বহুবার কারারুদ্ধ হন এবং মহাত্মা গান্ধির সহকর্মীরূপে তিনি কিছুকাল ওয়ার্ধা আশ্রমে ছিলেন।

বিপ্লবী পূর্ণচন্দ্র দাস, জন্ম : ১ জুন, ১৮৮৯

সন্ন্যাস-জীবন পরিত্যাগ করে মাতৃভূমির আহ্বানে সংগঠনমূলক কাজে এগিয়ে আসেন। ফরিদপুর ষড়যন্ত্র মামলায় দীর্ঘকাল কারারুদ্ধ থাকেন। কলকাতার রাজপথে উন্মাদ আততায়ীর ছুরিকাঘাতে প্রাণত্যাগ করেন।

অজয় হালদার, দশম শ্রেণি, বিবেক নিকেতন।

তোমাদের যদি কোনও মজার গল্প জানা থাকে তবে এখনই তা পাঠিয়ে দাও মনের খেয়ালে। নাম ঠিকানা লিখতে ভুলোনা কিন্তু।

খুদে বন্ধুরা তোমাদের আঁকা ছবি, ছড়া, ছোটগল্প ও মজার অভিজ্ঞতার কথা পাঠাও পত্রযোগে অথবা ই-মেলে পাঠাও বাংলা ওয়ার্ডে বা JPEG ফরম্যাটে

Owner: Nikhil Banga Kalyan Samity. Printer & Publisher Sudhir Nandi. Published from 57/1A, Chetla Road,Kolkata- 27 and printed from Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri. Fax No. 033-2479-8591, Email: alipur_barta@yahoo.co.in, alipurbarta1966@gmail.com

সত্বাধিকারী : নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি। প্রকাশক ও মুদ্রক : সুধীর নন্দী। নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। যোগাযোগের ঠিকানা : ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭, ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৪৭৯-৮৫৯১, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in, সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক।